উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
শিলিগুড়ি ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 22 November 2024 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 183

'আদানি' অস্ত্রে মোদিই টার্গেট রাহুলের

নয়ের পাতায়

নিজের পথেই চলতে চান বুমরাহ

তেরোর পাতায়

আদানির নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মসৃণ হওয়ার আশায় ছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু শিল্পপতি গৌতম আদানির নামে মার্কিন আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় সেই সম্ভাবনার বদলে টানাপোড়েন তৈরি হল নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্কে। মার্কিন বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণা করে তাঁদের থেকে প্রাপ্ত অর্থে ভারতীয় আধিকারিকদের ঘুষ দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে ওই পদক্ষেপ করেছে নিউ ইয়র্কের একটি আদালত।

সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত আদায় করতে ২,২৩৬ কোটি টাকা ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে এখন বিদ্ধ আদানি গোষ্ঠী। মার্কিন আদালতের ওই পদক্ষেপের পরই গৌতম আদানিকে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। একইসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, 'নরেন্দ্র মোদি যেহেতু অভিযুক্ত শিল্পপতির রক্ষাকর্তা, তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে না।' আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগটি যৌথ সংসদীয় কমিটিকে দিয়ে তদন্ত করানোর দাবিও তুলেছে কংগ্রেস।

যদিও বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্রের সাফাই, 'আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওই অভিযোগে যে চারটি রাজ্যের নাম উঠেছে,

এরপর দশের পাতায়

'টাকা খাচ্ছে পুলিশ, দোষ তৃণমূলের'

সরি টু সে, নীচুতলার পুলিশকর্মীদের অনেকে ঘুষ খেয়ে সীমান্ত দিয়ে ভিনরাজ্যে আলু পাঠাতে সাহায্য করছে। তাদের কিন্তু রেয়াত করব না। কয়লা চুরি করবে সিআইএসএফ, পুলিশের একাংশ আর দোষ হবে তৃণমূলের, এই জিনিস বরদাস্ত করব না। - মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রীর রোষ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : ক'দিন আগে পুলিশের উদ্দেশে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, 'এনাফ ইজ এনাফ।' তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে বলায় তৃণমূলেরই কেউ কেউ সমালোচনা করেছিলেন। বৃহস্পতিবার খোদ মুখ্যমন্ত্রীই কিন্তু তাঁর পুলিশবাহিনীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন।

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে পাশে বসা রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে উদ্দেশ্য করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তুমি হয়তো চেষ্টার ত্রুটি করছ না, কিন্তু সরি টু সে, নীচুতলার পুলিশকর্মীদের অনেকে ঘুষ খেয়ে সীমান্ত দিয়ে ভিনরাজ্যে আলু পাঠাতে সাহায্য করছে। তাদের কিন্তু রেয়াত করব না।' তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, 'কয়লা চুরি করবে সিআইএসএফ, পুলিশের একাংশ আর দোষ হবে তৃণমূলের, এই জিনিস বরদাস্ত করব না।'

পুলিশের একাংশের কাজকর্মে বৃহস্পতিবার বিরক্তি উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। কয়েকদিন আগে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষের ওপর হামলায় বিহার থেকে অস্ত্র আনা হয়েছিল বলে পুলিশ জানতে পেরে। এরপরই ফিরহাদ পুলিশের গোয়েন্দার ব্যর্থতার দিকে আঙুল তোলেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে বৃহস্পতিবার

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার।

মমতা জানালেন, 'সিআইডি'র খোলনলচে আমি বদলে দেব।'

একদিন আগে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান পদে বদল করেছে রাজ্য। ডিজিকে মুখ্যমন্ত্রী এদিন নির্দেশ দেন, কোনও নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে। যদিও তিনি যুক্তি দেন, 'রাজনৈতিক নেতারা পাঁচ টাকা খেলে বলা হয় পাঁচশো টাকা খাচ্ছে। তবু নেতারা টাকা খাওয়ার আগে দশবার ভাবে। কিন্তু নীচুতলার কিছু অফিসার ও পুলিশের লোক, যাঁরা সরকারকে ভালোবাসেন না, তাঁরা এসব ভাবেন না। শুধু নিজেদের স্বার্থটা দেখেন।'এই প্রসঙ্গে মমতা জানান, 'অ্যান্টি করাপশন ব্যুরোকে আরও সক্রিয় করতে হবে। প্রয়োজনে সব জেলায় একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে হবে।' রাজ্যে কয়লা, বালি ও পাথর পাচারে তৃণমূল নেতারা যুক্ত বলে বিরোধীরা অভিযোগ করে থাকে। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেও মমতার কথায় স্পষ্ট তিনি সে ব্যাপারে সাফাই দিলেন।

মমতার বক্তব্য, 'আমি নিজে এক পয়সা খাই না, কেউ খেলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলব। আমার টাকার দরকার নেই। আমার দলের জন্য টাকার দরকার হলে প্রয়োজনে আমি মানুষের কাছে আঁচল পেতে নেব। কেউ কেউ ভাবছে একে ধরি, ওকে ধরি। মাথায় রেখো, কেউ বাঁচাবে না। আমি অন্তত বাঁচাব না।'

বালি ও পাথর খাদানগুলিকে নিলাম করতে তাঁর অনেক আগের নির্দেশ সব জায়গায় কার্যকর হয়নি। প্রশাসনের পদস্থকর্তাদের উদ্দেশে মমতার বক্তব্য, 'জয়গাঁয় এত পাথর পড়ে, কেন তোমরা টেন্ডার করছ না? এটা ভূমি দপ্তরের কাজ। তারা চুপ করে বসে আছে। যত বালি, পাথরের জায়গা আছে, সব টেন্ডার করে দাও। সিআইএসএফ টাকা খেলে তাদের ধরার অধিকার তোমাদের আছে।'

বেওয়ারিশ লাশে নাজেহাল মেডিকেল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : লাশের পর লাশ। যেন মরদেহের পাহাড়। অধিকাংশেরই নাম, পরিচয় জানা নেই। আইনের ভাষায় যা বেওয়ারিশ। দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে মেডিকেলে এমন লাশের ভিড় বাড়লেও সেগুলি সৎকারের কোনও উদ্যোগ নেই। ফলে লাশ জমতে জমতে এখন সংখ্যাটা পঞ্চাশেরও বেশি হয়ে গিয়েছে।

নিয়ম বলছে, এক সপ্তাহ রাখার পরেই এই বেওয়ারিশ লাশ সৎকার করে দেওয়ার কথা প্রশাসনের। কিন্তু এখানে তেমনটা হয়নি। এদিকে, অধিকাংশ কুলিং চেম্বার খারাপ থাকায় লাশ সংরক্ষণেও চরম বিপদ। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, কুকুর, বিড়াল মুখে করে দেহাংশ নিয়ে ঘুরলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। জায়গা ফাঁকা না হওয়া পর্যন্ত আর যাতে মরদেহ রাখার জন্য আবেদন না করা হয় সেইজন্য পুলিশকে বলতে বাধ্য হচ্ছেন মেডিকেল কর্তারা।

ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ রাজীব প্রসাদের বক্তব্য, 'পুরোটাই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। দ্রুত সমস্যা মিটবে বলে আশা করছি।' শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অবধ সিংহল আবার বলছেন, 'প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রথম ধাপে ১৬-১৭টি মরদেহ সৎকারের কাজ করা হবে।'

এরপর দশের পাতায়

নজরকাড়া

মরশুমের প্রথম তুষারপাত সান্দাকফুতে

দশের পাতায়

ট্যাব কাণ্ডে শিলিগুড়ি থেকে ধৃত আরও ১

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : ট্যাব দুর্নীতিতে এবার প্রধাননগর থানা এলাকার দেবীডাঙ্গা থেকে বিহারের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পূর্ব বর্ধমান সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম রবীন্দ্রপ্রসাদ সিং। আদতে বাড়ি বিহারের কিশনগঞ্জে হলেও বছর

দুয়েক ধরে তাঁর স্ত্রী, দুই সন্তানকে নিয়ে দেবীডাঙ্গায় থাকেন। তিনি নিজে সপ্তাহে দু'-একদিনের জন্য এখানে আসতেন। ট্যাব কাণ্ড নিয়ে হইচই শুরু হতেই তিনি এখানে এসে লুকিয়েছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। তাঁর গ্রেপ্তারির নেপথ্যেও উঠে এসেছে অ্যাকাউন্ট ভাড়ার তত্ত্ব এবং এক্ষেত্রে চোপড়া-যোগ পেয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে পূর্ব বর্ধমানে নিয়ে গিয়েছে সেখানকার সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

কিশনগঞ্জের বাড়িতে মোবাইলের দোকান রয়েছে রবীন্দ্রর। পুলিশের অভিযোগ,

এরপর দশের পাতায়

এআইয়ের ভালোমন্দ বুঝল ছাত্র-ছাত্রীরা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২১ নভেম্বর : দর্শনে স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের ২০২৩-'২৪ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাসে সংযোজন হয়েছে 'এআই অ্যান্ড এথিকস'। এই বিষয়টি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভালোবাসা জন্মাতে ও এআই সম্পর্কে জানাতে জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজের ফিলজফি (দর্শন) বিভাগের তরফে বৃহস্পতিবার একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এদিনের আলোচনার বিষয় ছিল, 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড এথিকস : এ ফিলজফিকাল পার্সপেক্টিভ।' মূলত এই সেমিনারের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সময়ে বহুল প্রচলিত শব্দ এআইয়ের ভালো ও খারাপ দিকগুলো ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরা হয়।

প্রশ্ন হল দর্শনের সঙ্গে এআই অ্যান্ড এথিকস-এর সম্পর্কটা কোথায়? প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুভাষ বর্মন বলেন, 'সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে এআই জড়িয়ে আছে। তবে, এর ভালো দিক যেমন আছে, তেমন খারাপ দিকও আছে।' ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি জানান, এআইকে প্রথমে ট্রেনিং দেওয়া হয় অর্থাৎ তথ্য প্রদান করা হয়, এরপর সে শেখে এবং সিদ্ধান্ত নেয়। বলা বাহুল্য মানুষের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এআই তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিনিয়ত শিখে চলেছে।

সেমিনারে এআই নিয়ে আলোচনা। জলপাইগুড়ির এসি কলেজে।

ভালো দিক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি জানান, বর্তমান সময় 'অটো কার সিস্টেম' থেকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে উন্নত হচ্ছে দেশ। এছাড়াও সাইবার ক্রাইমের হাত থেকে বাঁচতে স্ক্যাম, আপত্তিকর মেল, ছবি ও কমেন্টকে তাড়াতাড়ি শনাক্ত করছে এআই। তবে এর কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। সুভাষ বলেন, 'এআইয়ের একটি প্রচলিত প্রযুক্তি হল ডিপ ফেক। এর মাধ্যমে খুব সহজে অসাধু মানুষেরা সাধারণ মানুষ কিংবা সেলেব্রিটি, রাজনীতিবিদদের ছবি বা ভিডিও বিকৃত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছে। কখনও এর সাহায্য ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দিচ্ছে।'

এদিনের সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন আনন্দচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস দাস, দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ শ্যামশ্রী অধিকারী, অধ্যাপক ডঃ কাজিজার রহমান সহ অন্যরা। পঞ্চম সিমেস্টারের ছাত্রী জ্যোতিকা রায়, কাবেরী রায় প্রমুখ জানান, এদিনের আলোচনা ভাবতে ও অনেক কিছু জানতে শিখিয়েছে।

অন্যদিকে 'এথিকস ইন দ্য এজ অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স : নেভিগেটিং চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড শেপিং দ্য ফিউচার'- বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন আনন্দ চন্দ্র কলেজের লাইব্রেরিয়ান ডঃ শামিম আকতার মুন্সি। তিনি বলেন, 'এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্যেই হল এআইয়ের বেসিক জ্ঞান প্রদান।' সমাজে বদল ঘটার উদাহরণস্বরূপ তিনি জানান, ১৯৮৮ সালে দেখা গিয়েছিল অঙ্কের শিক্ষকরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আজ প্রি-প্রাইমারির বাচ্চারাও ইন্টারনেট কিংবা এআই-এর মাধ্যমে ক্লাস করছে। এই কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ডঃ কাজিজার রহমান বলেন, 'খারাপ দিকগুলোকে বুঝে কীভাবে দর্শনের পথে ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে চলবে সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

ফিজিক্সওয়ালার ৭৫টি নয়া কেন্দ্র

নিউজ ব্যুরো

২১ নভেম্বর : দেশজুড়ে সাশ্রয়ী মূল্যে গুণমানসম্পন্ন শিক্ষাকে গণতান্ত্রিকরণের লক্ষ্যে ফিজিক্সওয়ালা ৭৫টিরও বেশি অফলাইন শিক্ষাকেন্দ্র খুলছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। ২০২৫-'২৬ শিক্ষাবর্ষে তামিলনাড়ু, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র সহ একাধিক এলাকায় চালু হতে চলেছে টেক-এনাবেলড বিদ্যাপীঠ। ফিজিক্সওয়ালার অফলাইন সেন্টারগুলো মূলত দু'রকমের। বিদ্যাপীঠ ও পাঠশালা। বিদ্যাপীঠে পড়ুয়া ও শিক্ষক দু'পক্ষের উপস্থিতিতে পঠনপাঠন চলবে এবং পাঠশালায় পড়ুয়ারা সেন্টারে আসবে এবং প্রথম শিক্ষক ক্লাস নেবেন ভার্চুয়ালি। দ্বিতীয় শিক্ষক কেন্দ্রে থেকে ছাত্রদের ডাউট ক্লিয়ার করবেন।

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : M - 9647610774. (C/113434)

•

Required Siliguri local Male (X pass min.) for Office Work. Age (29-40). M-8637372499. (C/113442)

•

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে Data Entry-র জন্য Computer জানা (পুরুষ) লোক চাই। No. 7699002805. (C/113443)

কিডনি চাই

কিডনি চাই AB+, বয়স - 30-40 পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর - 8016140555. (C/113536)

অ্যাফিডেভিট

Executive Magistrate, Coochbehar কোর্টে 20/11/2024-এর অ্যাফিডেভিট বলে, Vill+ Post Patchhara, P.S.- Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin- 736157-এর Kuddus Rahaman এবং Kuddaus Rahaman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/113531)

প্রধানমন্ত্রীর বৃত্তি প্রকল্প ২০২৪-২৫ সালের শিক্ষাবর্ষ

১। আবেদনপত্র পূরণ করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন প্রহরী/প্রাক্তন চাকুরিজীবীদের এবং প্রাক্তন ভারতীয় উপকূল রক্ষকদের বিধবা স্ত্রীদের পেশাগত/কারিগরি বৃত্তিমূলক কার্যধারা প্রাপ্তির জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। অনুমোদিত কার্যধারার তালিকাটি কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ডের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। এই পরিকল্পনাটি শুধুমাত্র শিক্ষাবর্ষ ২০২৪-২৫ সালের পেশাগত/কারিগরি বৃত্তিমূলক কার্যধারায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

২। **বৃত্তির অর্থমূল্য**
(ক) টা: ৩০,০০০/- বছর প্রতি ছাত্রদের জন্য
(খ) টা: ৩৬,০০০/- বছর প্রতি ছাত্রীদের জন্য

৩। ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তালিকাটি পরীক্ষণের জন্য পিএমএসএস লিংকে পরিদর্শন করার জন্য। প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ডের ওয়েবসাইট www.ksb.gov.in এ পরিদর্শন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে আবেদনপত্রটি প্রত্যাখ্যান না হয়, আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার আগে এবং আবেদন করুন 'অনলাইন ওনলি'তে। কোনোরকম কাগজের মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণ করার পথ বিনোদন করা হবে না।

৪। **অনলাইনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বৃত্তিতে আবেদন করার শেষ তারিখ : ৩০শে নভেম্বর ২০২৪।**

৫। শেষ মুহূর্তের বিপর্যয় এড়ানোর জন্য সময়ের মধ্যে আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৬। **এই বৃত্তিটি শুধুমাত্র (সৈন্যবাহিনী/নৌবাহিনী/বিমানবাহিনী / উপকূল রক্ষক) হিসাবে কর্মরত প্রহরী / প্রাক্তন চাকুরিজীবীদের বিধবা স্ত্রীর জন্য উপলব্ধ। অসামরিক বাহিনীর প্রহরী এই বৃত্তির জন্য যোগ্য নয়।**

**ভারত সরকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড,
পশ্চিম ব্লক IV, উইং-VII, আরকে পূরম, নয়া দিল্লি-১১০০৬৬
যোগাযোগ নং : ০১১-২০৮৬২৪৪৭
(সোমবার থেকে শুক্রবার ০৯০০ ঘটিকা থেকে ১৭৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
(কেএসবি ওয়েবসাইট : online.ksb.gov.in)**
CBC 10405/11/0003/2425

রাজবংশী ঐতিহ্যের বৈরাতি, হুদুম নাচ রক্ষায় উদ্যোগ

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ২১ নভেম্বর : গত কয়েকবছরে জেলা তথা উত্তরবঙ্গে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবির উজানিয়া উৎসব এক আলাদা পরিচিতি এনে দিয়েছে। উজানিয়া উৎসব কমিটি তাদের অনুষ্ঠান এবং উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতিকে বাঁচাতে সবরকম প্রয়াস চালাচ্ছে। আগামী ২৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে অনুষ্ঠিত হবে এবছরের উজানিয়া উৎসব। হাতে আর এক মাসের মতো সময় রয়েছে। তার আগে সমস্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলতে জোরকদমে আয়োজন চলছে।

মহড়া চলছে উজানিয়া নৃত্যগোষ্ঠীর অন্দরেও। বৃহস্পতিবার দেখা গেল, পারডুবিতে উজানিয়া নৃত্যগোষ্ঠীর অফিস চত্বরের মাঠে বিভিন্ন বয়সের শিল্পীরা নাচের অনুশীলন করছেন। সেখানে রয়েছেন শর্মিষ্ঠা বর্মনের মতো কলেজ পড়ুয়া। রয়েছে স্কুল পড়ুয়া সায়ন্তিকা বর্মন, স্বস্তিকা বর্মন, পাপ্পু বর্মনরাও। বিলুপ্তপ্রায় নাচকে বাঁচিয়ে তুলতে এবারে সেইসব নাচের মহড়া দিচ্ছে সকলে। কোনওদিন হুদুম নাচ, কাতিকা নাচ, বাহো, কোনওদিন আবার কুশান নাচ, গোয়ালিনী নাচ, বৈরাতি নাচের মহড়া চলছে। কলেজ পড়ুয়া শর্মিষ্ঠা বর্মন বলেন, 'বৈরাতি এর আগেই শিখেছি। এবার উত্তরবঙ্গের অন্যান্য বিলুপ্তপ্রায় নাচ শিখছি। দারুণ লাগছে।' স্কুল পড়ুয়া অনিরুদ্ধ সিংহ জানাল, প্রশিক্ষক জ্যোতির্ময় বর্মনের কাছে তারা জানতে পেরেছে কুশান, বৈরাতি ইত্যাদি নাচ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। নিয়মিত প্রশিক্ষক এসে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। নতুন কিছু শিখতে পেরে উচ্ছ্বসিত বিট্টু বর্মনও।

উজানিয়া উৎসব কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা তথা লোকসংস্কৃতির গবেষক মহেশ রায়ের কথায়, 'উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক ভাওয়াইয়াসংগীত আজ বিলুপ্তির পথে। আর উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতিকে বাঁচাতে গত কয়েকবছরে উজানিয়া উৎসব ভাওয়াইয়া সংগীতপ্রেমীদের কাছে এক আলাদা পরিচিতি করে নিয়েছে। পাশাপাশি উজানিয়া নৃত্যগোষ্ঠী নৃত্য পরিবেশন করে সকলের নজর কেড়েছে। তাই এবার নৃত্য প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক এনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি।'

> উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক ভাওয়াইয়াসংগীত আজ বিলুপ্তির পথে। আর উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতিকে বাঁচাতে গত কয়েকবছরে উজানিয়া উৎসব ভাওয়াইয়া সংগীতপ্রেমীদের কাছে এক আলাদা পরিচিতি করে নিয়েছে।
>
> - **মহেশ রায়** *মুখ্য উপদেষ্টা, উজানিয়া উৎসব কমিটি*

উৎসব আয়োজক কমিটির তরফে হৃষীকেশ রায় জানান, উজানিয়া উৎসবের মতো মঞ্চে স্থানীয় শিল্পীরা যেন তাঁদেরও অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে পারেন। তাই এই নৃত্যগোষ্ঠী তৈরি করা। এপার বাংলা-ওপার বাংলা থেকে প্রচুর সংগীতশিল্পী, সংগীতপ্রেমী মানুষ এই উৎসবে শামিল হন। এবছর এই উৎসব দশম বর্ষে পা দেবে। উৎসবকে সর্বাঙ্গীণ করে তুলতে সবরকম প্রস্তুতি শুরু করেছে আয়োজক কমিটি। কমিটির দাবি, এবারও উজানিয়া উৎসবে মানুষের ঢল নামবে।

কায়ম চূর্ণের মুখ কিকু শারদা

নিউজ ব্যুরো

২১ নভেম্বর : ভারতের অন্যতম বৃহত্তম আয়ুর্বেদিক পাচক ব্র্যান্ড শেঠ ব্রাদার্স এবার তাদের বহুল প্রচলিত প্রোডাক্ট কায়ম চূর্ণের মুখ হিসেবে বেছে নিল বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা কিকু শারদাকে। শেঠ ব্রাদার্সের বর্তমান কর্ণধার মোহিত শেঠ, ভেদান্ত শেঠ এবং ফালাক শেঠ বলেন, 'কায়ম চূর্ণের সঙ্গে কিকু শারদার অন্তর্ভুক্তি এই প্রোডাক্টকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে আরও জনপ্রিয় বানাতে সাহায্য করবে।'

মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে স্টল

'এক স্টেশন এক পণ্য' প্রকল্পের অধীনে

স্থানীয় দক্ষ কারিগর, কুমোর, তাঁতি ইত্যাদিদের সুবিধার্থে বিক্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যের প্রচারের উদ্দেশ্যে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা ডিভিসনের নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে ২৯টি সজ্জিত 'এক স্টেশনে এক পণ্য' (ওএসওপি) স্টল বরাদ্দ করতে আবেদন আমন্ত্রণ করছেন। **স্টেশন ও স্টলের সংখ্যা** নিম্নলিখিতমতো: (১) মালদা টাউন - ৩টি, (২) ভাগলপুর - ৩টি, (৩) জামালপুর - ২টি, (৪) সাহেবগঞ্জ - ২টি, (৫) নিউ ফরাক্কা - ১টি, (৬) ধুলিয়ান গঙ্গা - ১টি, (৭) নিমতিতা - ১টি, (৮) সুজনিপাড়া - ১টি, (৯) জঙ্গীপুর রোড - ১টি, (১০) বারহারওয়া - ১টি, (১১) তিনপাহাড় - ১টি, (১২) সুলতানগঞ্জ - ১টি, (১৩) মন্দারহিল - ১টি, (১৪) হাঁসডিহা - ১টি, (১৫) মির্জাচৌকী - ১টি, (১৬) পীরপৈন্তি - ১টি, (১৭) সবৌর - ১টি, (১৮) শিবনারায়ণপুর - ১টি, (১৯) কহলগাঁও - ১টি, (২০) একচারি - ১টি, (২১) মুঙ্গের - ১টি, (২২) গোড্ডা - ১টি ও (২৩) বাঁকা - ১টি। এক স্টেশন এক পণ্য স্টলগুলি অস্থায়ী ভিত্তিতে (২ মাসের জন্য) বরাদ্দ করা হবে। একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা স্টেশনের জন্য একাধিক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে লটারি পদ্ধতির মাধ্যমে স্টল বরাদ্দ করা হবে। **সামগ্রীর শ্রেণী :** (ক) হস্তশিল্প/শিল্পবস্তু। (খ) টেক্সটাইল ও তাঁত। (গ) ঐতিহ্যবাহী পোষাক। (ঘ) স্থানীয় কৃষি পণ্য/প্রক্রিয়াজাত/ অর্দ্ধ-প্রক্রিয়াজাত খাবার। **যোগ্যতার মানদণ্ড:** (ক) ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডিক্রাফ্‌টস, ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডলুম অথবা উপযুক্ত রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা কারিগর/তাঁতি আইডি কার্ড ধারক। (খ) ট্রাইবাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট (টিআরআইএফইডি)/ ন্যাশানাল হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএইচডিসি)/খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশন (কেভিআইসি) ইত্যাদির সাথে তালিকাভুক্ত/নথিভুক্ত ব্যক্তিবিশেষ কারিগর/তাঁতি/ক্রাফ্‌টসমেন। (গ) পিএমইজিপি (প্রাইম মিনিস্টার'স এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম)-এর সাথে নথিভুক্ত সেল্‌ফ হেল্প গ্রুপ। (ঘ) সমাজের প্রান্তিক অথবা দুর্বল শ্রেণী। ইচ্ছুক ও যোগ্য ব্যক্তিরা, যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ নথিপত্র ও যোগাযোগের নম্বর সহ আবেদন সংশ্লিষ্ট স্টেশনের স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট/ম্যানেজার অথবা সিনিয়র ডিসিএম-এর কার্যালয়ে জমা করতে পারেন। **ডাক ঠিকানা :** সিনিয়র ডিসিএম কার্যালয়, ডিআরএম বিল্ডিং, ১ম তল, ঝলঝলিয়া রোড, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩২১০২, ই-মেল : srdcmmldt@ gmail.com

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কেআইআর/ ইএনজিজি./৪৫ অব ২০২৪-এর বিপরীতে সংশোধনী নং. ০১

প্রশাসনিক কারণে কাটিহার - কাটিহারে - ৩৫ এম দৈর্ঘ্যের কভার শেড ও সার্ভিস বিল্ডিং নির্মাণ এবং ১৪০ টি ক্রেনের জন্য সহযোগী কাজের বিপরীতে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআই আর/ ইএনজিজি./৪৫ অব ২০২৪, তারিখ: ২৪-১০-২০২৪-এর টেন্ডার নং. ০১ বাতিল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের যোগান, নির্মাণ, কমিশনিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/ সিওএন/এনজেপিইই/১০/২০২৪ তারিখ: ১৯-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ই-সি-এনজে-জেএ-৫-২৪-২৫-এআরআর-জিএজি। কাজের নাম: এআরআরজিএএল (এনএল) প্রকল্পের অধিনে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ডিওয়াই.সিই/সিওএন-I/কাটিহার, ডিওয়াই.সিই/সিওএন-II/কাটিহার, ডিওয়াই.সিই/সিওএন-III/কাটিহার এবং এএক্সইএন/সিওএন/বালুরঘাট কার্যালয় সহিত কাটিহার, আরারিয়া, পাকি, মালদা টাউন এবং বালুরঘাট ওআরএইচএ সংকটমুক্ত পরিচালনের জন্যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং এয়ার-কন্ডিশনিং মেশিনের যোগান, নির্মাণ, কমিশনিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে প্রস্তাব। টেন্ডার রাশি: ৬৩,৭২,৮৩৪.১৫/- টাকা। বায়না রাশি: ১,২৭,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৩-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই. সিইই/সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Now showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
BOHURUPI
(Bengali)
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
Dolby Digital

Now Showing at BISWADEEP
Bhool Bhulaiyaa-3
Xing : Kartik Aaryan, Vidya Balan, Madhuri Dixit
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

আজ টিভিতে

নাচের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে গিয়ে জিনিয়ার ষড়যন্ত্রে ধরা পড়ে গেল রাজ-শ্রী। **অমর সঙ্গী সোম থেকে শনি বিকেল ৩.৩০ জি বাংলা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাওয়ার, বিকেল ৪.৩৫ ফুল আর পাথর, রাত ৮.০০ কুলি, ১১.০৫ অগ্নি

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ তোমায় পাব বলে, বিকেল ৩.০০ সুন্দর বউ, বিকেল ৫.৩৫ বাচ্চা শ্বশুর, সন্ধ্যা ৭.৫০ মঙ্গলদীপ, রাত ১০.৫০ চিনেবাদাম

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দুই পৃথিবী, দুপুর ১.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.০০ শত্রু, সন্ধ্যা ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ চ্যালেঞ্জ ২

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আওয়ারা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত

চ্যালেঞ্জ ২ রাত ১০ কালার্স বাংলা সিনেমা

মঙ্গলদীপ সন্ধ্যা ৭.৫০ জি বাংলা সিনেমা

আরআরআর রাত ৮ জি সিনেমা এইচডি

আইস এজ : ডন অফ দ্য ডাইনোসরস রাত ৮.৪৫ **মুভিজ নাও**

সীমান্তে রেল, চিঠি মন্ত্রীর

দিনহাটা, ২১ নভেম্বর : দিনহাটার গিতালদহ-বাংলাদেশের লালমণিরহাট ও বামনহাট-বাংলাদেশের সোনারহাট দিয়ে অসমের গোলকগঞ্জে ভারত সরকার রেল যোগাযোগ চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে। কিন্তু বিদেশমন্ত্রকের অনুমতি না মেলায় কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। রেল রাজ্যমন্ত্রী রভনীত সিং কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়াকে চিঠি দিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন। তিনি জানান, শুধু কোচবিহারের এই দুটো লাইন নয়, বালুরঘাট-হিলি রেলপথেও বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। গত ২২ জুলাই সংসদের জিরো আওয়ারে জগদীশ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকা রেলপথগুলো চালুর দাবি করেছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে রেলমন্ত্রক ওই চিঠি পাঠিয়েছে। জগদীশ বলেন, 'আগে গিতালদহ দিয়ে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে কলকাতা যাতায়াত করা যেত। বামনহাট হয়ে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে অসমে যাওয়া যেত। সেই রেলপথগুলি বন্ধ। তবে রেলমন্ত্রক জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রক ছাড়পত্র দিলে তারা সার্ভের কাজ করবে।' স্বাধীনতার পর যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেলেও পণ্যবাহী ট্রেন যাতায়াত করত। এরপর সাতের দশকে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। গিতালদহ সীমান্তে এখনও সেই রেললাইন আছে।

ORDER U/S 163 B.N.S.S. 2023

WHEREAS, as per via Press Release No. ECI/P/150/2024 dated 13.10.2024 of Election commission of India counting for the bye-election for the 6-Sitai (SC) Assembly Constituency of this Sub-Division, Dinhata will be held on 23.11.2024 from 06.00 a.m. onwards at the below mentioned venue.

Sl. No.	Counting Venue	No. and Name of the bye election Constituency
1	DINHATA COLLEGE	6 Sitai (SC) A.C. WBLA, 2024

AND

WHEREAS, it is to be ensured that counting of the bye Election 2024 must be peaceful, smooth and absolutely free from any disturbance that Law &Order should be in place to deal with any untoward incident aftermath of the declaration of Election result.

AND

WHEREAS, based on the information received from various sources, the prevailing law and order situation in the Sub-Division of Dinhata has been reviewed and examined minutely especially in view of the counting of the Bye Election WBLA, 2024 and the undersigned in the capacity as Sub-Divisional Magistrate of Dinhata is fully convinced and satisfied that there are sufficient reasons/grounds for passing prohibitory order under 163 B.N N.S, 2023 to prevent untoward/ unwanted occurrence during counting of votes and in the aftermath of the counting for the Sub-Division of Dinhata.

AND

WHEREAS, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of persons for prevention of breach, disturbance to public tranquility and danger to human lives & loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the Sub-Division, Dinhata.

THEREFORE, I, Sri Vidhu Shekhar, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Dinhata in view of the above stated grounds prevailing in Dinhata Sub-Division and the directions of the Election Commission of India and in exercise of the power conferred upon me U/S 163 B.N.N.S. 2023, do hereby prohibit the following

a) Assembly of 5 (five) or more persons excluding the persons on counting and counting related duty in the designated counting venue is prohibited within 100 meters of the Counting Premises from 6:00 a.m. of 23rd November (day of counting) till the end of the counting process.

b) Carrying of licensed arms, sticks, stones, firearms, weapons, firecrackers and explosive materials except by the security personnel is prohibited or banned within entire jurisdiction of the Dinhata, Sub-Division, excepting the persons otherwise authorized and on counting day from 6.00 a.m. on 23.11.2024 to 12:00 p.m. on 24.11.2024 in the jurisdiction of the entire Dinhata, Sub-Division.

The order is passed ex-parte U/S 163 B.N.N.S, 2023. A copy of the order shall be served to all concerned and wide publicity to be given for public information.

This order is given under my seal and signature.

**Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Dinhata, Cooch Behar**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরডি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১২-২০২৪ তারিখ: ১৪-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: ডিইএন/II/রঙ্গিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে ক্রস ওভার দৈর্ঘ্যের (টিএনসি থেকে টিএনসি) বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশি: ৭১,১৪,৭৪৫.৬১/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৫৮,৩০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গবাসীদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিয়েছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
তবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। ব্যবসার জন্যে ঋণ করতে হতে পারে। **বৃষ :** চিকিৎসায় সাফল্য পাওয়া যাবে। নতুন কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। **মিথুন :** অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বিদ্যার্থীদের শুভ। **কর্কট :** বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মনোমালিন্য। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তি। **সিংহ :** দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **কন্যা :** পেটের ব্যথায় কষ্ট বাড়তে পারে। সৎকাজে টাকা খরচ হয়ে মানসিক শান্তি। **তুলা :** মূল্যবান জিনিস চুরি হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে ঝগড়া। **বৃশ্চিক :** ব্যবসার জন্যে ধার করতে হতে পারে। রাস্তায় খুব সাবধানে চলুন। **ধনু :** বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা। **মকর :** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান। ব্যবসায় বিনিয়োগ বাড়াতে পারেন। **কুম্ভ :** নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতভেদ। **মীন :** বিদেশে যাত্রার বাধা কাটবে। আজ সারাদিন পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ১ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর ২০২৪, ৬ অঘোন, সংবৎ ৭ মার্গশীর্ষ বদি, ১৯ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৬।০, অঃ ৪।৪৮। শুক্রবার, সপ্তমী রাত্রি ৯।২০। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ৯।১। ব্রহ্মযোগ অপরাহ্ন ৪।২। বিষ্টিকরণ দিবা ৮।৪৩ গতে ববকরণ রাত্রি ৯।২০ গতে বালবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৯।১ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৯।২০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ৯।২০ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৮।৪২ গতে ১১।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৬ গতে ৯।৪৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।৩১ গতে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন, রাত্রি ৯।২০ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৭ মধ্যে ও ৭।৩৯ গতে ৯। ৪৬ মধ্যে ও ১১। ৫৩ গতে ২। ৪৩ মধ্যে ও ৩।২৫ গতে ৪। ৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৯ গতে ৩।৩৪ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৬।১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের শিল্পতালুকে জমি নেই

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ নভেম্বর : শিল্পতালুকে কারখানা তৈরির জন্য জমি নিয়ে ফেলে রেখেছেন বহু শিল্পপতি। গোটা রাজ্যে এমনটাই ছবি। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ কারখানার অব্যবহৃত কয়েক হাজার একর জমি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। দিনকয়েক আগেই নবান্ন থেকে জেলায় জেলায় জানতে চাওয়া হয়েছে ফেলে রাখা জমির হিসাব। তবে উত্তরবঙ্গে জমি কোথায়? শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের হিসাব বলছে, মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত শিল্পাঞ্চলগুলিতে বড় বা মাঝারি মাপের ইউনিট করার জন্য প্রয়োজনীয় জমি নেই। কোথাও ০.৭০ একর জমি ফাঁকা পড়ে। আবার কোথাও সেটাও নেই।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম থেকে প্রতিটি জেলায় নতুন শিল্পাঞ্চলের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে জমি চাওয়া হয়েছে। নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়ার কথায়, 'শিল্পাঞ্চলে কোনও বড় শিল্প করার জন্য প্রয়োজনীয় জমি মিলছে না। আমরাও প্রশাসনকে বলেছি বড় আকারে কিছু জমি নতুন শিল্পের জন্য চিহ্নিত করে রাখতে। অনেক শিল্প ইউনিট এখন চেয়েও বড় জমি পাচ্ছে না। নিগম চাইলে নতুন শিল্পাঞ্চল তৈরি করে তারপর প্লট আকারে শিল্পপতিদের মধ্যে লিজে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেই পারে।'

বেরুবাড়িতে ক্ষুদ্র শিল্প হাবের জন্য চিহ্নিত জমি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

এদিকে যখন শিল্পাঞ্চলের জন্য বড় জমি মিলছে না, তখন ক্ষুদ্র শিল্প গড়ার জন্য উত্তরের একাধিক জেলায় ব্লকে ব্লকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব করার জন্য চিহ্নিত জমিগুলিতে আজও একটিও ইট গাঁথা হয়নি।

উত্তরের শিল্প করার জন্য ৪টি বড় শিল্পতালুক রয়েছে। যার মধ্যে মালদা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ২৫২ একরের মধ্যে ২২৮ একর শিল্প করার জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে। বাকি জমিতে প্রশাসনিক ভবন রয়েছে। এখন মাত্র ০.৩২ একর জমি ফাঁকা পড়ে। কোচবিহারে চকচকা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৩১ একরের মধ্যে ১১৫ একর বণ্টিত। বাকি জমিতে প্রশাসনিক ভবন থাকলেও এখানে মাত্র ৪.৮ একর জমি ফাঁকা। জলপাইগুড়ি জেলায় দুটি শিল্পাঞ্চল রয়েছে। যার মধ্যে ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১০৬ একরের মধ্যে ৯৫ একর লিজ দেওয়া শিল্পের জন্য। বাকি জমিতে প্রশাসনিক ভবন। ফাঁকা জমির পরিমাণ ০.৭০ একর। রানিনগর শিল্পাঞ্চলেও ১৫২ একর জমির মধ্যে ১২৬ একর শিল্পের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে। ফাঁকা জমি রয়েছে মাত্র ০.২৫ একর।

কোনও শিল্পতালুক করতে অন্তত ৮ একর জমির প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, বর্তমান শিল্পাঞ্চলগুলিতে উত্তরবঙ্গে কোনও বড় বিনিয়োগ কেউ করতে চাইলে জমি দেওয়া যাবে না। নিগম থেকে উত্তরবঙ্গের জেলা প্রশাসনের কাছে আরও জমি চাওয়া হয়েছে। জমি পেলেই পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'জমির সমস্যা নেই। আমরা ফাঁকা জমি চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করেছি। বেশ কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল নতুন পার্কের অনুমোদন খুব শীঘ্রই পাওয়া যাবে।' ইতিমধ্যে ব্লকে ব্লকে জমি চিহ্নিত করে জেলা প্রশাসনকে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার গৌতম চৌধুরী।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা দীপালি মন্ডল - কে 18.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83L 42576 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে একজন কোটিপতি বানিয়ে আমার আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই রকম একটি চমৎকার সুযোগ প্রদান করার জন্য। এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ আমাকে সাহায্য করবে আমার পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ করতে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বৃদ্ধাকে বাড়ি ফেরালেন ওসি

শীতলকুচি, ২১ নভেম্বর : পথ হারানো বৃদ্ধাকে বাড়ি ফিরিয়ে মানবিকতার নজির গড়লেন শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ভাটারহাট এলাকায় মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কের পাশে এক বৃদ্ধা অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন। বৃদ্ধার বয়স ৭০ পেরিয়েছে। দিনভর রাস্তায় পড়ে থাকলেও পথযাত্রীরা পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছেন। অবশেষে বিকেল তিনটে নাগাদ সেই রাস্তা দিয়ে মাথাভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন অ্যান্থনি। রাস্তায় তাঁকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে গাড়ি থামিয়ে বৃদ্ধার কাছে যান। একা উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও বৃদ্ধার ছিল না। পরে ওসি তাঁকে জল খাইয়ে খানিক সুস্থ করেন।

বৃদ্ধার নাম অঞ্জলি পাল। বাড়ি ভাঐরথানা বাজার এলাকায়। তিনি বললেন, 'শীতলকুচি ব্লকের গোঁসাইরহাট এলাকায় কীর্তন শুনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাতে আর বাড়ি ফিরতে পারিনি।' তারপর জানালেন, সঙ্গীরা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। গোঁসাইরহাট থেকে একাই হেঁটে বাড়ির দিকে রওনা হলেও পথ ভুল করে এদিকে চলে আসেন। বয়সজনিত কারণে হাঁটার শক্তিও তাঁর ছিল না। শেষে রাস্তাতেই ঘুমিয়ে পড়েন তিনি।

পরে অ্যান্থনি উদ্যোগ নিয়ে একটি টোটোভাড়া করে বৃদ্ধাকে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করেন। পুলিশের গাড়ি দাঁড়ানোয় ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। যদিও এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ওসি।

বিকিকিনি।। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর তোলা ছবি।

আপাতত ঘরে অনেক তৃণমূল নেতা

রদবদলের জল্পনায় ধাক্কা কর্মসূচিতে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : দলে রদবদলের রটনাকে ঘিরে ত্রস্ত নেতা-নেত্রীরা। কার পদ যাবে, কে চেয়ারের দখল নেবে তা নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা চলছে বটে, কিন্তু দলের কর্মসূচিতে নেতা-নেত্রীদের সেভাবে দেখা মিলছে না। পার্টি অফিস খুলছে ঠিকই, কিন্তু সেখানেও চেয়ার ভরছে না। জেলা কমিটির এক নেতা বলছেন, 'কে যায়, কে আসে আগে দেখে নিই। আমাদেরও পদ থাকবে কি না জানি না। নতুন জেলা কমিটি গঠন হোক, তারপরেই আবার রাস্তায় নামব।'

অভিযোগ, পুজোর পর থেকে দলের জেলা নেতৃত্বকেও ময়দানে সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। একইভাবে শিলিগুড়ি পুরনিগমেও রদবদলের জল্পনা রয়েছে। যদিও মেয়র পদে গৌতম দেব থাকছেন বলে দলীয় সূত্রের খবর।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ অবশ্য বলেছেন, 'আমরা ঘরে বসে নেই। বর্তমানে ভোটার তালিকায় সংযোজন, বিয়োজনের কাজ চলছে। সেই কাজ নিয়ে প্রতিদিন গ্রাম থেকে শহরে ঘুরছি।' তাঁর বক্তব্য, জেলার দায়িত্বে থাকব কি না সেসব নিয়ে না ভেবে যতদিন দায়িত্বে রয়েছি, কাজ করে যাচ্ছি। যাঁরা ঘরে থাকার তাঁরা সারা বছর ঘরেই থাকেন। আমরা কাজ করি।'

লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে দলে রদবদলের সিদ্ধান্ত কার্যত পাকা করে ফেলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেদিক থেকে উত্তরবঙ্গেও দার্জিলিং (সমতল) সহ বেশ কয়েকটি জেলায় রদবদল একরকম নিশ্চিত। শিলিগুড়িতে জেলা সভানেত্রীর পদ থেকে পাপিয়াকে সরানো নিয়ে সবচেয়ে বড় জল্পনা রয়েছে। একটি সূত্রের দাবি, লোকসভা ভোটে পরাজয়ের দায় নিয়ে পাপিয়াকে সভানেত্রীর পদ থেকে সরতে হচ্ছে। নতুন জেলা সভাপতি পদে যে নামগুলি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা, তার মধ্যে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ এবং যুব নেতা কুন্তল রায়ের নাম রয়েছে। যদিও দলের অপর পক্ষের বক্তব্য, পাপিয়াকে জেলা সভানেত্রীর পদে রেখেই শিলিগুড়িতে রদবদল হবে। কেননা পাপিয়া যেভাবে গ্রাম থেকে শহরে ঘুরে ঘুরে দলের সর্বস্তরের নেতা-নেত্রী এবং কর্মীদের নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁর হাত ধরে পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদে সাফল্য এসেছে, তাতে এখনই তাঁকে সরানো হবে না। তবে, তাঁর বিরুদ্ধে একটাই অভিযোগ, পাপিয়া শহরে দলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। শহরের নেতা-নেত্রীদের একটা বড় অংশ সমান্তরাল পার্টি চালালেও সেটাকে ভাঙতে পারেননি তিনি। ফলে লোকসভা ভোটে শহরেও দলের ফলাফল খারাপ হয়েছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ভোটের ফলাফল খারাপ হলে নেতৃত্বে বদল করা হবে। সেই মতোই গত কয়েক মাস ধরেই দলে রদবদল নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। অভিষেক সম্প্রতি এই রদবদল নিয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুব্রত বক্সীর সঙ্গে বৈঠকও সেরে ফেলেছেন।

রদবদল হবে শিলিগুড়ি পুরনিগমেও। তবে, গৌতম দেবকে এখনই মেয়র পদ থেকে সরাতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্য বেশ কয়েকটি পদে নতুন মুখ নিয়ে আসার সিদ্ধান্তও পাকা হয়ে গিয়েছে। গৌতম অবশ্য বলেছেন, 'এসব সিদ্ধান্ত কলকাতা থেকে হয়। আমার কিছু জানা নেই।'

যা রটছে

- লোকসভায় হারের দায় নিয়ে সরতে হতে পারে পাপিয়াকে
- দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে অরুণ ঘোষ কিংবা কুন্তল রায়কে
- আরেকপক্ষের যুক্তি, পাপিয়াকে এখনই সরিয়ে দেবে না দল
- পুরনিগমেও একাধিক পদে রদবদল হতে পারে
- গৌতম দেব মেয়র থাকলেও অন্য কয়েকজনের ওপর কোপ পড়তে পারে

সুজালিতে দুই নেতার কাজিয়া

ইসলামপুর, ২১ নভেম্বর : গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে কমলাগাঁও-সুজালি। বুধবার রাতে সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান লতিফুল রহমান এবং শাসকদলের সুজালি অঞ্চল কমিটির কনভেনার মহম্মদ মইনুদ্দিন কাজিয়ায় জড়ান বলে খবর। এর জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এও জানা যাচ্ছে দুই নেতা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। এমনকি গুলি চলেছে বলে রটনা এলাকায়।

খবর পেয়ে রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। গভীর রাতে লতিফুল এবং মইনুদ্দিনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, গুলি চলার কোনও প্রমাণ মেলেনি। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেছেন, 'সুজালির ওই দুজনের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। তাই তাঁদের থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করে বন্ডে সই করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি।'

লতিফুল এবং মইনুদ্দিনের হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় বর্তমানে শাসকদলের দুই শিবির অস্বস্তিতে। লতিফুল বলেছেন, 'একটি কাজকে কেন্দ্র করে মইনুদ্দিনের সঙ্গে আমার বিতর্ক হয়েছিল। পুলিশ আমাদের থানায় নিয়ে এসেছিল। বিষয়টি আমরা মিটিয়ে নিয়েছি।'

মইনুদ্দিনকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'লতিফুলের সঙ্গে আমার ঝামেলা হয়েছিল। আমি বাইক চালাচ্ছি। দু'মিনিট বাদে আপনাকে ফোন করছি।' এই বলে মইনুদ্দিন ফোন কেটে দেন। তারপর তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি।

এদিকে, তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত প্রধান নুরি বেগমকে বৃহস্পতিবার বিডিও অফিসে তলব করে ব্লক প্রশাসন। সেখানে কী হল, তা জানতে নুরিকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এদিন নুরিকে তলব করার কথা স্বীকার করে ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলেছেন, 'প্রধানকে তলব করা হয়েছিল। প্রশাসন বিষয়টি দেখছে।' তবে নুরি কি এদিন বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন? এ নিয়ে ধন্দ রয়েছে। প্রশাসনের কর্তারা এব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলতে নারাজ।

সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে তৃণমূলের ধর্না এদিন সাতদিনে পা দিয়েছে। বহিষ্কৃত প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন এফআইআর করছে না কেন, সেই প্রশ্ন তুলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্না চলছে। সেখানে বসেই তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল কমিটির সভাপতি আবদুস সাত্তার বলেন, 'প্রধানের বিরুদ্ধে প্রশাসন পদক্ষেপ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।'

'খাব কী' প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ

বালাসন থেকে বালি তুলতে দেওয়ার দাবি

বাগডোগরা ও শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : বালাসন নদী থেকে বালি-পাথর তুলতে দেওয়ার দাবিতে বৃহস্পতিবার মাটিগাড়ার বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন কয়েকশো মানুষ। প্রায় ঘণ্টাখানেক বিক্ষোভ চলে। যদিও সেসময় বিডিও এবং বিএলএলআরও নিজেদের কার্যালয়ে ছিলেন না। শুক্রবার বিডিওর সঙ্গে তাঁদের আলোচনার আশ্বাস দিয়ে আন্দোলনকারীদের 'শান্ত' করেন জয়েন্ট বিডিও প্রশান্ত সোনার। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আবার এদিনই নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলা নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন কারবার যে তিনি বরদাস্ত করবেন না, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তবে লিজ ব্যবস্থার কথাও শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। অন্যদিকে, বালাসন নিয়েও লিজ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর। টেলিফোনে বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'শুক্রবার আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁরা আসতেই পারেন। তবে বালাসন নদীর ঘাট লিজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।'

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে এসে বালাসন নিয়ে বিস্তর অভিযোগ পান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলার বিষয়টি নিয়ে সেসময় মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করে দেন জেলা প্রশাসনকে। এরপর গত এক সপ্তাহ ধরে বালাসন থেকে বালি-পাথর তোলা বন্ধ রয়েছে। কর্মহীন হয়ে পড়েছেন নদীর ওপর নির্ভরশীল নৌকাঘাট থেকে তারাবাড়ি পর্যন্ত কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। সম্মিলিতভাবে তাঁরা এদিন হাতে 'খাব কী' প্ল্যাকার্ড হাতে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে মনোজকুমার রায় বলেন, 'বালাসনের নৌকাঘাট থেকে তারাবাড়ি পর্যন্ত কয়েকটি ঘাটে আগে লিজ ছিল। তখন বৈধভাবে বালি-পাথর তোলা হত। এখন লিজ নেই। আমরা চাই ঘাট লিজ দেওয়া হোক। আমরাও বৈধভাবে বালি-পাথর তোলার পক্ষে।' বেআইনিভাবে বালি-পাথর তোলার সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ নেই বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। তাঁদের বক্তব্য, শ্রমিক হিসেবে তাঁরা শুধু মজুরি পান। সুমিতা সিংহ নামে এক শ্রমিক বললেন, 'স্বামী নেই। তাই নিজেকে খেটে সন্তান লালনপালনের পাশাপাশি সংসার চালাতে হচ্ছে। কাজ বন্ধ থাকলে খাব কী?' সঞ্জিত বর্মনের বক্তব্য, 'যতবার মুখ্যমন্ত্রী আসেন, ততবারই প্রশাসনের তরফে ওই সময় বালি-পাথর তুলতে না করা হয়। কিন্তু এবার মুখ্যমন্ত্রী চলে যাওয়ার পরও ঘাট বন্ধ রাখা হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী এদিন পুলিশ-প্রশাসনের যোগসাজশের যে অভিযোগ করেছেন, তা সঞ্জিতের বক্তব্যে কিছুটা স্পষ্ট হয়।

মাটিগাড়ায় বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার।

কিশোরদের টাকার লোভ দেখিয়ে দলবেঁধে চুরি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : টাকার লোভ দেখিয়ে এলাকার কিশোরদের নিয়ে সে তৈরি করেছিল দল। তারপর এলাকার এক ফাঁকা বাড়িতে সেই টিম নিয়ে গিয়ে আলমারি ভেঙে গয়না চুরি করে বিকি বাল্মীকি। এমনকি বাড়ির মালিকের আধার কার্ড সহ গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরি করে চম্পট দেয় বিকি ও তার টিম। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। কয়েকদিন আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় বিকি।

এর আগে বেশ কয়েকবার চুরির কারণে পুলিশ পাকড়াও করেছিল বিকিকে। তাই এবার কোনও ঝুঁকি না নিয়ে নিজের বাড়ির এক কোণে মাটি খুঁড়ে চুরি করা যাবতীয় সামগ্রী পুঁতে রেখেছিল বছর ২৫-এর ওই তরুণ। কিন্তু বুধবার রাতে সেখানে গিয়ে সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকিকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। বিকির কিশোর টিমের সদস্যদের চিহ্নিত করে নজরদারির পরিকল্পনা করেছে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি রাকেশ সিং বলেছেন, 'কিশোরদের এই চুরিতে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা তদন্ত করছি।'

গ্রেপ্তার তরুণ

- ১৬ নভেম্বর থানায় চুরির অভিযোগ দায়ের
- সেদিনই গ্রেপ্তার টিকিয়াপাড়ার বিকি বাল্মীকি
- বুধবার রাতে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার
- জুয়ার টাকা সংগ্রহ করতেই বারবার চুরি

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা বিকি জুয়ায় আসক্ত। ছোটবেলা থেকেই 'চুরি বিদ্যায় পটু'। টিকিয়াপাড়ায় স্ত্রীর সঙ্গে থাকত সে। কিন্তু তার জুয়ার নেশা এবং চুরির বিষয়টিতে অতিষ্ঠ হয়ে আলাদা থাকতেন বাবা-মা।

২০১৯ সাল থেকেই পুলিশের খাতায় নাম উঠতে শুরু করে বিকির। মেডিকেল থেকে জলপাইগুড়ি, শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় সমস্ত থানায় চুরির কারণে বারবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সে। চুরিতে জড়িয়ে পড়ার মূল কারণ সেই জুয়া। তবে মাঝে 'বাল্মীকি' হওয়ার সাধ জাগে বিকির। চুরি ছেড়ে টোটো চালানো শুরু করে সে। এতে পুলিশও কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে যায়।

কিন্তু টোটো চালানোর ফাঁকে তলে তলে এলাকার কয়েকজন কিশোরকে নিয়ে যে দল তৈরি করে ফেলেছে সে, সেটা পরে বুঝতে পারেন পুলিশকর্তারা। চলতি মাসের ১৬ তারিখ টিকিয়াপাড়া এলাকায় সুরজ বাসফোর নামে এক ব্যক্তি শিলিগুড়ি থানায় এসে চুরির অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগপত্রে তিনি জানান, চলতি মাসের ৮ তারিখ ছটপুজোর পর তাঁরা কোচবিহারে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ১৫ তারিখ ফিরে এসে দেখেন, বাড়িতে চুরি হয়েছে।

এরপর তদন্তে নেমে চুরির ধরন দেখে পুলিশ আন্দাজ করে এ কাজ বিকির। ওইদিনই তাকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। পরেরদিন অর্থাৎ ১৭ তারিখ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে তদন্তকারীরা জানতে পারেন। এলাকার কয়েকজন কিশোরকে টাকার লোভ দেখিয়ে দল তৈরি করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

বাঁশিবাদকের বদলিতে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : কয়েকদিন আগে লংভিউ চা বাগানে বোনাসের দাবিতে শ্রমিকদের রিলে অনশন চলছিল। সেখানে গিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের এক কর্মী কৈলাস রাই। এতদিন মিরিকে বাঁশিবাদক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। সম্প্রতি তাঁকে জিটিএ'র সদর কার্যালয় লালকুঠিতে বদলি করা হয়েছে। আর এই বদলি নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। তবে কি শ্রমিকদের আন্দোলনে সমর্থন জানানোর জন্য শাস্তি হিসেবে কৈলাসকে বদলি করা হল? নিজের ফেসবুক পেজে এই প্রশ্ন তুলেছেন কৈলাস।

যদিও জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা বিষয়টিকে 'শাস্তিমূলক বদলি' হিসেবে দেখতে নারাজ। তাঁর যুক্তি, 'লংভিউয়ের সমস্যা ৮ নভেম্বর মিটে গিয়েছে। ওই ঘটনার জেরে যদি বদলি করা হত, তাহলে তা অনেক আগেই হতে পারত। আর শাস্তিমূলক বদলি হলে কোনও দুর্গম এলাকায় পোস্টিং দেওয়া হত। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হয়নি।' এই বদলি নিয়ে যে অভিযোগ উঠছে, সেটা একেবারেই ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন এসপি শর্মা।

চা বাগানের বোনাস সমস্যা নিয়ে পুজোর আগে থেকে লংভিউ বাগানে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা যায়। ৮ অক্টোবর থেকে শ্রমিকরা রিলে অনশনে বসেন। সেই অনশন মঞ্চে গিয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন বাঁশিবাদক কৈলাস সহ অনেকেই। তারপরেই এই বদলি।

টোটো চুরি

চোপড়া, ২১ নভেম্বর : চোপড়া থানার গুয়াবাড়ি ধর্মগছ এলাকায় নাজির আলমের বাড়ির উঠোন থেকে তাঁর টোটো চুরি হয়েছে। বুধবার চোপড়া থানায় তিনি অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

জেলার খেলা

প্রতিযোগিতা শুরুর আগে খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন ডিসিপি ইস্ট শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ রাকেশ সিং।

এইচবি'র ভলিবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : এইচবি বিদ্যাপীঠের পালিরাম আগরওয়াল মেমোরিয়াল আন্তঃস্কুল ছেলেদের ভলিবল বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে সেমিফাইনালে উঠেছে নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ও টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল শিলিগুড়ি। টেকনো ১৫-৭, ১৮-১৬ পয়েন্টে জার্মেলস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। পরে টেকনো ১৫-১২, ১৫-১১ পয়েন্টে দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। নর্থ পয়েন্ট ১৫-৬, ১৫-৮ পয়েন্টে ডিএভি স্কুল ফুলবাড়িকে হারিয়েছে। পরে নর্থ পয়েন্ট ১৫-৫, ১৫-৯ পয়েন্টে হেব্রন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। হেব্রন প্রথম ম্যাচে ১৫-৫, ১৫-৩ পয়েন্টে নারায়ণা স্কুলকে হারিয়েছে। দার্জিলিং ১৫-৮, ১৫-৯ পয়েন্টে দুন হেরিটেজ স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। হেব্রন ১৫-৮, ৭-১৫, ১৫-১০ পয়েন্টে এইচবি-কে হারিয়েছে। দার্জিলিং ১৫-১১, ১৫-১২ পয়েন্টে লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ডিসিপি ইস্ট শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ রাকেশ সিং, এইচবি'র প্রিন্সিপাল অর্চনা শর্মা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিভাগের ইনচার্জ সঞ্জয় টিব্রেওয়াল, ট্রাস্টি মেম্বার রবি আগরওয়াল প্রমুখ।

দেবরাজের সোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : দমন ও দিউতে অনুষ্ঠিত ৬৮তম জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়ায় শিলিগুড়ির দেবরাজ ভট্টাচার্য সোনা জিতেছে। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের টেবিল টেনিসের ফাইনালে মার্গারেট হাইস্কুলের ছাত্র দেবরাজ ৩-১ গেমে হারিয়েছে চণ্ডীগড়ের বিশাল গর্গকে। পশ্চিমবঙ্গকে পদক উপহার দেওয়ার জন্য দেবরাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য। একইসঙ্গে তাঁর ঘোষণা, 'সোমবার দেবরাজ শিলিগুড়ি ফিরছে। সেদিন এনজেপি-তেই ওকে বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের তরফে সংবর্ধনা জানানো হবে।'

চ্যাম্পিয়ন দেবরাজ ভট্টাচার্য।

নেতৃত্বে রাজকমল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : আন্তঃজেলা পুরুষদের একদিনের ক্রিকেটের জন্য শিলিগুড়ির অধিনায়ক হলেন রাজকমল প্রসাদ। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা ঘোষিত দলের বাকিরা হলেন মহম্মদ জাভেদ আলম, সোনুকুমার সিং, মিথিলেশ দাস, দীপ সরকার, নবাঙ্কুর ঘোষ, ডোনিল দত্ত, রৌনক আগরওয়াল, সায়ন মণ্ডল, চন্দন সিং, সুমিতকুমার সিং, জয়দীপ পাল, সুরজ রায়, চিরঞ্জিৎ দাস, মুজাম্মিল রাজা রহমান ও শুভঙ্কর কুমার প্রসাদ। দলের ম্যানেজার অভিজিৎ মজুমদার। শনিবার দল বালুরঘাট রওনা হবে।

হেলথ হোমের খো খো

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : স্টুডেন্টস হেলথ হোমের শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্র রাজ্য উৎসবের অঙ্গ হিসেবে খো খো ও কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। শিলিগুড়ি কেন্দ্রের সভাপতি শান্তিরঞ্জন দত্ত ও সচিব ত্রিদীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, রবিবার প্রতিযোগিতাটি আশ্রমপাড়ার রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ ও গঙ্গারামপুর।

সেতু ভেঙে পড়ায় বিপত্তি

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : সোম এবং সিংতাম চা বাগানের মধ্যে সংযোগকারী একটি পরিত্যক্ত ঝুলন্ত সেতু নিয়ে খবর করতে গিয়ে বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন সুরজ রাই নামে এক সাংবাদিক। ঘটনা জানাজানি হতেই পাহাড়ে শোরগোল পড়ে যায়। সেতুটি ভেঙে পড়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। বর্তমানে ওই সাংবাদিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা বলেছেন, 'ওই ঝুলন্ত সেতুটি বহুদিনের পুরোনো। সেতুর পাটাতনগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনেকদিন আগে ওই সেতু দিয়ে চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়।'

কিছুদিন আগে এই সমস্যা মেটাতে হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড ওই এলাকায় একটি কংক্রিটের এবং একটি ঝুলন্ত সেতু বানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে আপত্তি জানায় জিটিএ। সেতুগুলি সরকারিভাবে বানানোর কথা ঘোষণা করেন জিটিএ চিফ অনীত থাপা। এরই মাঝে এই দুর্ঘটনা।

অ্যাপের বিরুদ্ধে সরব শিক্ষকরা। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে।

অ্যাপে বাধা শিক্ষকদের

ইসলামপুর, ২১ নভেম্বর : সময়মতো স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে প্রশাসন এবং শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে তৈরি অ্যাপ নিজেদের মোবাইলে 'ইনস্টল' করতে শুরু থেকেই অনীহা আছে উত্তর দিনাজপুর জেলার শিক্ষকদের একাংশের। ইসলামপুর সদর এবং দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে বৃহস্পতিবার অভিযোগ জানালেন শিক্ষকরা। লিখিতভাবে অ্যাপ 'ইনস্টলে'র নির্দেশের পাশাপাশি এর ফলে মোবাইলের ব্যক্তিগত এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি হবে না- এমন নিশ্চয়তা চান শিক্ষকরা। তাছাড়া অ্যাপ ব্যবহারের বদলে স্কুলে বায়োমেট্রিক মেশিন বসানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকরা।

পরিবেশ রক্ষায় মেয়রের দরবারে

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : দূষণের মাত্রা বাড়ছে শিলিগুড়ি শহরে। নিস্তার পাচ্ছে না আশপাশের এলাকাগুলিও। নদী, বনভূমি ও পরিবেশ রক্ষায় প্রয়োজন সঠিক পদক্ষেপ, এমনটাই মনে করছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি। ওই সংগঠন ও নাগরিকরা মিলে তৈরি করেছে যৌথ মঞ্চ। এই মঞ্চের সদস্যরা সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে শুক্রবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন।

যৌথ মঞ্চের সদস্য দেবব্রত চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'গত কয়েক বছরে শহরের প্রায় সমস্ত নদীতে দূষণের মাত্রা ছড়িয়েছে।'

ছোট ফাপড়ি, আদর্শপল্লি, রাজ ফাপড়ি এলাকা দিয়ে বয়ে যাওয়া সাহু নদীর তীরে গিয়ে বৃহস্পতিবার দেখা গেল যত্রতত্র পড়ে আছে আবর্জনা। মেয়রের কাছে সার্বিক ছবিটা তুলে ধরবেন মঞ্চের সদস্যরা।

সড়কে দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : দার্জিলিং মোড়ের কাছে জাতীয় সড়কে ট্রেলার ঘোরানোর সময় বিপত্তি। সরাসরি একটি গাড়ি এসে ধাক্কা মারে ওই ট্রেলারে। ঘটনায় ওই গাড়ির চালক আহত হয়েছেন। এদিন রাতে ওই গাড়িটি দার্জিলিং মোড় হয়ে চেকপোস্টের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় সেটি ভুলদিকে চলে আসে। একটি ট্রেলার সেসময় ঘোরানো হচ্ছিল। সেই সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রেলারটিতে গিয়ে ধাক্কা মারে। গাড়িটির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে শুধু চালকই ছিলেন। তিনি আহত হন। পুলিশ এসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে। চালককে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বীজ বিলি

চোপড়া, ২১ নভেম্বর : ঘিরনিগাঁওয়ের মোলানি গ্রামে উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পুষ্টিকর সবজি বাগান ও বাজরা চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক ডঃ অঞ্জলি শর্মা বলেন, 'গ্রামের মহিলারা এতে ভীষণ উৎসাহিত।' কয়েক রকমের পুষ্টিকর সবজির বীজও বিলি করা হয় ওই শিবিরে।

মৃত্যু ঠেকাতে সান্দাকফু ট্রেকে কড়াকড়ি

৬ মাসে বলি ২, টনক নড়ল জিটিএ'র

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। ফের সান্দাকফুতে ট্রেক শুরুর আগেই এক পর্যটকের মৃত্যুতে অবশেষে টনক নড়ল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ)। ফিট সার্টিফিকেটের পাশাপাশি ট্রেকিংয়ের আগে ৪৮ ঘণ্টা সেই এলাকায় থাকা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ। যদিও এই সিদ্ধান্ত অনেক আগে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। বৃহস্পতিবার বৈঠক করে পুরোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর করার বার্তা দিয়েছে জিটিএ।

জিটিএ'র অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের কোঅর্ডিনেটর দাওয়া শেরপা বলেছেন, 'যে কোনও পর্যটকের মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক। এই ধরনের ঘটনা এড়াতে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাহাড়ে ট্রেকিং এলাকায় ট্রেক শুরুর আগে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা থাকা এবং ডাক্তারের শংসাপত্র নেওয়া এবার থেকে বাধ্যতামূলক।' দু-একদিনের মধ্যে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠক করে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

চলতি বছর মে মাসে সান্দাকফুতে ট্রেক করতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুরের এক পর্যটক। এরপরেই স্বাস্থ্য পরীক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছিল জিটিএ। ফিট সার্টিফিকেট ছাড়া কাউকে ট্রেকিং করতে দেওয়া হবে না, একথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। সমস্ত সিদ্ধান্তই প্রস্তাব আকারে থেকে যায়। আর এই 'শিথিলতায়' ফের সান্দাকফুতে মৃত্যু হয় পর্যটকের।

কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা আশিস ভট্টাচার্য (৫৮) মারা যান মঙ্গলবার রাতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন দার্জিলিং থেকে সপরিবারে সান্দাকফুর উদ্দেশে রওনা দেন আশিস। রাতে ধোত্রেতে ছিলেন তাঁরা। রাতে আশিসের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সুখিয়াপোখরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বাঁচানো সম্ভব হয়নি। চিকিৎসকদের অনুমান, উচ্চতায় আসা এবং রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার ধকল নিতে পারেননি ওই পর্যটক। এককথায় পাহাড়ি আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্যই ট্রেক শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অন্তত ৪৮ ঘণ্টা থাকার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে জিটিএ। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে সিকিমে ট্রেক করতে গিয়ে কলকাতার এক পর্যটকের মৃত্যু হয়।

অরূপের ফোনে পরিস্থিতি বদল

কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্বে রোমা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : অবশেষে কলকাতা থেকে টেলিফোন। দপ্তরের দায়িত্ব পাচ্ছেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা। বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে দপ্তরহীন রোমাকে নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরেই রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস টেলিফোন করেন সহকারী সভাধিপতিকে। সূত্রের খবর, খাদ্য, ত্রাণ, নারী ও শিশু কল্যাণ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে রোমাকে। নির্বাচিত হওয়ার প্রায় আড়াই বছর পর দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত নেত্রী।

সম্প্রতি দার্জিলিংয়ে সরকারি কর্মসূচিতে এসে রোমাকে দায়িত্ব না দেওয়া নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। দার্জিলিংয়ের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সহকারী সভাধিপতির প্রশংসাও শোনা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। এরপর গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে রোমাকে নিয়ে উৎসাহ বেড়ে যায়।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফাঁসিদেওয়া এবং খড়িবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে ট্রাফিক পুলিশের তরফে সচেতনতামূলক প্রচারের জন্য সহকারী সভাধিপতিকে ফোন করা হয়েছিল। ইচ্ছে থাকলেও তাঁকে কেন কাজে লাগানো হচ্ছে না, সে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে দলের অন্দরে। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন, বলেছিলেন সহকারী সভাধিপতি। এবার নতুন দপ্তরের দায়িত্ব পেয়ে রোমা বলছেন, 'খুব ভালো লাগছে। আমি মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। এখন পুরোদমে সেটা করতে পারব।'

এর আগের বোর্ডে সহকারী সভাধিপতি কৃষি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি যে কোনও বিভাগের দায়িত্বে থাকতে পারেন। মহকুমা পরিষদ সূত্রে খবর, যেসব দপ্তর রোমাকে দেওয়া হচ্ছে, এতদিন সেগুলোর দায়িত্বে থাকা কুমুদিনী বড়াইক ঘোষ প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারছিলেন না। সেই কারণে তাঁর কাছ থেকে দায়িত্ব সরছে রোমার হাতে। তাঁর কথায়, 'বুধবার বিকেলে আমি খড়িবাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে যখন ছিলাম, তখন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আমাকে টেলিফোন করেন। এরপর আমার মোবাইলে একটি নির্দেশিকা আসে।'

জানা গিয়েছে, সভাধিপতি বুধবার কলকাতায় ছিলেন। সেখান থেকে সভাধিপতির লেটার প্যাডে রোমাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়ার কথা জানানো হয়। রোমা বলছেন, 'যে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেটা সঠিকভাবে পালনের চেষ্টা করব।'

সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানিয়েছেন, সহকারী সভাধিপতিকে কিছু দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। সোমবার বৈঠক করে সেটা ঠিক হবে।

তথ্য দেয়নি আইটি পার্ক

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : আইটি পার্ক কর্তৃপক্ষকে (ওয়েবেল) চিঠি দেওয়ার পরেও উত্তর না আসায় থমকাল ভুয়ো কলসেন্টারের আড়ালে বিদেশে প্রতারণার তদন্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ভুয়ো কলসেন্টার কারা খুলেছে কিংবা জায়গাটি নিয়েছিল কারা, সেব্যাপারে আইটি পার্কের কাছে যাবতীয় তথ্য চেয়ে চিঠি করা হয়। উত্তর মেলেনি এখনও পর্যন্ত। কলকাতার আইটি পার্কে (ওয়েবেল) চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। ইতিমধ্যে যে দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল, জামিন পেয়েছেন তাঁরা। ভুয়ো কলসেন্টারের ধৃত দুই ম্যানেজারের মধ্যে একজনের বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। গোয়েন্দারা বলছেন, এতটা এগোনোর পর অসহযোগিতার কারণে তদন্ত কার্যত থমকে।

অপরাধীদের ধরতে পুলিশের নজরদারি

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বেশ কয়েকটি এলাকায় অপরাধীদের চিহ্নিত করতে নজরদারি শুরু করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি), ভক্তিনগর, মাটিগাড়া, প্রধাননগর থানাগুলিতে চোর ও মাদক কারবারিদের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। তাই এই সমস্ত এলাকায় বাড়তি নজরদারি শুরু করে পুলিশ।

মঙ্গলবার গভীর রাতে আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র সহ ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজ এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল কয়েকজন দুষ্কৃতী। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সেখানে হানা দিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম সুরজ সাহানি, প্রসেনজিৎ দাস, রাজু মজুমদার ও মহম্মদ সলমন। তাঁরা শিলিগুড়ির নবগ্রাম, গেট বাজার, সূর্য সেন কলোনি ও তিনবাত্তি কলোনির বাসিন্দা। জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। আগেও এদের বিরুদ্ধে পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানায় চুরি, ছিনতাইয়ের অভিযোগ জমা পড়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কয়েকটি এলাকার কয়েকজন অপরাধীর নাম জানতে পেরেছে পুলিশ। এনজেপি থানার এক আধিকারিক জানালেন, শুধু মমতাপাড়াতেই প্রায় ১৫ জন অপরাধীর খোঁজ মিলেছে। এছাড়াও ফুলবাড়িতে প্রায় ১৫ জন, শান্তিপাড়া-কামরাঙ্গাগুড়ি মিলিয়ে ১০-১২ জন, সাউথ কলোনি-মজদুর বস্তিতেও ১৫-১৮ জন অপরাধীর খোঁজ পেয়েছে পুলিশ। একই অবস্থা ইস্টার্ন বাইপাস, হাতিয়ারডাঙ্গা, ছোট ফাঁপড়ি, মাটিগাড়া, চম্পাসারি-দেবীডাঙ্গা এলাকায়। কমিশনারেটের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'ডিপার্টমেন্ট সজাগ রয়েছে। আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গ্রেপ্তার দুই

ফাঁসিদেওয়া, ২১ নভেম্বর : দুটি গাড়িতে পাচারের সময় প্রায় ৬০০০ কেজি র‍্যাশন চাল ধরা পড়েছে। দুজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। ধৃত হজরত মুরতাজা রাবভিটা এবং মহম্মদ আলম গোয়ালটুলির বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার পুলিশ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লিচুবাগান এলাকায় সন্দেহজনক দুটি গাড়ি আটক করে।

তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ মহিলা শ্রমিকদের

জাবরা বাগানের ক্রেশে অমিল খাবার

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২১ নভেম্বর : বাচ্চারা খাবার পাচ্ছে না, প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ক্রেশে তালা লাগালেন মায়েরা। অভিযোগ, ক্রেশ থেকে দু'দিন ধরে খাবার বিতরণ বন্ধ। যার ফলে বিপাকে জাবরা চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। শ্রমিক বসিয়া চিকবড়াইকের কথায়, 'আমার দেড় বছরের সন্তানকে ক্রেশে রেখে বাগানে যাই। এদিকে, খাবার দেওয়া বন্ধ। তাহলে সে কী খেয়ে থাকবে সেখানে। বাধ্য হয়ে আমি আর কাজে যেতে পারছি না। মজুরি না পেলে সংসার চলবে কীভাবে? সরকার ক্রেশ চালু করল কেন। আমরা শিশুদের পিঠে বেঁধেই কাজ করতাম।'

চলতি বছরের জুনে কেন্দ্রটি চালু করেছিল রাজ্য সরকার। দার্জিলিং জেলায় যা প্রথম উদ্যোগ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এই নির্মাণ হয়। উদ্দেশ্য, মহিলা শ্রমিকরা যাতে শিশুদের ক্রেশে রেখে নিশ্চিন্তে কাজে যেতে পারেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্থানীয় দশজনকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেখানে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত শিশুদের দেখভাল ও খাবারের বন্দোবস্ত করার কথা। এই ক্রেশে নথিভুক্ত ৪০ জন শিশু। রোজ দিনে তিনবার তাদের খাবার দিতে হয়। মেনুতে থাকে দুধ, বিস্কুট, খিচুড়ি কিংবা ডিমভাত। অভিযোগ, দেখভালের দায়িত্বে থাকা মহিলারা

জাবরায় ক্রেশে তালা মহিলা চা শ্রমিকদের। বৃহস্পতিবার।

পাঁচ মাস ধরে খাবারের বিল পাননি, এমনকি তাঁদের সাম্মানিক বকেয়া। তাই ক্রেশে শিশুদের খাবার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন তাঁরা। কাজল চিকবড়াইক নাম এক শ্রমিক বললেন, 'আগে বাগান থেকে শিশুদের খাবার দেওয়া হত। এখন সেটাও বন্ধ।' একই বক্তব্য জানকী কয়ার।

ক্রেশের দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য দীপিকা চিকবড়াইকের ব্যাখ্যায়, 'জাবরা চা বাগানে ক্রেশ চালুর পাঁচ মাস হল। আমরা নিজেদের পকেট থেকে খরচ করে শিশুদের খাবার দিয়েছি। তাদের সারাদিন দেখভাল করেছি। অথচ আমাদের ভাতা আর খাবারের বিল বাবদ এক পয়সাও মেলেনি। বকেয়া পেতে বিডিও অফিস, শিলিগুড়ির ডিআরডিসি অফিসে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত।' আরেক সদস্য ঊর্মিলা কয়ার বক্তব্য, 'বাগানের কাজ থেকে অবসর নিয়ে এই কাজে ঢুকেছি। লোন নিয়ে ক্রেশ চালাচ্ছি। এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। বিলের জন্য আধিকারিকদের একাধিকবার বলেছি। কেউ কথা শুনছেন না।' তবে নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ জানালেন, সাম্মানিকের প্রক্রিয়া পুজোর আগে শুরু হয়ে গিয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক বলেছেন, 'এই সমস্যা নিয়ে আমি কয়েকবার বিডিও অফিস আর শিলিগুড়িতে গিয়েছি। আধিকারিকরা কেউ গুরুত্ব দিচ্ছেন না। শুধু দায় ঠেলাঠেলি চলছে। ক্রেশ বন্ধ হয়ে গেলে ঝামেলা হবে।' ডিআরডিসি'র আধিকারিক মৌসুমি পাত্রর দাবি, 'স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ঠিকমতো বিল তৈরি করে অফিসে জমা দেননি। সেজন্য বিল আটকে রয়েছে।'

আপত্তিকর ছবি পোস্ট, ধৃত

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : নাবালিকার সঙ্গে প্রেম। মেয়েটি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় 'প্রেমিকা'র আপত্তিকর ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন পালিয়ে থাকার পর বুধবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রোহিত গোরাইট। নকশালবাড়ির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার সঙ্গে তরুণের প্রেমের সম্পর্ক বেশ কয়েক মাসের। নাবালিকার পরিবার বিষয়টি জানতে পেরে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে বলে।

অভিযোগ, 'প্রেমিকা'র বেশকিছু আপত্তিকর ছবি ছিল বছর কুড়ির তরুণের কাছে। সম্পর্ক ভাঙতেই ছবিগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয় সে। নাবালিকার মা ২৬ অক্টোবর শিলিগুড়ি মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরেই গা-ঢাকা দেয় তরুণ। শেষপর্যন্ত বুধবার রাতে নকশালবাড়ি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অবশেষে হাটশেডের স্টল মিলল

ফাঁসিদেওয়া, ২১ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের প্রায় এক বছর পর ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গঙ্গারাম চা বাগানের ভালোমানসিতে তৈরি হাটশেডের স্টল ব্যবসায়ীদের মধ্যে বণ্টন করা হল বৃহস্পতিবার। প্রায় ৫১২টি স্টল বণ্টন করা হয় এদিন। স্টল পেয়ে খুশি ব্যবসায়ীরা জানালেন, স্থানীয় স্কুল মাঠে তাঁরা আর বসবেন না। রবিবার থেকে হাটশেডে দোকান চালু করবেন।

২০২৩ সালের ১২ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী এই হাটশেডের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন। তারপর থেকে দফায় দফায় ব্যবসায়ী এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বৈঠক হলেও হাটশেড চালু করা যায়নি। এনিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়।

খবরের জেরে অবশেষে হাটশেড চালু হওয়ায় উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

হাট ব্যবসায়ী ছোটেলাল গুপ্তার কথায়, 'এতদিন বাইরে দোকান করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। বৃষ্টির দিনে বেশি সমস্যা হত। আগামী রবিবার থেকে নতুন জায়গায় দোকান শুরু হবে। দীর্ঘদিন পর হাটশেড চালু হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা সকলেই খুশি।'

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বললেন, 'ছোট, বড় মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্টল রয়েছে হাটশেডে।' জানা গিয়েছে, হাটশেড চালু হয়ে যাওয়ায় আর হাটের বাইরে বসতে পারবেন না ব্যবসায়ীরা। তাছাড়া হাট পরিষ্কার করার জন্য সামান্য টাকা নেওয়া হবে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে।

স্টল বণ্টন নিয়ে এসজেডিএ বোর্ড মেম্বার কাজল ঘোষের বক্তব্য, 'যাঁরা আগে থেকে ব্যবসা করে আসছেন তাঁরা দোকান পেয়েছেন। তবে খুব শীঘ্রই বাকি ব্যবসায়ীরা দোকান পাবেন।'

ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

গয়া স্টেশনের ০৬ ও ০৭ নং প্ল্যাটফর্মে স্টেশন উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের জন্য **২৪.১১.২০২৪ তারিখ থেকে ০৭.০১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত** ৪৫ দিনের ব্লক প্রয়োজন হবে যার দরুন নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির চলাচল নিম্নোক্তমতো নিয়ন্ত্রণ করা হবে : ● **বাতিল: ০৩৬১৫ জামালপুর-গয়া, ০৩৬১৬ গয়া-জামালপুর, ০৫০০৯ সহর্সা-জামালপুর, ০৫০১০ জামালপুর-সহর্সা প্যাসেঞ্জার স্পেশালগুলি** (সবকটি ট্রেনের ক্ষেত্রে যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.১১.২০২৪ থেকে ০৭.০১.২০২৫ পর্যন্ত) ● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু : ১৫৬১৯ গয়া-কামাখ্যা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.১১, ০৩.১২, ১০.১২, ১৭.১২, ২৪.১২, ৩১.১২.২০২৪ এবং ০৭.০১.২০২৫), **১৫৬২০ কামাখ্যা-গয়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.১১, ০২.১২, ০৯.১২, ১৬.১২, ২৩.১২, ৩০.১২.২০২৪ এবং ০৬.০১.২০২৫) মানপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে/মানপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ● **পথ পরিবর্তন: ০৩২৫৩ পাটনা-সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.১১, ২৭.১১, ০২.১২, ০৪.১২, ০৯.১২, ১১.১২, ১৬.১২, ১৮.১২, ২৩.১২, ২৫.১২, ৩০.১২.২০২৪ এবং ০১.০১.২০২৫ ও ০৬.০১.২০২৫), **০৭২৫৫ হায়দ্রাবাদ-পাটনা স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.১১, ০৪.১২, ১১.১২, ১৮.১২, ২৫.১২.২০২৪ এবং ০১.০১.২০২৫), **০৭২৫৬ সেকেন্দ্রাবাদ-পাটনা স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.১১, ০৬.১২, ১৩.১২, ২০.১২, ২৭.১২.২০২৪ এবং ০৩.০১.২০২৫) পাটনা-ঝাঝা-প্রধানখুন্তা-ধানবাদ হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে। ● **গঠন হ্রাস : ১২০২৪ পাটনা-হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেস এবং ১২০২৩ হাওড়া-পাটনা জনশতাব্দী এক্সপ্রেস** (উভয় ট্রেনের যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.১১.২০২৪ থেকে ০৭.০১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত), **০২০২৪ পাটনা-হাওড়া স্পেশাল এবং ০২০২৩ হাওড়া-পাটনা স্পেশাল** (উভয় ট্রেনের যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.১২, ০৮.১২, ১৫.১২, ২২.১২, ২৯.১২.২০২৪ এবং ০৫.০১.২০২৫) : **উল্লিখিত তারিখ/সময়কালের জন্য পরিবর্তিত গঠন :** পাওয়ার কার-১, দ্বিতীয় শ্রেণী তথা লাগেজ ও ব্রেক ভ্যান-১, নন-এসি চেয়ার কার-১৩, এসি চেয়ার কার-৩, মোট=১৮ কোচ। **১৩৩৩৪ পাটনা-দুমকা এক্সপ্রেস এবং ১৩৩৩৩ দুমকা-পাটনা এক্সপ্রেস** (উভয় ট্রেনের যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.১১.২০২৪ থেকে ০৭.০১.২০২৫ পর্যন্ত) : **উল্লিখিত তারিখ/সময়কালের জন্য পরিবর্তিত গঠন :** পাওয়ার কার-১, দ্বিতীয় শ্রেণী তথা লাগেজ ও ব্রেক ভ্যান-১, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী-১, স্লিপার শ্রেণী-৬, এসি ৩-টিয়ার-৪, এসি ৩-টিয়ার ইকোনমি-২, এসি ২-টিয়ার-২, এসি প্রথম শ্রেণী-১, মোট=১৮ কোচ। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

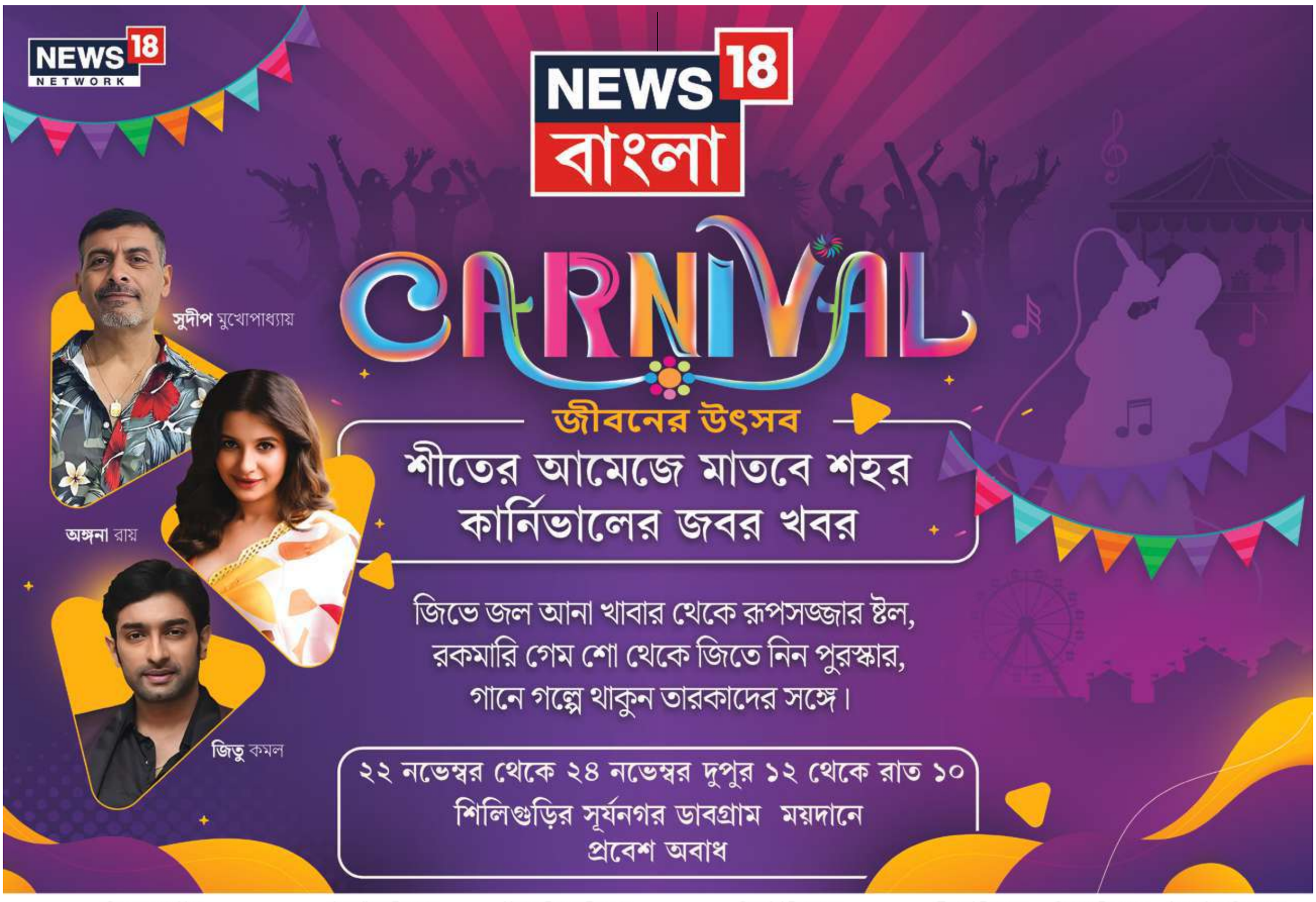

শুক্রবার, ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২২ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৮৩ সংখ্যা

ভোট ও ভবিষ্যৎ

বুথফেরত সমীক্ষা করেছে বেশকিছু সংস্থা। কিন্তু মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে ফলাফলের সবক'টি আভাস একমুখী নয়। ফলে সমীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আবার জনমতের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটাতে অক্ষমতাও সামনে আসে। এর আগে জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানা বিধানসভার নির্বাচনেও তাই ঘটেছে। গত লোকসভা নির্বাচনে ৪০০ পারের আস্ফালন মুখ থুবড়ে পড়ার পর হরিয়ানা স্বস্তি দিয়েছিল বিজেপিকে।

এখন বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের ফলাফলের সঙ্গে বিজেপির ভবিষ্যৎ জড়িত। গত লোকসভা নির্বাচনে মারাঠাভূমে আশানুরূপ ফল হয়নি বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের। বরং উদ্ধব ঠাকরে ও শারদ পাওয়ারের দল ভাঙানোর খেসারতই দিতে হয়েছিল। একনাথ শিন্ডে ও অজিত পাওয়ারদের দাপটের প্রতিফলন ঘটেনি। এই বিধানসভা নির্বাচনে সেই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি ঘটলে দল ভাঙানিয়াদের নিয়ে জোটের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। বিজেপির ভবিষ্যৎও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। শতবর্ষ উদযাপনরত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পক্ষেও বিষয়টা স্বস্তিদায়ক হবে না।

মহারাষ্ট্র মুঠোয় ধরে রাখতে সেই কারণে পূর্ণ শক্তিতে নেমেছিল সংঘ পরিবার। লোকসভা নির্বাচনের লজ্জা ঢাকতে ঝাড়খণ্ড পুনরুদ্ধারও ছিল গেরুয়া বাহিনীর পাখির চোখ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার জাতীয় প্রকল্পে মহারাষ্ট্রে মহিলাদের ভোট নিশ্চিত করার চেষ্টা হয়েছে ঠিকই। তবে শুধু জোট সরকারের উন্নয়ন বা উন্নয়নের আশ্বাসের ওপর ভরসা রাখতে পারেনি সংঘ পরিবার। মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডে এই শক্তির মূল অস্ত্র হয়ে উঠেছিল হিন্দুত্ব।

ধর্মীয় তাস খেলতে এখন হিন্দুত্বের অন্যতম পোস্টার বয় যোগী আদিত্যনাথ, হিমন্ত বিশ্বশর্মাদের ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নিজেদের কৌশলে তলে তলে সেই তাস খেলেছে। শেষমুহূর্তে হিন্দুদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট একটি ভিডিও ভোটবাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন ভিডিওটি তুলে নিতে নির্দেশ দিয়েছে বটে, কিন্তু ততক্ষণে সেটি ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। ভিডিওটিতে ভিনধর্মাবলম্বীরা ঘরবাড়ি পর্যন্ত দখল করে নেবে বলে বার্তা স্পষ্ট ছিল।

ঝাড়খণ্ডে অনুপ্রবেশ, লাভ জিহাদ ইত্যাদি তাসও অবলীলায় খেলা হয়েছে। এইসব প্রচার করার কিছু উপাদান ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রশমিত করার বদলে উসকে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে প্রকাশ্যে। প্রতিবেশী বাংলাদেশ ভিন্ন বয়ানে সেই চেষ্টার গোড়ায় ধোঁয়া দিয়েছে।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল আদালতে সওয়াল করেছেন, সে দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি রাখার যুক্তি নেই। কেননা, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ভারতে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই প্রবণতার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে সন্দেহ নেই। পালটা ন্যারেটিভ তৈরি করার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গিয়েছে সংঘ পরিবার। শেষপর্যন্ত যদি বিজেপি এই দুটি রাজ্যে জয়ের মুখ দেখে, তাহলে তা হবে ধর্মীয় মেরুকরণের জয়। এই মেরুকরণ নিয়ে বিজেপির কোনও ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। আজকের ভারতে এই বয়ানের সমর্থক একেবারে কম নয়।

বিরোধী শক্তির সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা পালটা ন্যারেটিভ তৈরি করতে না পারা। কট্টর হিন্দুত্বের বিরোধিতা করতে গিয়ে ভোট হারানোর ভয় বিরোধী দলগুলিকে নীতিপঙ্গুত্বে ভুগিয়েছে। সেটাও বিজেপির পথকে প্রশস্ত করেছে। শেষপর্যন্ত বিজেপির সমস্ত কৌশল নিষ্ফল করে 'ইন্ডিয়া' দুটি বা অন্তত একটি রাজ্যে যদি ক্ষমতায় আসতে সক্ষমও হয়, তবে তা হবে কানের কাছ দিয়ে।

পরিস্থিতি তেমন হলে শুধু বিরোধী দলগুলির জন্য, ভারতের সংবিধান বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হবে। বাংলাদেশের প্রয়াস দেখিয়ে বিপরীত ধর্মীয়, অথচ একই ধরনের চেষ্টার পালে হাওয়া লাগবে। সেই হাওয়া ঠেকাতে বিরোধীরা নীতিনির্ভর হতে পারেনি। 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের ঐক্যও তত জোরালো করতে পারেনি।

অমৃতধারা

যারা নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করে তারা আসলে দুর্বল, তারা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির কথা জানে না, খোঁজ রাখে না তাদের বৃহত্তর সত্তার। তুমি যত দুর্বল হবে ততই অধিকার সচেতনতা বাড়বে। অধিকারের জন্য লড়াই তোমাকে অসহায় ও একঘরে করে তোলে। অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে যারা লড়াই করে তারা আবার এতে গর্বও বোধ করে। এটা মূর্খের গর্ব। এটা বোঝা উচিত কেউ কারও অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। অধিকার সবসময়েই স্বপ্রতিষ্ঠিত। সাহসী লোকেরা অধিকারবোধ ত্যাগ করে। এই ত্যাগেই তোমার শক্তি, তোমার মুক্তি। কারণ অধিকার থাকলে তবেই না অধিকারবোধ ত্যাগ করা যায়। যেমন 'অধিকার চাই', 'অধিকার চাই' বলে চ্যাঁচালেই তুমি অধিকার পেয়ে যাবে না, তেমনি ত্যাগ করলেও তোমার অধিকার হারিয়ে যাবে না।

- শ্রীশ্রী রবিশংকর

না থেকেও জলবায়ু সভায় আছেন ট্রাম্প

তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে আমেরিকার আরও লাভ করতে ট্রাম্প আগেই তুলেছেন 'ড্রিল বেবি, ড্রিল' স্লোগান।

অতনু বিশ্বাস

আজারবাইজানের রাজধানী বাকু-তে আজকেই শেষ হচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের বাৎসরিক জলবায়ু সম্মেলন, সিওপি'র ২৯তম অধিবেশন, সিওপি২৯। পৃথিবীর কোনও না কোনও শহরে ফি বছর এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁদের প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধি, এবং বিবিধ সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা জড়ো হয়ে আলোচনা করেন কীভাবে দুনিয়াকে রক্ষা করা যায় জলবায়ুর বিপর্যয় থেকে, কীভাবে কমানো যায় জীবাশ্ম জ্বালানির প্রয়োগ, কীভাবে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দুনিয়ার উষ্ণায়নকে আটকে রাখা যায় দেড় থেকে দু'ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। এবং সর্বোপরি কীভাবে সংগ্রহ করা যায় এসব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ অর্থ।

বাকু-তে অনুষ্ঠিত এবারের সিওপি-তে আসেননি দুনিয়ার বেশ কিছু মহারথী। তাবড় কিছু রাষ্ট্রনেতা এবং কোম্পানির অধিকর্তারা আছেন এই অনুপস্থিতদের তালিকায়। এবং সেইসঙ্গে অবশ্যই নেই আমেরিকার সদ্য পুনর্নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। তবু, কী আশ্চর্য, ট্রাম্প যেন আছেন, ভীষণভাবেই আছেন বাকু-তে। বলা ভালো, ট্রাম্পই যেন সিওপি২৯ সম্মেলনজুড়ে আছেন, আছেন পুরোমাত্রায়। আসলে আমেরিকার এই সদ্য সমাপ্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটটায় ট্রাম্পের জয়ের সময়কালটা বোধকরি দুনিয়ার পরিবেশের পক্ষে এক অতীব সংকটজনক মুহূর্ত। বলা ভালো, হয়তো 'বা ট্রাম্পের জয়টা এর চাইতে খারাপ কোনও সময়ে হতেই পারত' না। আসলে অতীত ইতিহাস বলছে, জলবায়ুর বিপর্যয়কে ট্রাম্প 'গুজব' বা 'গল্পকথা' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন বহুবার। যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারে রাশ টানতে মরিয়া পরিবেশ ধ্বংস রোধে মরিয়া বিশ্বজনতা, তার প্রতি ট্রাম্পের আকর্ষণ সুবিদিত। তাই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর পুনর্নির্বাচন যে জলবায়ু প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনাকে অকূলপাথারে ফেলবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সিওপি জলবায়ু সম্মেলনে ট্রাম্পের ছায়া ঘনীভূত হওয়ার আভাস পেয়েই ১১ নভেম্বর শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার'-এ এক আর্টিকলে সিওপি২৯-এর ফলশ্রুতি কী হতে পারে তার তত্ত্বতালাশ করেছেন অ্যালিক্স সোলিম্যান আর জেফ টলেফসন। ২০১৭-তে প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হয়েই ট্রাম্প কিন্তু আমেরিকাকে বের করে আনেন ২০১৫-র অতি গুরুত্বপূর্ণ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে। আইনানুগ মানতেই হবে এমন এই চুক্তিটি। এর শরিক পৃথিবীর ১৯৬টির মতো দেশ। তবু, চুক্তি থেকে আমেরিকাকে বের করে আনার ক্ষেত্রে কট্টর ব্যবসায়ী ট্রাম্পের উদ্দেশ্যে ছিল স্পষ্ট- আমেরিকার পক্ষে অনেকখানি ডলার বাঁচানো। তিনি মনে করেছিলেন, এই চুক্তিটা আমেরিকার অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর, কারণ এই চুক্তির ফলে আমেরিকাকে প্রচুর পরিমাণে ডলার জোগাতে হচ্ছে বিশ্ব সংস্থার ভাঁড়ারে। গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ডে আমেরিকার জোগানকে বন্ধ করে দেন তিনি। পরের ডেমোক্র্যাট সরকার অবশ্য ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তকে উলটে দেয়। প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথমদিনই জো বাইডেন আমেরিকাকে ফিরিয়ে আনেন প্যারিস চুক্তির পরিধিতে।

এই সিওপি সম্মেলনে আমেরিকার প্রতিনিধি জন পোডেস্টা। তিনি অবশ্য বলছেন, জলবায়ুর বিপর্যয় রুখতে আমেরিকার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, বহাল থাকবে তা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, পোডেস্টা হলেন বাইডেন প্রশাসনের দূত। তাই তাঁর কথার যে এই মুহূর্তে গুরুত্ব কিছু নেই, ট্রাম্পের অনুমোদন ব্যতিরেকে তাঁর দেওয়া কোনও কথা ফলপ্রসূ হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। তিনি নিজেও জানেন যে, আগামী ২০ জানুয়ারি ট্রাম্প ওভাল অফিসের কর্ণধার হবার পর পোডেস্টা'র এইসব বক্তব্যের মূল্য শূন্য। বাকি দুনিয়াও জানে সেটা। তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে আমেরিকা যাতে আরও লাভ করতে পারে সেজন্য ট্রাম্প আগেই তুলেছেন 'ড্রিল বেবি, ড্রিল' স্লোগান। আমেরিকার মাটির নীচে সঞ্চিত জীবাশ্ম জ্বালানির পরিমাণ পৃথিবীর যে কোনও দেশের চাইতে বেশি, সেটা বিলক্ষণ জানেন ট্রাম্প। পৃথিবীর কবর খুঁড়ে এই গলানো সোনা তুলে এনে আমেরিকার অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করতে মরিয়া ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় কর্মরত ট্রাম্পের টিম নাকি তৈরি করে ফেলেছে একগুচ্ছ এগজিকিউটিভ অর্ডারের ড্রাফট। তাতে ছকা রয়েছে দূষণ রোধে ব্যাপৃত বিভিন্ন অফিস বন্ধ করে ফেলার আদেশ। আর প্যারিস পরিবেশ চুক্তি থেকে সরে যাবার নির্দেশনামা। আগের বার চুক্তি প্রত্যাহারের পরে চার বছর অপেক্ষা করতে হলেও নিয়ম অনুসারে এবার মাত্র এক বছর লাগবে এই প্রত্যাহারে। এর অর্থ হল যে, সভ্যতার যে চরম সংকটের সময়কালে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন রুখতে আমাদের আরও বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন তখনই উষ্ণ হয়ে ওঠা পৃথিবীর আরও উত্তপ্ত হওয়া রোখার ক্ষেত্রে দুনিয়ার ধনীতম দেশটি, যা আবার গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে পৃথিবীতে দ্বিতীয়, অর্থনৈতিক সহায়তার হাত গুটিয়ে নিচ্ছে একেবারে। তাই ধরিত্রীকে রক্ষার দায়ভার বর্তাচ্ছে উন্নয়নশীল এবং দরিদ্র দেশগুলির উপর, দুনিয়াকে এক চরম বিপর্যয়ের খাদের সামনে এনে ফেলার ক্ষেত্রে যেসব দেশের অবদান তুলনায় নগণ্য। এ তাই সত্যিই এক কঠিনতর সময়কাল।

বাইডেনের আমলে ২০২২-এ আমেরিকা পাশ করে ঐতিহাসিক 'ইনফ্লেশন রিডাকশন অ্যাক্ট'। পরিবেশ রক্ষার্থে। সে অনুযায়ী অন্তত ৩৯০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি ইত্যাদি বিকল্প ক্লিন শক্তির ক্ষেত্রে। ট্রাম্প নাকি এই আইনটাও প্রত্যাহার করতে চান। কিন্তু এই খাতে মোট খরচের ৮০ শতাংশই বিনিয়োগ হয়েছে রিপাবলিকানরা আমেরিকার যেসব জায়গায় শক্তিশালী সেখানে। তাই রাজনৈতিকভাবে এই আইনকে উলটে দেওয়া হয়তো সহজ হবে না ট্রাম্পের পক্ষেও।

জলবায়ুর ক্ষেত্রে ট্রাম্পের মনোভাবের প্রভাব যে আমেরিকার চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তেমনটাও আদৌ নয়। আসলে পৃথিবীর ধনীতম এবং সবচাইতে শক্তিশালী দেশকে বাদ দিয়ে আলোচনা চালানো বা বিভিন্ন চুক্তিটুক্তি করার যে খুব একটা অর্থ থাকে না, সেটাও বোঝে সবাই। বিপদ রয়েছে আরও। ট্রাম্পের দ্বারা উদ্বুদ্ধ নেতাদের সংখ্যা বাড়ছে পৃথিবীর নানা দেশে। যেমন এই সিওপি২৯ সম্মেলনেই আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিদলকে মাঝপথে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এঁরা প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার মিলেই-এর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। অতি দক্ষিণপন্থী নেতা জেভিয়ার মিলেই-এর মধ্যে ট্রাম্পের ছায়া দেখেছেন অনেকেই। ট্রাম্পের সুরে সুর মিলিয়েই অতীতে জলবায়ুর বিপর্যয়কে 'সমাজতান্ত্রিক মিথ্যে' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। গত বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটের প্রচারের সময়ই তিনি প্যারিস চুক্তি থেকে সরে আসার কথা বলেছিলেন। গতবছর আর বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি শেষপর্যন্ত। কিন্তু এবার ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পরেই বোধকরি নতুন উদ্যম পেয়েছেন তিনি।

মনে রাখতে হবে যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর যে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেছেন ট্রাম্প, তিনি কিন্তু মিলেই-ই। দেখা হয়েছে মার-আ-লোগো'তে। তাই আমেরিকার সঙ্গে সঙ্গে আর্জেন্টিনাও যদি বেরিয়ে যায় প্যারিস জলবায়ু চুক্তির বাঁধন ছিঁড়ে, তাতে কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার বিশেষ কিছু থাকবে না। এটাও মনে রাখতে হবে পৃথিবীর নানা দেশে এখন রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা নেতাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ট্রাম্পের ছায়া, যাঁরা ট্রাম্পের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। এমনকি তাঁরা সেইসব দেশের ট্রাম্প হিসেবেও পরিচিত হয়ে উঠছেন। তাই ভবিষ্যতে যদি অন্যান্য কিছু দেশও এই পথে হাঁটে, তাতে অবাক হওয়ার বিশেষ কিছু থাকবে না।

সিওপি সম্মেলনে দেশগুলি বিপুল পরিমাণে অর্থের জোগান নিশ্চিত করতে চায় জলবায়ুর বিপর্যয় রুখতে। গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে পরিচ্ছন্ন বিকল্প জালানির ব্যবস্থা করতে এবং প্রান্তিক জলবায়ুর মোকাবিলায় প্রয়োজন বিপুল অর্থের। ২০৩৫ নাগাদ উন্নয়নশীল দেশগুলির দরকার বছরে এক ট্রিলিয়ন, অর্থাৎ এক লক্ষ কোটি ডলারের জোগান নিশ্চিত করা। সিওপি২৯ সম্মেলন কিন্তু এ প্রেক্ষিতে পিছিয়ে পড়েছে অনেকটাই। ওই যে বললাম, বাকু-র সম্মেলনে উপস্থিত না থেকেও ট্রাম্প-বাবু আছেন সেখানে; প্রবলভাবেই আছেন। আছেন একেবারে চলমান অশরীরীর মতো।

অনেকেই অবশ্য মনে করছেন যে, মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্পের জয় জলবায়ুর বিপর্যয় রোধে খানিক ধাক্কা হলেও একটা ভোট এবং তার ফলাফলই প্যারিস চুক্তিকে ধ্বংস করে দিতে পারবে না। হয়তো এর ফলেই অন্য দেশগুলি জোট বাঁধবে আরও শক্ত করে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক রিপোর্ট অনুসারে আমেরিকার সম্ভাব্য প্রত্যাহারের প্রেক্ষিতে চিন নাকি আরও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসতে চলেছে জলবায়ু রক্ষার্থে। মোট কথা, অনেকেই মনে করছেন যে, একটা ভোট- তা যতই পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট হোক না কেন-- ভন্ডুল করে দিতে পারবে না অতি গুরুত্বপূর্ণ প্যারিস জলবায়ু চুক্তিকে। আসলে প্যারিস চুক্তি ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা টার্ম কাটিয়েও টিকে তো গিয়েছে। তা টিকে যাবে ট্রাম্পের আর একটা টার্মও। নিশ্চিতভাবে।

তবু অনিশ্চয়তার একটা কালো মেঘ ঈশানকোণে উঁকি দিতেই থাকে।

(লেখক কলকাতার আইএসআইয়ের অধ্যাপক)

ট্রাম্পের টিম নাকি যে এগজিকিউটিভ অর্ডারের ড্রাফট তৈরি করেছে, তাতে ছকা রয়েছে দূষণ রোধে ব্যাপৃত বিভিন্ন অফিস বন্ধ করে ফেলার আদেশ। প্যারিস পরিবেশ চুক্তি থেকে সরে যাবার নির্দেশনামাও। এর অর্থ হল যে, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন রুখতে দুনিয়ার ধনীতম দেশটি অর্থনৈতিক সহায়তার হাত গুটিয়ে নিচ্ছে একেবারে।

আজ

১৯৩৯

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৭

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় গায়ক হেমাঙ্গ বিশ্বাসের।

আলোচিত

কয়লা চুরি করবে সিআইএসএফ, পুলিশের একাংশ আর দোষ হবে তৃণমূলের? এই জিনিস টলারেট করব না। নেতারা টাকা খাওয়ার আগে দশবার ভাবেন। নীচুতলার কিছু অফিসার ও পুলিশ এসব ভাবে না। তারা নিজের স্বার্থ দেখে।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

২০তম বার্ষিক গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস দিবসে অংশ নিয়েছিলেন বিশ্বের খর্বকায় মহিলা ভারতীয় অভিনেত্রী জ্যোতি আমগে ও বিশ্বের দীর্ঘকায়া মহিলা তুর্কিশ ওয়েব ডেভেলপার রুমেসা গেলগি। লন্ডনে চায়ের আসরে সাক্ষাৎ করে পরস্পরের জীবনের গল্প ও অভিজ্ঞতা ভাগ করেছিলেন তাঁরা। ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

পুনেয় দলজিৎ জ্বর, অপেক্ষা তাঁর পারফরমেন্সের। এদিকে সিমারজিৎ সিং নামে এক ফিটনেস প্রশিক্ষক মাথায় পাগড়ি, চোখে গগলস ও মুখে রুমাল পরে রাস্তায় ঘুরছেন, সঙ্গে বাউন্সার। ভক্তরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেলফি তুলতে, অনেকে হ্যান্ডশেক করতে আসছেন। নকল দলজিতের ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

মণিপুরে সহাবস্থান তৈরি হোক

মণিপুর যেভাবে তার ঐতিহ্যগত সম্প্রীতি এবং সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য হারিয়ে একটি বিভক্ত ও বিদ্বেষপূর্ণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত কেবল জীবনযাত্রা নয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়কেও বিধ্বস্ত করেছে।

প্রশাসনিক পক্ষপাত এবং নিষ্ক্রিয়তা এই সংকটের মূল কারণ। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি মেইতেই জনগোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে, যা অন্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাস ও ক্ষোভ তৈরি করেছে। পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মাধ্যমে স্থানীয় বৈচিত্র্যকে একটি ছাতার তলায় আনার চেষ্টা সংঘাতকে আরও উসকে দিয়েছে।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং শান্তি প্রক্রিয়া। সব জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সহাবস্থানের পরিবেশ গড়ে তোলা জরুরি। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে সম্মান না করলে এই সংকট আরও গভীর হবে। এতে ভবিষ্যতে মণিপুর কোনও জনগোষ্ঠীর পক্ষেই বসবাসের উপযুক্ত থাকবে না।

আমরা আশা করি, প্রশাসন যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে মণিপুরকে তার হারানো সম্প্রীতির পথে ফিরিয়ে আনবে।

নীলাচল রায়
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

পুরুষরাও লাঞ্ছিত কম হয় না

১৫ নভেম্বর প্রকাশিত উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় তৃষ্ণা বসাকের লেখা প্রতিবেদনে একটি লাইন ছিল - 'চুল যেন উড়ে গিয়ে জুড়ে বসতে না পারে পুরুষের পঞ্চব্যঞ্জনে'। চুল কি শুধু পুরুষের ব্যঞ্জনেই পড়তে পারে? কোনও মহিলার ব্যঞ্জনে কি পড়তে পারে না? আর উনি মনে হয় পুরুষ-বিদ্বেষী হতে গিয়ে অতিমাত্রায় পুরুষ-বিরোধী হয়ে পড়েছেন।

পুরুষেরাও কিন্তু মহিলাদের দ্বারা ভীষণভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও ডিভোর্সের কেসে একটু লক্ষ করলেই এর ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক সময়ই প্রমাণিত হয়, মহিলাদের করা কেসে ইচ্ছাকৃতভাবে পুরুষের পরিবারটিকে ফাঁসানো হয়েছে। এর জেরে সেই পরিবারের বৃদ্ধ বাবা-মা, ভাইবোনদের বিনা দোষে জেলবন্দি করে রাখা হয়। পরে প্রমাণ হয় এটা মিথ্যা কেস। সেক্ষেত্রে কি পুরুষেরা অত্যাচারিত হল না?

এছাড়া পারিবারিক কলহে পুরুষদের ওপর মহিলারা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে থাকেন, যা পুরুষেরা লোকলজ্জার ভয়ে বাইরে প্রকাশ করতে পারেন না। তাই বলছি, একেবারে অন্ধ পুরুষ-বিদ্বেষী না হয়ে উভয় দিক থেকে ওই প্রতিবেদনটি লেখা হলে মনে হয় সর্বাঙ্গীণ ও ইতিবাচক হত।

সমীরকুমার বিশ্বাস,
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

যন্ত্র যখন কৃষকের বন্ধু, কৃষকের শত্রুও

কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি মানুষের খাদ্যচাহিদা পূরণে সফল। কিন্তু মানুষের ছোট বেদনাগুলো ব্যথার পাহাড়ই গড়ে তোলে।

গোলাম মাসুদ হোসেন

এই নভেম্বরে বাংলার যে কোনও গ্রামে গেলেই আপনি স্বর্ণখনির হদিস পাবেন। একদম খাঁটি প্রাকৃতিক সোনা। কথাটা মোটেও অবান্তর নয়। ভোরের প্রথম আলো কিংবা বিকেলের শেষ আলো সোনালি পাকা ধানের খেতের উপর প্রতিফলিত হয়, স্বর্ণাভ সে আলো যে কতখানি সৌন্দর্য বিতরণ করে খেয়াল করলেই বোঝা যায়। পাঠক, আমি মোটেও গ্রামের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে চাই না। আমি এই সৌন্দর্যের অনাদরে হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা গ্রামীণ ব্যথাময় অনুভূতির কথা লিখতে বসেছি।

বিজ্ঞান আমাদের যা দিয়েছে আমরা দু'হাত ভরে গ্রহণ করেছি। বিজ্ঞানের কল্যাণে বিগত কয়েক দশক আমরা দুর্ভিক্ষহীন হয়ে সচলভাবে বেঁচে আছি। আবার একথাও সত্য যে যান্ত্রিক সভ্যতার গ্রাসে বোধহয় গ্রামের একশ্রেণির শ্রমজীবী মানুষ আজ ঘরছাড়া। আগে গ্রামের ছোট্ট বাজারের চায়ের দোকানে বসলে দেখা যেত, সারাদিনের কর্মক্লান্ত খেতমজুরেরা পারিশ্রমিক ভাগাভাগি করবার জন্য ব্যস্ত থাকতেন। এখন সেই দৃশ্য আর চোখে পড়ে না। যদিও আমার এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ। পরিযায়ী শ্রমিকের খবর প্রকাশ্যে এলেই বোঝা যায়, বৃহত্তর পরিসরেও (বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ সহ গোটা বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে) একই পরিস্থিতি বিরাজমান।

যাঁরা হয়তো ঘুম থেকে উঠে স্ত্রী-কন্যাদের খাবার প্রস্তুত করার তাগিদ দিয়ে কাস্তে হাতে বেরিয়ে পড়তেন। বলে যেতেন 'আজ অমুকের খেতে দুই বিঘা ধান কাটতে যেতে হবে।' সেই দিন আর কোথায়। বড় বড় যন্ত্র এসে ছোট্ট সেই ধান কাটার বস্তুটিকে গ্রাস করে নিয়েছে। সেই শ্রমজীবী মানুষটির পেটের ভাত হয়তো কেড়ে নিতে পারেনি, কিন্তু তাঁর সকালে গৃহিণীর কাছে সে ভাতের দাবি আর নেই। হয়তো তিনি ভিনরাজ্যে ঘুম থেকে জেগে নিজের হাতেই রান্না করে কোনও দালান নির্মাণের কাজে যোগদান করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। স্ত্রী-সন্তানেরা দীর্ঘ কয়েকমাস বাবার প্রতীক্ষায়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে কিন্তু বাড়ির উঠোনে আর সেই চ্যাঁচামেচি শোনা যায় না- 'গোরুটা এলাও কায়ো ঘরত থোয় নাই।' অনেকে সেই যে যায় আর কখনোই ফিরে আসে না। এমন ঘটনাও কম নয়। কৃষিক্ষেত্রে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি নিঃসন্দেহে মানুষের খাদ্যচাহিদা পূরণে সফল হয়েছে। কিন্তু মানুষের ছোট ছোট বেদনাগুলো একসূত্রে গ্রথিত হলেও সে ব্যথার পাহাড়ই গড়ে তোলে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে একশো মজুরের উপার্জন যখন একটা যন্ত্র একদিনে ছিনিয়ে নেয়, সে শ্রেণির মজুরেরা কার কাছে সেই কর্মহীন দিনের কথা শোনাবেন? আর শুনবেই বা কে? তাই গন্তব্য ভিনরাজ্য যা গ্রামের অধিকাংশ কর্মহীন মানুষের সর্বশেষ নিরুপায় অবলম্বন। হয়তো যন্ত্র একদিন সেই পথটুকুও ছিনিয়ে নেবে। এঁরা যাবেন কোথায়? দলবেঁধে ফিরে আসবেন কর্মহীন গ্রামে। খাবে কী?

সবুজ ধানখেতের সৌন্দর্য যখন অবহেলার বেদনা নিয়ে সোনালি রূপ ধারণ করে। তারপরও কোনও কবির চোখে তা অসাধারণ হয় না। সেই যন্ত্রণা নিয়েই সে কর্তিত হয় যন্ত্রাংশে। কিন্তু সেই ধানখেত যে চাষিদের হাতেই মাঠ হতে বিদায় নিয়ে চাষির মাথায় চেপে চাষির ঘরে ঢুকতে চায় সে খবর কে রাখে!

(লেখক শিক্ষক। দিনহাটার নান্দিনা শিশবতলার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৯৪

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। পৃথিবী, পৃথিবীকে ধারণ করে যে ৩। বাংলা বছরের একটি মাস ৫। চিহ্ন, প্রতীক চিহ্ন ৬। নারী, স্ত্রী ৮। কাঁসা বা পিতলের খুব ছোট করতাল ১০। স্পর্শ, ছোঁয়া ১২। দাতা, উদার, প্রিয়ভাষী ১৪। মূকবধির ১৫। নীলকান্তমণি ১৬। দেখা, অবলোকন, তত্ত্ববিদ্যা।

উপর-নীচ : ১। কুখ্যাতি, দুর্নাম ২। বিচার না করে অন্যের মত সমর্থন করে যে, তোশামুদে ৪। সংসারের কর্ত্রী,পত্নী, সহধর্মিণী ৭। ঈষৎ লাল নমনীয়, মৌল ধাতুবিশেষ ৯। প্রচণ্ড চাপ, শাসন, দমন, তিরস্কার, বন, বনের আগুন, তাপ ১০। নিন্দা, অপবাদ, অখ্যাতি ১১। একাধিক ভাগীদার ১৩। বিদ্যুৎ।

সমাধান ■ ৩৯৯৩

পাশাপাশি : ১। বৈশাখ ৩। শান্তশিষ্ট ৪। সড়ক ৫। পাকশালা ৭। কশা ১০। লিক ১২। বকবক ১৪। শিখর ১৫। হাতযশ ১৬। সাবেক।

উপর-নীচ : ১। বৈশেষিক ২। খসম ৩। শাকপাতা ৬। শাল্মলি ৮। শায়ক ৯। বকশিশ ১১। কল্পলোক ১৩। ভরসা।

বিন্দুবিসর্গ

অর্পিতার প্যারোল

বুধবার রাতে মাতৃবিয়োগ হয়েছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের। তাই বৃহস্পতিবার তাঁকে ২ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তির নির্দেশ দিল ব্যাংকশাল আদালত।

নকল মহড়া

বৃহস্পতিবার হঠাৎই কমান্ডোদের ভারী বুটের আওয়াজে ঢেকে যায় ভিক্টোরিয়া চত্বর। সেনাকর্তা প্রদীপ অগ্নিহোত্রী জানালেন, 'এটা 'মক ড্রিল' বা নকল অভিযান।

আরও লক্ষ্মী

ডিসেম্বর থেকে নতুন করে ৫ লক্ষ ৭ হাজার মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা পাবেন। বৃহস্পতিবার নবান্নে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিযানে সিপিএম

আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের তদন্তের গতিপ্রকৃতির বিরোধিতায় বৃহস্পতিবার সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করে সিপিএম। ৪ জনের প্রতিনিধিদল ডেপুটেশনও দেয়।

'বাংলার বাইরে পাঠাতে দেওয়া যাবে না'

আলুর দামে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : শীতের সময় বাজারে আলুর চেয়ে সবজির দাম কম থাকে। কিন্তু এবছর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পাশাপাশি সবজি ও আলুর দাম ঊর্ধ্বমুখী। বারবার নির্দেশের পরও আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্যের তিন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ মজুমদার ও বেচারাম মান্না ছাড়াও পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা ছিলেন। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, 'বাংলায় আলুর দাম বাড়িয়ে অন্য জায়গা থেকে কেউ মুনাফা লুঠবে আর আমি চাষিদের জন্য বিমার ব্যবস্থা করব, একসঙ্গে দুটো জিনিস চলতে পারে না। এই জিনিস কিন্তু আমি আর বরদাস্ত করব না।' আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে অবিলম্বে টাস্ক ফোর্সকে বৈঠক ডাকারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে শুধু আলুর দাম নয়, পেঁয়াজের দাম নিয়েও কঠোর হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এই রাজ্যের চাহিদা না মিটিয়ে রাজ্যের পেঁয়াজ কেন অন্য রাজ্যে বিক্রি হবে? তার জন্য এই রাজ্যে নাসিক থেকে পেঁয়াজ আনতে হবে?' এই জিনিস বন্ধ করতে দ্রুত সীমান্ত সিল করতে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকেও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি তো বাংলা থেকে আলু ছাড়ছিলামও। কিন্তু কী বলেছিলাম? বাংলার প্রয়োজন মিটিয়ে অন্য রাজ্যে বিক্রি করুন। তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কী দেখলাম? বাংলায় আলুর দাম বাড়িয়ে ভিনরাজ্যে আলু পাঠিয়ে বাড়তি মুনাফা লোটার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ তো বরদাস্ত করা যায় না।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আলু উৎপাদনে আমরা স্বনির্ভর। তবু আমাদের রাজ্যের মানুষকে কেন বাড়তি দাম দিয়ে বাইরে থেকে আলু কিনে খেতে হবে?' এরপরই পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি বলেছিলাম, তোমাদের আলু যদি অতিরিক্ত হয় তাহলে তা আইসিডিএস, মিড-ডে মিলে নিয়ে নেব। তারপরও বাংলার মানুষকে কীভাবে বিপদে ফেলে বাইরে আলু পাঠানোর সাহস হয়?'

> বাংলায় আলুর দাম বাড়িয়ে অন্য জায়গা থেকে কেউ মুনাফা লুঠবে আর আমি চাষিদের জন্য বিমার ব্যবস্থা করব, একসঙ্গে দুটো জিনিস চলতে পারে না। এই জিনিস কিন্তু আমি আর বরদাস্ত করব না।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

আলুর দাম বাড়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ তা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'প্রতিটি সীমান্ত এলাকায় অবিলম্বে নাকাচেকিং শুরু করে দিতে হবে। কোনওভাবেই বাইরে আলু পাঠাতে দেওয়া যাবে না।'

'কন্যাশ্রী' পোর্টাল সুরক্ষায় নির্দেশ

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : ট্যাবের টাকা নিয়ে জালিয়াতি প্রকাশ্যে আসতেই কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়েও নড়েচড়ে বসল নবান্ন। ট্যাবের টাকা জালিয়াতির পিছনে জামতাড়া গ্যাং রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্ন থেকে বৃহস্পতিবার ফের জানিয়ে দিয়েছেন। এরই মধ্যে কন্যাশ্রীর টাকা জালিয়াতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করে প্রতিটি জেলা শাসককে পদক্ষেপ করতে ছ'দফা নির্দেশিকা পাঠিয়েছে নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর। জামতাড়া গ্যাং কন্যাশ্রী প্রকল্পের পোর্টালের তথ্য হাতানোর চেষ্টা করতে পারে বলে রাজ্যকে জানিয়ে দিয়েছে ন্যাশনাল ইনফর্মেটিকস সেন্টার (এনআইসি)।

এর ফলে অনেক গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে সমস্যা হতে পারে। সেটা রুখতে কী কী প্রয়োজন তাও রাজ্যকে জানিয়ে দিয়েছে এনআইসি। সেইমতো নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের বিশেষ কমিশনার প্রতিটি জেলা শাসক ছাড়াও জেলার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিরেক্টরকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

নির্দেশে সবার আগে বলা হয়েছে, যে সমস্ত অ্যাকাউন্টে বিপদ হতে পারে, সেগুলির পাসওয়ার্ড অবিলম্বে বদল করতে হবে। এর পর অপারেটিং সিস্টেম, ব্রাউজার, প্লাগ ইন এবং বিভিন্ন সফটওয়্যারের সর্বশেষ ভার্সানে আপডেট করে নিতে হবে। কম্পিউটারে যদি কোনও সন্দেহজনক বা ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার থাকে তা মুছে ফেলতে হবে। ফায়ারওয়ালস সক্রিয় করার পাশাপাশি অ্যান্টি ম্যালওয়্যার, অ্যান্টি র‍্যানসামওয়্যার এবং অ্যান্টি এক্সপ্লয়েট সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে। এছাড়াও কম্পিউটারের পুরো সিস্টেম নিয়মিত স্ক্যান করতে হবে।

ছয় দফা

- যে সব অ্যাকাউন্টে বিপদ হতে পারে, সেগুলির পাসওয়ার্ড অবিলম্বে বদল করতে হবে
- অপারেটিং সিস্টেম, ব্রাউজার, প্লাগ ইন এবং বিভিন্ন সফটওয়্যারের সর্বশেষ ভার্সানে আপডেট করে নিতে হবে
- যদি কোনও ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার থাকে তা মুছে ফেলতে হবে
- ফায়ারওয়ালস সক্রিয় করার পাশাপাশি অ্যান্টি ম্যালওয়্যার, অ্যান্টি র‍্যানসামওয়্যার এবং অ্যান্টি এক্সপ্লয়েট সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে
- কম্পিউটারের পুরো সিস্টেম নিয়মিত স্ক্যান করতে হবে
- কম্পিউটারের ব্যবহারের পাসওয়ার্ড সহ কোনও ক্রেডেন্সিয়াল ওয়েব পেজে সেভ করে রাখা যাবে না

ষষ্ঠ তথা সর্বশেষ নির্দেশে বলা হয়েছে, কোনওভাবে কেউ কম্পিউটারের ব্যবহারের পাসওয়ার্ড সহ কোনও ক্রেডেন্সিয়াল ওয়েব পেজে সেভ করে রাখবেন না। এই নির্দেশ পালনের পর জেলা প্রশাসন কী পদক্ষেপ করল তা নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরকে জেলাগুলি জানাবে। তারপর রাজ্য প্রশাসন তা এনআইসি-কে জানাবে। তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে ২ কোটি টাকা জালিয়াতি হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী এদিন দাবি করেছেন। এই পরিস্থিতিতে কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে সরকারের এই নির্দেশ যথেষ্ট তাৎপর্য বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিকে সাইবার অপরাধে ও ডিজিটাল গ্রেপ্তারের মতো পদক্ষেপ ঠেকাতে ১৭ হাজার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এগুলি বেশিরভাগই পরিচালনা করা হচ্ছে কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার, থাইল্যান্ডের মতো কিছু দেশ থেকে।

এই অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করতে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কর্তারা মনে করছেন, ভারতীয় নাগরিকদের অনেক ক্ষেত্রে লাওস, কম্বোডিয়া, মায়ানমারের মতো দেশগুলিতে কাজের লোভ দেখাচ্ছে সাইবার অপরাধীরা। তারপর তাদের কাছ থেকে অনলাইনে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হিসেব, ডিজিটাল গ্রেপ্তারের মাধ্যমে গড়ে প্রতিদিন ৬ কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে সাইবার অপরাধীরা।

এবছর অক্টোবর মাস পর্যন্ত অপরাধীরা ২১৪০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। অক্টোবর পর্যন্ত ৯২,৩৩৪টি সাইবার অপরাধের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে গোটা দেশে।

মমতার স্বপ্নের প্রকল্প নিয়ে ছবির মুক্তি আজ

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প 'কন্যাশ্রী' নিয়ে সমীর মণ্ডল প্রযোজিত ও উজ্জ্বল মিত্র পরিচালিত ছবি 'সুকন্যা' অনেক আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অগাস্টে এই ছবির মুক্তির কথাও ছিল। কিন্তু আরজি কর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তখন উত্তাল ছিল রাজ্যরাজনীতি। ওই পরিস্থিতিতে এই ছবির মুক্তি ঘটানো হয়নি। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই বদল হয়েছে। আরজি কর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন স্তিমিত। এই সুযোগে শুক্রবার মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রে এই ছবিতে অভিনয় করেছেন কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য পুলিশের ডিজির চরিত্রে অভিনয় করেছেন তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন ও রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

ঘটনাচক্রে আরজি কর ঘটনার পর প্রকাশ্যেই সরব হয়েছিলেন শান্তনু। তাই এখন এই ছবির মুক্তি যথেষ্ট রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকেই। কারণ, শান্তনুর এই প্রকাশ্যে বিবৃতির পর তাঁকে দলের মুখপাত্রের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই হিসেবে শান্তনু অভিনীত এই ছবি নিয়ে অনেকেরই কৌতূহল রয়েছে। ছবিতে অন্যদের মধ্যে অভিনয় করেছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, দেবশংকর নাগ। ২০২৩ সালে পুজোর সময় ছবির শুটিং শেষ হয়ে গিয়েছিল। সম্পাদনা, ডাবিং ও অন্যান্য কাজ শেষ করে ৩০ অগাস্ট ছবি মুক্তির কথা ছিল। কিন্তু ৯ অগাস্ট আরজি কর ঘটনা ঘটে। তখন রাস্তায় নামে নাগরিক সমাজ। রাত দখল থেকে ডাক্তারদের আন্দোলনে সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। সেই মুহূর্তে ছবির মুক্তি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে রাজ্য। এই 'সময় বুঝে' শুক্রবারই ছবি মুক্তি পাচ্ছে।

দূষণ রোধে রাস্তায় জল ছেটাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। বৃহস্পতিবার এসপ্ল্যানেডে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

চন্দ্রনাথের কার্যালয় ছিনিয়ে নিল কেষ্ট-বাহিনী

বোলপুর, ২১ নভেম্বর : অনুব্রতর গড়ে তৃণমূলের কার্যালয় দখল ঘিরে উত্তেজনা। দলের এক গোষ্ঠীর কার্যালয়ের দখল নিল তৃণমূলেরই অপর গোষ্ঠীর লোকজন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। মোতায়েন করা হয়েছে মহিলা পুলিশও।

বোলপুরের শ্রীনিকেতন বাজারে রূপপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় রয়েছে। সেটি কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত তৃণমূলের রূপপুর অঞ্চলের পর্যবেক্ষক বাবু দাসের কার্যালয়। বৃহস্পতিবার সেই কার্যালয় দখল নিতে আসে তৃণমূলের অপর গোষ্ঠীর লোকজন। কার্যালয়ে অনুব্রত মণ্ডলের ছবি দেওয়া ব্যানার ও দলীয় পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

তবে এই কার্যালয়টি আদতে এক ব্যক্তির বাড়ি। বাড়ির মালিক রোজিনা খাতুন। তাঁর মেয়ে সেরিনা বিবির কথায়, 'আমাদের বাড়ি এটা। বাবু দাসকে পার্টি অফিস করার জন্য ভাড়া দিয়েছিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন থেকে বলেছেন কারও ব্যক্তিগত বাড়িতে পার্টি অফিস করা যাবে না সেদিন থেকে অফিস বন্ধ। ওদের নিজেদের ঝামেলা। তার জন্য আমাদের এখানে এসে তালা ভাঙল, পতাকা লাগিয়ে দিল। ওরাও তৃণমূলের লোক তবে অন্য এলাকার।'

এ বিষয়ে মহিদাপুরের তৃণমূল নেতা ইনসান মল্লিক বলেন, '১৫ বছর ধরে এটা তৃণমূলের পার্টি অফিস। বাবু দাস কয়েকদিন ধরে এটা বন্ধ করে রেখেছেন। আমরা তাই এই পার্টি অফিস দখল নিলাম। অনুব্রত মণ্ডলের ছবি লাগিয়ে দিলাম।' যদিও বোলপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সংগীতা দাসের স্বামী বাবু দাসের কথায়, 'পার্টি অফিস বন্ধ কেন থাকবে? পার্টি অফিসের সামনে নিকাশিনালার কাজ চলছে, তাই বন্ধ। বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছি।'

ধান কেনার টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র

রাজ্যের র‍্যাশন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার শঙ্কা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : কেন্দ্রের বঞ্চনার কোপে পড়ে এবার রাজ্যের গণবন্টন ব্যবস্থা চরম সমস্যার মুখে। ভবিষ্যতে রাজ্যের র‍্যাশন ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সমস্যার শুরু কেন্দ্র ধানকেনার টাকা রাজ্য সরকারকে না দেওয়াতেই। গত বছর থেকেই কেন্দ্র এই টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে। বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা। বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্র ওই টাকা রাজ্যকে দেয়নি। অথচ নভেম্বর থেকেই কৃষকদের কাছ থেকে ধানকেনা শুরু করে দিতে হয়েছে রাজ্যের খাদ্য দপ্তরকে। আপাতত ধানকেনার টাকার জোগান দিতে হচ্ছে রাজ্যকে বাধ্য হয়েই।

বৃহস্পতিবার রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে জানালেন, 'প্রথমে ধান আমাদেরই কিনতে হয়। যেমন কিনি সেইমতো টাকা দেয় কেন্দ্র। এবার ওই টাকা দেওয়া তো দূরের কথা, কেন্দ্র আমাদের গতবারের এই সংক্রান্ত বকেয়া ১২ হাজার ১৮৭ কোটি টাকা এখনও দেয়নি। বারবার বকেয়া চেয়েও কেন্দ্র তা মেটাচ্ছে না। আমরা এবছর নিজেদের টাকায় ধান কেনা শুরু করেছি কৃষকদের কাছ থেকে।'

রাজ্যের র‍্যাশন ব্যবস্থার ওপর এটা ভীষণ চাপ। কারণ মূলত রাজ্যে কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি বছর ধান কেনার ওপর রাজ্যের র‍্যাশন ব্যবস্থা নির্ভর করে থাকে। কেন্দ্র বকেয়া তো মেটাচ্ছেই না, আবার এবছরও টাকা দেওয়া শুরু করেনি। এরকম চললে রাজ্যের মানুষের জন্য র‍্যাশন ব্যবস্থাও ভবিষ্যতে ব্যাহত হতে পারে। খাদ্যমন্ত্রী অবশ্য এতটা আশঙ্কা না করলেও কেন্দ্র টাকা না দেওয়ায় এক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণ অর্থের জোগান দেওয়া রাজ্য সরকারের ওপর নিঃসন্দেহে বাড়তি চাপ বলেই মনে করছেন।

রথীনবাবু বলেন, 'গতবছরও ধান কেনার খাতে বিপুল পরিমাণ টাকা রাজ্যকে দেয়নি এখনও। এবারও তথৈবচ অবস্থা। এই বিশাল পরিমাণ অর্থের জোগান দেওয়া রাজ্যের ওপর বাড়তি চাপ বটেই। তবু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য মন্ত্রীসভা ধান কিনতে খাদ্য দপ্তরকে দফায় দফায় যা অর্থ অনুমোদন দিচ্ছে খাদ্য দপ্তরকে। তাতেই এবার ধান কেনা শুরু করেছি আমরা। গতবছর ধান কেনার সময় আমাদের একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবু পরিস্থিতি আমরা সামলে নিয়েছি। এবারও আশা করা যায় আমরা পারব। র‍্যাশন ব্যবস্থার ওপর কোনও চাপ পড়তে দেব না। তার মধ্যেও খাদ্য দপ্তর চাইছে, ধান কেনার হক টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করতে।'

এক প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী জানান, এবার কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন। এমাসের শুরুতেই ধান কেনা শুরু হয়েছে। গত বুধবার পর্যন্ত ৯৭ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে। কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনতে এবার সর্বক্ষেত্রে সরকারি শিবিরের সংখ্যা গতবারের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে। সিপিসি শিবিরের সংখ্যা বেড়ে ৬২০টি, মোবাইল অ্যাপে কেনার জন্য ১৭৯টি নথিভুক্ত হয়েছে। স্বনির্ভরগোষ্ঠী মারফত ধান কেনার জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছে ১০৩৭টি গোষ্ঠীকে। এছাড়া সরকারি অনুমোদনে কৃষকদের সোসাইটির সংখ্যা ৯৭১টি ও এফপিও এবং এফপিসির সংখ্যা মোট ৪৩৬টি। এদের মাধ্যমে এবার ৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোতে পারা যাবে বলেই আশা রাজ্যের।

পাঠক্রমে বদল

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : উচ্চমাধ্যমিকের পাঠক্রমে সামান্য বদল আসতে চলেছে বলে জানিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। গত বছরই নতুন পাঠক্রমে তৈরি হয়েছে। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাতে বদল ও সংশোধন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো কয়েকটি বিষয়ে পাঠক্রমে সামান্য সংশোধন হতে চলেছে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, ছাত্রছাত্রীদের ওপর পড়াশোনার অতিরিক্ত বোঝা বেড়ে যাওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত। এই নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানা তথ্য ও অনুরোধ আসছিল। সংসদের পক্ষ থেকেও আলাদা করে পর্যালোচনা হয়। এরপরই পাঠক্রমে বেশ কিছু সংশোধন ও সামান্য বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পরিচয় মিলল

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : দু'দিন আগে ডাউন কাটিহার এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার হওয়া মৃত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে। ওই ব্যক্তির নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (৬০)। হাওড়ার বালির ঘোষপাড়ায় তাঁর বাড়ি। পেশায় তবলা শিক্ষক সৌমিত্রবাবু শারীরিক প্রতিবন্ধী।

সিবিএসই'র পরীক্ষা সূচি

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : আগামী বছর (২০২৫ সাল)-এর সিবিএসই'র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। দশম শ্রেণির পরীক্ষা শুরু হবে ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ থেকে। অপরদিকে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা শুরু হবে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে।

সিবিএসই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২০২৫ সালে বোর্ডের দশম শ্রেণির পরীক্ষা শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। শেষ হবে ১৮ মার্চ। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা শুরু হবে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে। শেষ হবে ৪ এপ্রিল। উভয় পরীক্ষাই সকাল সাড়ে ১০টা থেকে শুরু হবে। শেষ হবে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। উভয় পরীক্ষারই পূর্ণ সূচি সিবিএসই'র ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে পাবে পড়ুয়ারা।

নির্মাণে বিধিনিষেধ

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : পূর্ব কলকাতায় জলাভূমি ভরাট করে সেই জমি বিক্রি করে দেওয়া নিয়ে কসবায় তৃণমূল কাউন্সিলারকে প্রকাশ্যে খুনের চেষ্টা করা হল। উত্তরবঙ্গেও নদী ভরাট করে সেই জমি বিক্রি নিয়ে চলছে মাফিয়ারাজ। তা বন্ধ করতে এবার উদ্যোগী হল নবান্ন। নদী ও জলাভূমি সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি বা ফ্ল্যাট তৈরির আগে মৎস্য দপ্তরের নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। এতদিন জলাভূমির ওপর বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ বলবৎ ছিল। এখন তাতে যোগ হল সংলগ্ন এলাকা। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও নদী থেকে বাস্তুতে শ্রেণি পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চোরাপথে নদীও বাস্তুজমি হয়ে গিয়েছে। যার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জলাভূমি ও নদী ভরাট আটকাতে মৎস্য দপ্তরকে আরও সক্রিয় হতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশ লঙ্ঘন করে কোনও বাড়ি বা ফ্ল্যাট তৈরি হলে তা ভেঙে দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী বলেন, 'নদী বা জলাভূমি ভরাট আমরা বন্ধ করব। নদী ও জলাভূমি সংলগ্ন এলাকায় যে বাড়ি ও ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে, তা নিয়ম মেনে হচ্ছে কি না তা অফিসাররা খতিয়ে দেখবেন।' মৎস্য দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো এই ভরাট রুখতে প্রতিটি জেলার মৎস্য উপ-অধিকর্তাদের একটি করে টাস্ক ফোর্স তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

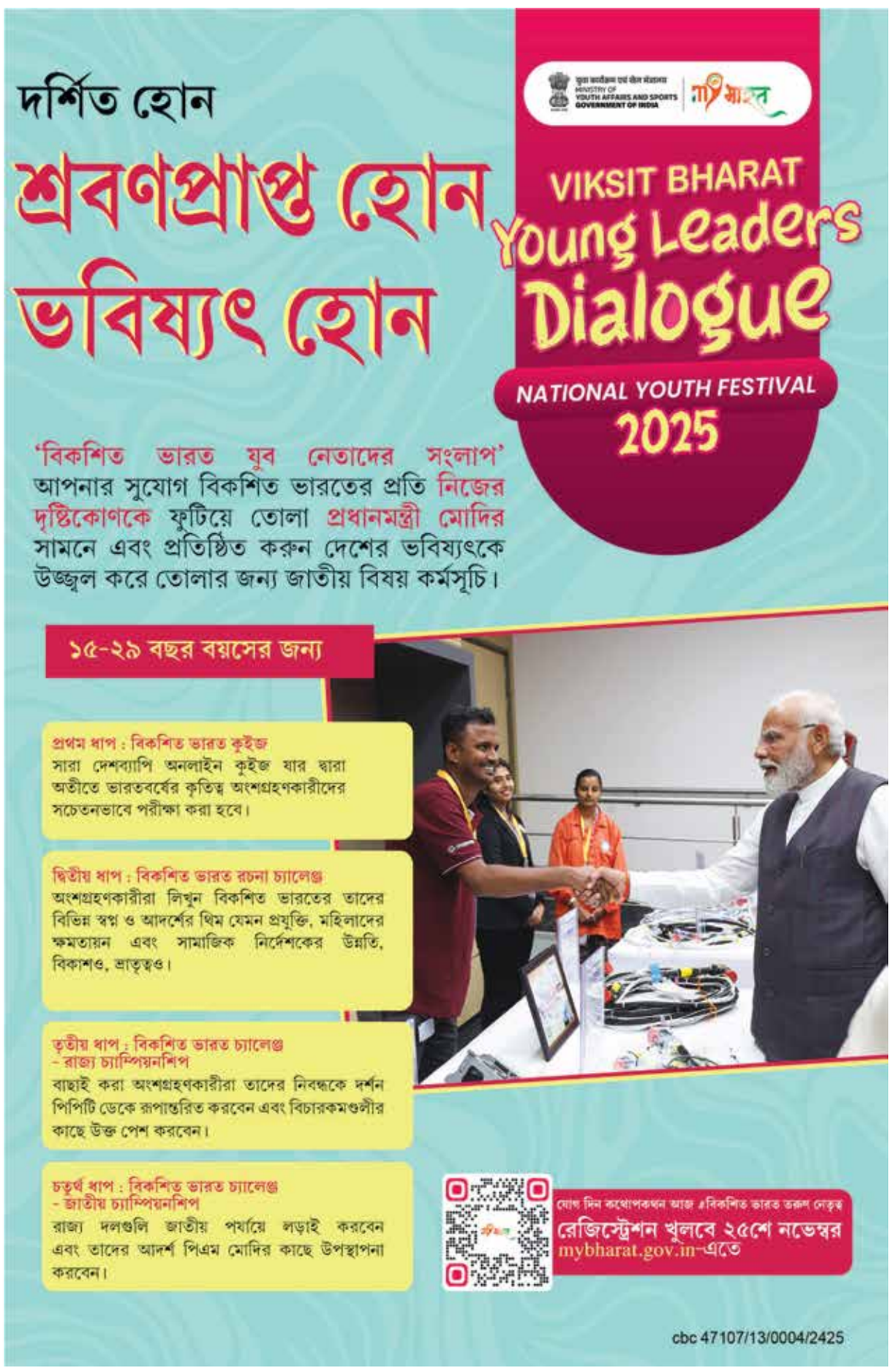

জটেশ্বর ৩ নম্বর অতিরিক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে টারবাইনে বিদ্যুৎ উৎপন্ন

ভাস্কর শর্মা

দিনরাত কীভাবে হয়, সেটা বোঝাতে মডেল বানিয়েছিল চতুর্থ শ্রেণির রাখি মণ্ডল। পঞ্চম শ্রেণির জনক পাল তার নিজের মডেলে টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতি দেখিয়েছে। সেইসঙ্গে দেখিয়েছিল সূর্যের মাধ্যমে সময় নির্ধারণ। সম্প্রতি জটেশ্বর ৩ নম্বর অতিরিক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মডেল বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিল খুদে পড়ুয়ারা। তৃতীয় শ্রেণির নীলার্পণ দাস কুসংস্কারমুক্ত সমাজ নিয়ে মডেল বানিয়েছিল। ওই পড়ুয়ার কথায়, 'মডেল তৈরি করতে বাবা খুব সাহায্য করেছে। বিজ্ঞান প্রদর্শনীর দিন দর্শকদের পুরো বিষয়টি ভালো করে বুঝিয়ে দিতে আগের রাতে অনেক পড়াশোনা করেছি।'

পড়ুয়াদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে বিদ্যালয়ের তরফে এই আয়োজন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তৈরি মডেল দেখে মুগ্ধ ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়। তিনি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। স্কুলের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বললেন, 'প্রাথমিক স্তরে এই ছোট শিক্ষার্থীরা এত সুন্দর মডেল তৈরি করেছে। সেইসঙ্গে সবটা ভালোভাবে বুঝিয়েও দিয়েছে। এতে বিজ্ঞানের ওপর ঝোঁক বাড়বে।'

স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদ্যুৎ দাস জানালেন, ছোট পড়ুয়াদের উদ্ভাবনী ভাবনাকে উৎসাহ দিতে এই আয়োজন। তাদের মডেলগুলো বানাতে সাহায্য করেছে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র প্রিয়াংশু সরকার।

কী কী মডেল বানিয়েছিল পড়ুয়ারা? বাড়ির ওপরে জলের ট্যাংক ভর্তি হয়ে অনেকসময় জল উপচে নষ্ট হয়। মডেলের মাধ্যমে এক পড়ুয়া দেখিয়েছে, ট্যাংক ভর্তি হলে বাজবে অ্যালার্ম। এছাড়া, আধুনিক থ্রিডি প্রোজেক্টর, জল পরিস্রুত করার পদ্ধতি, দেশ ও বিদেশের বিজ্ঞানীদের পরিচিতি, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ের ওপর মডেল তৈরি করেছে ওরা।

বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী অনুস্মিতা দে'র কথায়, 'আমাদের যখন এই বিষয়ে প্রথম জানানো হয়, ভীষণ ভয় লাগছিল। চিন্তা ছিল, আদৌ করতে পারব কিনা। পরে বড়দের সাহায্য নিয়ে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের পরিচিতি নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করেছি। পরেরবার আরও ভালো করে মডেল তৈরি করব।' অনুস্মিতার মতো কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিল রাখি। দিনরাতের মডেল তৈরি করলেও বোঝানোর সময় নার্ভাস হয়ে পড়েছিল সে। বলল, 'ভয়ে তো আমি কেঁদেই ফেললাম একবার। কিন্তু একজন স্যর আর ম্যাম এসে সাহস দেন। সবাই বলেছে, আমি ভালো বুঝিয়েছি।'

সমাপ্তি পর্বে মিলেমিশে এক প্রাক্তন-বর্তমান

আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয়

খোকন সাহা

'সূর্য লক্ষ্য নিয়ে এক, দুই, তিন করে আজ পঁচিশের দরজায় আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয়', এই গানের সুরে জানুয়ারি মাসে প্রভাতফেরির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন। তারপর সারাবছর ধরে একাধিক কর্মসূচি পালিত হয়েছে স্কুলে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, বিজ্ঞানমূলক আলোচনা ইত্যাদি। বছর শেষে সমাপ্তি হল উদযাপন পর্বের। ৩ দিন ধরে চলেছে সমাপ্তি অনুষ্ঠান। প্রথম দিন আবৃত্তি, আঁকা এবং বিজ্ঞান মডেল তৈরির প্রতিযোগিতা হয়।

দ্বিতীয় দিনের আয়োজনে ছিল আনন্দমেলা (খাদ্য ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনী)। সেদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষদিনে হয়েছে মূল অনুষ্ঠান। উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি ছাড়াও এসেছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়, মাটিগাড়া ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ দাস, জেলা শিক্ষা আধিকারিক শ্রেয়সী ঘোষ, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক, আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ, পরিচালন সমিতির সভাপতি অনিন্দিতা গুহ পাল প্রমুখ।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সংবর্ধনা জানানো হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের। সম্মানিত করা হয় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক আশিসকুমার রায়কে।

মূলপর্বে শিক্ষক এবং পড়ুয়ারা মিলিতভাবে বিভিন্ন রাজ্যের লোকনৃত্য সংবলিত নৃত্যালেখ্য পরিবেশন করেছেন। তাঁদের প্রয়াস প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে অতিথি এবং বাকি দর্শকদের। পরবর্তীতে পড়ুয়াদের অভিনিত নাটক 'মায়াস্বর' মঞ্চস্থ হয়।

অনুষ্ঠানে শামিল প্রাক্তন পড়ুয়া প্রমিতা রায়চৌধুরীর কথায়, 'অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পাওয়ার পর ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। স্কুলের ভেতরে ঢুকতেই একমুহূর্তের জন্য কয়েক বছর পেছনে ফিরে গিয়েছি। ক্লাসের পর ক্লাস, পড়া না পারলে বকুনি, কত বন্ধু, কত স্মৃতি- মনে পড়ে গেল সবকিছু। প্রিয় প্রতিষ্ঠান সেদিন সেজে উঠেছিল ফুল আর আলোয়। পরিচিত ম্যাডামরা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এমন নিখাদ ভালোবাসার টানেই তো বারবার ফিরে আসতে মন চায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার মূল দায়িত্ব ছিল আমার সহপাঠী চয়নিকা সরকারের কাঁধে। শুরু থেকে শেষ, সবটা সুন্দর দীর্ঘ ২৫ বছরের যাত্রাপথকে স্মরণীয় করে রাখতে ৩ দিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উদযাপনের সমাপ্তি হল ১৪ নভেম্বর। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টজন, অভিভাবক, প্রাক্তনীদের উপস্থিতি আয়োজনকে সার্থক করে তুলেছে। সবটা সম্ভব হল পরিচালন সমিতি, বাকি শিক্ষক ও পড়ুয়াদের অক্লান্ত পরিশ্রমে। এভাবেই সবার সহায়তায় বিদ্যালয় এবং পঠনপাঠনের সার্বিক মানোন্নয়ন করে যেতে চাই।'

হয়েছে।'

নবম শ্রেণির পড়ুয়া নম্রতা সিংহ সহপাঠীদের সঙ্গে উদ্বোধনী সংগীতে অংশ নিয়েছিল। তার অভিজ্ঞতা, 'অনেকদিন ধরে রিহার্সাল করেছি। ঠিকঠাকভাবে মঞ্চে গাইতে পেরে ভালো লাগছিল। তিনদিন ধরে বেশ মজা হল। প্রাক্তন ম্যাডামদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁরা খোঁজখবর নিয়েছেন আমাদের।'

প্রধান শিক্ষক সুলগ্না গুপ্তর কথায়, '১৯৯৯ থেকে ২০২৪,

১৪২ বছরের স্কুলে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরে তুফানগঞ্জ-কোচবিহার জাতীয় সড়কের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শতাব্দী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, চিলাখানা জুনিয়ার বেসিক স্কুল। তখন সকাল ১০ টা ৫০ মিনিট। গেটের বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিল সমবেত কণ্ঠে পাঠ হচ্ছে মহাপুরুষদের বাণী। একদল খুদে ইউনিফর্ম গায়ে সারিতে দাঁড়িয়ে নতমস্তকে সুর মেলাচ্ছে তাতে। বাণীপাঠ শেষে এক শিক্ষক তার অর্থ ব্যাখ্যা করে দিলেন। তারপর শুরু হল জাতীয় সংগীত। সেই পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর সকলে লাইন মেনে ঢুকে পড়ল নিজ নিজ ক্লাসে। প্রতিটা পড়ুয়ার বুকে স্কুল ব্যাজ। নিয়মানুবর্তিতার ছাপ স্পষ্ট সর্বত্র। বিদ্যালয়কে ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছে বড় বড় গাছ। চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জাতীয় সড়কের ধারে ১৮৮২ সালে গড়ে উঠেছিল চিলাখানা জুনিয়ার বেসিক স্কুল। কালের বিবর্তনে এই স্কুলের নাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছিল, জানালেন স্থানীয় নবতিপর বজলে রহমান। শুরুতে নাম ছিল, মিডল ইংলিশ স্কুল। তখন প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস চলত। পরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমপ্লিট বেসিক স্কুল হিসেবে নামকরণ। সেসময় প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হত। পরবর্তীতে নামা রাখা হয় জুনিয়ার হাইস্কুল। তখন প্রথম থেকে অষ্টম পর্যন্ত ক্লাস হয়েছে।

১৯৬৮ সালে একটি অংশ চিলাখানা হাইস্কুল হিসেবে ভাগ হয়ে যায়। সেসময় থেকে এই প্রতিষ্ঠানের

চিলাখানা জুনিয়ার বেসিক স্কুল

নাম হয়, চিলাখানা জুনিয়ার বেসিক স্কুল। বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ২৫৪। বেসরকারি স্কুলের বাড়তে থাকা চাহিদার মাঝেও নিজের গৌরব ধরে রেখেছে প্রতিষ্ঠানটি। কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রতিবছর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিলেবাস মেনে ক্লাসের পাশাপাশি নিয়মিত নীতিশিক্ষার পাঠ দেন শিক্ষকরা। তিনজন শিক্ষিকা ও চারজন শিক্ষক রয়েছেন। তাঁরা পড়ুয়াদের চরিত্র গঠনে সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছু সমস্যা অবশ্য রয়েছে। মিড-ডে খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ঘর নেই। একটা ডায়েনিং হলের আর্থিক বরাদ্দ পেলে ভীষণ উপকার হয়, জানালেন প্রধান শিক্ষক।

প্রতি মাসে অভিভাবকদের নিয়ে মিটিং হয়। সাপ্তাহিক আনন্দ পরিসর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতে। পঞ্চম শ্রেণির নারায়ণ বর্মনের কথায়, 'আমরা রোজ স্কুলে আসি। ক্লাসে স্যর-ম্যাডামরা খুব ভালোমতো পড়া বোঝান। অনুষ্ঠানে অংশ নিই। অনেক কিছু শিখতে পারি। মনীষীদের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে পারি। স্কুলে আমাদের যত্ন নেওয়া হয় বাড়ির মতোই।' একই কথা শোনাল পঞ্চমের লক্ষ্মী বর্মন, প্রথম শ্রেণির নবীন পাল আর চতুর্থর সায়ন শীল।

স্কুলভবনের সামনে ছোট মাঠের ধার দিয়ে সারি সারি গাছ। দেওয়ালে শিশু সুরক্ষা, হাসপাতাল, দমকল, পুলিশ, বিডিও, এসআই(স্কুল ইনস্পেকটর), টিআইসি (টিচার ইনচার্জ) প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর লেখা। বিদ্যালয়ে গঠন করা হয়েছে শিশু সংসদ। প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী- সব দায়িত্বে খুদেরা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রোজ পরিদর্শনে বের হয়। বাকি পড়ুয়াদের ইউনিফর্ম পরিচ্ছন্ন রয়েছে কি না, নখ-চুল কাটছে কি না, সেসব খতিয়ে দেখা তাদের দায়িত্ব। খাদ্যমন্ত্রী মিড-ডে মিলের মান যাচাই করে সহপাঠীদের খাওয়ার আগে। রান্নাঘর সাফসুতরো যেন থাকে, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয় তাকে। বিদ্যালয়ে বসানো হয়েছে এক ধরনের বিশেষ বাক্স। যে কেউ নিজের মনের কথা লিখে তাতে ফেলতে পারে। সাপ্তাহিক আনন্দ পরিসর অনুষ্ঠানে খোলা হয় সেটা। যার যা সমস্যা, তাকে ডেকে আলোচনা করেন শিক্ষকরা।

অভিভাবকরা স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় খুশি। সাহিদা খাতুন, নগেন পালদের কথায় 'এখানে পঠনপাঠনের মান খুব ভালো। শতাব্দীপ্রাচীন বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য বজায় রাখতে পেরেছেন শিক্ষকরা।'

ফ্রেম ইন

তিন ইয়ারি কথা

ছবি দুটি ফাড়াবাড়ি স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর ক্যামেরায়।

হীরক জয়ন্তীতে ক্লাসরুম চায় স্কুল

তমালিকা দে

৭৫-এ পা দিল শিলিগুড়ির নেতাজি জিএসএফপি স্কুল। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে শামিল হয়েছিলেন শিক্ষক, পড়ুয়ারা। স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয়েছিল রক্তদান শিবির। হয়েছে স্বাস্থ্য পরীক্ষাও। আগামী বছরের ২২ জানুয়ারি হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিদের কাছে স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নয়নে সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা অবর্ণা দাস দত্ত। তাঁর আর্জিতে সাড়া দিয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

ইংরেজি মাধ্যমের দাপটে বহু বাংলা মাধ্যমের সরকারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়া সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে। জিএসএফপি অবশ্য ব্যতিক্রমী। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটিতে এখন সবমিলিয়ে পড়ুয়া রয়েছে ৮৫৫ জন। তবে স্কুল পরিচালনায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিকাঠামো। শিক্ষকদের দাবি,

নেতাজি জিএসএফপি

এই সমস্যা মিটে গেলে পড়ুয়া সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে প্রাথমিক বিভাগে দুটো বিদ্যালয় চলে। একটি নেতাজি জিএসএফপি স্কুল, অন্যটি নেতাজি নন-গভর্নমেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়। সকালে একইসঙ্গে একই ভবনে দুটো আলাদা প্রতিষ্ঠানের পঠনপাঠন চলায় ক্লাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে। পচাত্তর বছরের পুরোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত তাদের ১৩টি শ্রেণিকক্ষ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পড়ুয়া সংখ্যা অনুযায়ী অন্তত ২০টি ক্লাসরুম প্রয়োজন।

শিবিরে শিক্ষক, শিক্ষিকাদের পাশাপাশি রক্তদান করেন অভিভাবকরাও। ৪১ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সহ বিদ্যালয় পরিদর্শক অরিন্দম রায় প্রমুখ।

৭৫ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠান

মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকলা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের এবার ৭৫ বছর। সেই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা। অনুষ্ঠানে ছিলেন বক্সিরহাট অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মহম্মদ মনিমে আলম, তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস, প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন কমিটির সভাপতি সুবোধ মোদক, বিদ্যালয়ের টিআইসি প্রসেনজিৎকুমার সাহা।

বুধবার শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা। তারপর পড়ুয়াদের নিয়ে নাচগান সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় বাউলগানের পাশাপাশি প্রাক্তনীদের পুনর্মিলনও হয়েছে। উৎসব কমিটির সম্পাদক সুমন্ত অধিকারী জানালেন, পড়ুয়ারা তাদের বাবা-মাকে পুজো করে মিষ্টিমুখ করিয়েছে।

প্রাক্তন ছাত্র সুশান্ত রায় বর্তমানে বলরামপুর হাইস্কুলের শিক্ষক। তিনি বলছিলেন, 'স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবলির অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে খুব ভালো লাগছে।'

বিদ্যালয়ের টিআইসি প্রসেনজিৎকুমার সাহা জানান, সকলের সহযোগিতায় এদিন এত বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর কথায়, 'জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কাছে স্কুলের নানা অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরেছি। তিনি সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।'

কোচবিহার কলেজ সুবর্ণ জয়ন্তীর সমাপ্তি

দেবদর্শন চন্দ

পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মোটিভেশনাল স্পিকার মৃণাল চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণাদায়ক আলোচনা এবং কুণাল গাঞ্জাওয়ালার জমজমাট সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হল কোচবিহার কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

শনিবার প্রভাতফেরি করে সূচনা হয়েছিল অনুষ্ঠান, রবিবার ছিল শেষদিন। তার আগে অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার বছরব্যাপী উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে কলেজে আয়োজিত হয়েছিল মোটিভেশনাল স্পিকার মৃণাল চক্রবর্তীর সেমিনার। সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রাক্তন এবং বর্তমান পড়ুয়ারা।

শনিবারের শোভাযাত্রায় বর্তমান ও প্রাক্তন পড়ুয়া, কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপকদের পাশাপাশি পা মেলান প্রাক্তন অধ্যাপকরা। শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে প্রায় হাজার জনের শোভাযাত্রাটি। এরপর সারাদিনই পড়ুয়া, অধ্যাপক এবং শিক্ষাকর্মীদের ভিড় চোখে পড়েছে কলেজ প্রাঙ্গণে। প্রায় প্রতিটি বিভাগের পড়ুয়ারা বিভাগীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সন্ধ্যায় বিহু নাচ এবং সংগীতানুষ্ঠান দেখতে এসেছিলেন আশপাশের বাসিন্দারাও।

প্রায় একবছর আগে সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উৎসব শুরু হয়েছিল মহা আড়ম্বরে। তারপর নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালিত হয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। রবিবার সকালে বর্তমান এবং প্রাক্তন পড়ুয়ারা অংশ নেন পুনর্মিলন উৎসবে। পুরো দিনটি কেটেছে হই-হুল্লোড়, আড্ডা আর কলেজ লাইফের স্মৃতি রোমন্থনে।

প্রাক্তনী সায়নদীপ গোস্বামীর কথায়, 'আমাদের কলেজের ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে সারাবছর ধরে অনুষ্ঠান হয়েছে। সামাজিক কাজকর্ম এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমরা সবাই দারুণভাবে উপভোগ করেছি।'

শেষদিনে কুণাল গাঞ্জাওয়ালার অনুষ্ঠানে ভিড় উপচে পড়েছিল। পড়ুয়া, অধ্যাপক থেকে শিক্ষাকর্মী তো বটেই, শহর ও শহরতলি থেকে বহু মানুষ এসেছিলেন কলেজ প্রাঙ্গণে। অধ্যক্ষ পঙ্কজ দেবনাথের কথায়, 'সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান আমাদের কাছে মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। সকলের সহযোগিতায় এই সফল আয়োজন সম্ভব হল।'

শনিবার ভোটের ফল। আগের দিন সপরিবারে খোশমেজাজে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন।

এক যুগ পর ফের সেনাকুঞ্জে খালেদা

এএইচ খান্ধিমান

ঢাকা, ২১ নভেম্বর : ২০১০ সালের ১৩ নভেম্বর বিএনপি সভানেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর পরিবারকে ঢাকা সেনানিবাসের শহীদ মইনুল রোডের বাড়ি থেকে এক কাপড়ে টেনে হিঁচড়ে জবরদস্তি করে বের করে দিয়েছিলো শেখ হাসিনার সরকার। দীর্ঘ ১৪ বছর পর বৃহস্পতিবার সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে সেনানিবাসের সেনাকুঞ্জে পদার্পণ করলেন প্রবীণ নেত্রী। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং খালেদা পাশাপাশি বসেছিলেন।

ইউনূস বলেন, একযুগ খালেদা জিয়া এখানে আসার সুযোগ পাননি। আমরা গর্বিত ওঁকে এই সুযোগ দিতে পেরে। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বিশেষ দিনে সবার সঙ্গে শরিক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

এদিকে শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে ঢাকা-নয়াদিল্লি কূটনৈতিক টানাপোড়েন চললেও ইউনূস বলেছেন, 'আমরা সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখব। আমাদের বিদেশনীতির ভিত্তি হবে পারস্পরিক সম্মান, আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতা।'

এদিন ইউনূস সেনাবাহিনীরও প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ছাত্র ও জনতার পক্ষে দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনী আস্থার প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আন্দোলন পরবর্তী সময়েও সেনাবাহিনী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।' বাংলাদেশের প্রকৃত মালিক জনগণ বলেও বার্তা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা বৈষম্যহীন, শোষনহীন, কল্যাণময় এবং মুক্ত বাতাসের যে স্বপ্ন নিয়ে রাষ্ট্রকে স্বাধীন করেছিলেন আমি তাঁদের সেই স্বপ্ন পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা এখন থেকে বাংলাদেশকে এমনভাবে গড়তে চাই যেখানে সত্যিকারের অর্থে জনগণই হবেন সব ক্ষমতার মালিক।' তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন বাংলাদেশের সূচনা করেছি। কেউ কারও ওপরে নয়। আবার কেউ কারও নীচে নয়।' এদিকে নির্বাচন বিলম্ব হওয়া নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই বাংলাদেশের নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে প্রাক্তন আমলা এএমএস নাসিরউদ্দিন।

মুখোমুখি খালেদা ও ইউনূস। বৃহস্পতিবার ঢাকায়।

সংসদে শীতকালীন অধিবেশনে ঝড় তুলতে প্রস্তুতি

'আদানি' অস্ত্রে মোদিই টার্গেট

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : গৌতম আদানিকে সামনে রেখে দর্নীতি ইশ্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই কাঠগড়ায় তুললেন রাহুল গান্ধি। রাফাল দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পাঁচ বছর আগে 'চৌকিদার চোর হ্যায়' স্লোগান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। সদ্যসমাপ্ত মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের জাতভিত্তিক জনগণনার বিরোধিতা করে মোদি স্লোগান দিয়েছিলেন, 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়'। মোদি-আদানি গোপন আঁতাত প্রমাণ করতে প্রধানমন্ত্রীর এই স্লোগানটিকেও এবার ব্যবহার করছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা।

বিজেপির শীর্ষ নেতানেত্রীর লাগাতার ব্যঙ্গবিদ্রুপ, কটাক্ষ হজম করে রাহুল যেভাবে মোদি-আদানি যোগসাজশ নিয়ে নিয়মিতভাবে সরব হচ্ছেন তাতে স্পষ্ট, তিনি দুর্নীতি অস্ত্রকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যাবতীয় আক্রমণ শানাতে চান। নেহরু-গান্ধি পরিবার এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগগুলিকে সামনে রেখেই বরাবর সুর চড়িয়েছে গেরুয়া শিবির। প্রয়াত রাজীব গান্ধির বিরুদ্ধে বফর্স কেলেঙ্কারির অভিযোগ থেকে ড. মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে টুজি, কোলব্লক দুর্নীতির অভিযোগ, সবেতেই বিজেপির সুর ছিল সপ্তমে। ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতির অভিযোগে সোনিয়া ও রাহুল গান্ধিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সওয়াল করেছিল ইডি। কংগ্রেসের পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটের শরিকদেরও দুর্নীতি অস্ত্রে হামেশাই ঘায়েল করার চেষ্টা করে গেরুয়া শিবির। আদানি অস্ত্রে এবার বিজেপি এবং মোদির সেই দুর্নীতিবিরোধী ভাবমূর্তি ভেঙে খানখান করে দিতে মরিয়া রাহুল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আদানি, সেবি প্রধান মাধবী পুরী বুচ সকলেই যে একসূত্রে বাঁধা রয়েছে সেটা দেশবাসীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চান তিনি। তাই মার্কিন আদালতে আদানির বিরুদ্ধে ২ হাজার কোটি টাকারও বেশি ঘুষ ও প্রতারণা কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হতেই রাহুল সাফ জানিয়েছেন, 'আদানিকে এখনই গ্রেপ্তার করতে হবে। কিন্তু আমরা জানি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তা করবেন না। কারণ তা করতে গেলে তিনি নিজেই ফেঁসে যাবেন।' মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে প্রচারের শেষলগ্নে একটি সিন্দুক দেখিয়ে রাহুল অভিযোগ করেছিলেন, আদানিকে আড়াল করতেই 'এক হ্যায়' স্লোগান দিয়েছেন মোদি। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে কেন্দ্রের তরফে ওয়াকফ বিল, এক দেশ, এক ভোট বিল আনার চেষ্টা হতে পারে। কিন্তু বিরোধী দলনেতার কথায় স্পষ্ট, তিনি আদানি কাণ্ড নিয়ে সংসদে ঝড় তুলবেন।

আদানিতে শুধু রাহুল নন, তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র, আপের সঞ্জয় সিংও কটাক্ষ করেছেন। মহুয়া এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ভক্ত এবং আদানি গোষ্ঠীর তরফে নীরবতা দেখা যাচ্ছে। মোদি কি সাহায্যের জন্য এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করবেন বলে অপেক্ষা করছেন।' অপরদিকে সঞ্জয় সিংয়ের বক্তব্য, 'মোদিজির বন্ধু সারাবিশ্বের সামনে দেশের বদনাম করেছেন।' শিবসেনা ইউবিটি নেত্রী প্রিয়াংকা চতুর্বেদী বলেছেন, 'সেবি আদানির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরুই করতে পারেনি। অথচ আমেরিকায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়ে গেল।'

সাংবাদিক বৈঠকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

> আদানিকে এখনই গ্রেপ্তার করতে হবে। কিন্তু আমরা জানি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তা করবেন না। কারণ তা করতে গেলে তিনি নিজেই ফেঁসে যাবেন।
>
> **রাহুল গান্ধি**

> ভক্ত এবং আদানি গোষ্ঠীর তরফে নীরবতা দেখা যাচ্ছে। মোদি কি সাহায্যের জন্য এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করবেন বলে অপেক্ষা করছেন।
>
> **মহুয়া মৈত্র**

গৌতমের ক্ষতি ২.৮ লক্ষ কোটি

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : আমেরিকায় ঘুষ কাণ্ডে নাম জড়িয়েছে আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানির। যার জেরে একদিনে আদানি গোষ্ঠীভুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ারদর ২৩ শতাংশ পর্যন্ত পড়েছে। এই পতনে একদিনে লগ্নিকারীদের লোকসান হল প্রায় ২.৮ লক্ষ কোটি টাকা।

আদানি গোষ্ঠীর ফ্ল্যাগশিপ সংস্থা আদানি এন্টারপ্রাইজের (২১৮২.৫৫) শেয়ারদর নেমেছে ২২.৬১ শতাংশ। আদানি এনার্জি (৬৯৭.৭০) শেয়ারদর নেমেছে ২০ শতাংশ। তারপর রয়েছে যথাক্রমে আদানি গ্রিন এনার্জি (১৮.৮ শতাংশ), আদানি পোর্টস (১৩.৫৩ শতাংশ), অম্বুজা সিমেন্ট (১১.৯৮ শতাংশ), আদানি টোটাল গ্যাস (১০.৪০ শতাংশ), আদানি উইলমার (৯.৯৮ শতাংশ), আদানি পাওয়ার (৯.১৫ শতাংশ)। যেসব ব্যাংকের আদানি সংস্থার ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, দাম কমেছে সেই ব্যাংকগুলির শেয়ারেও।

সেরা ২০-তে রামদেবের কলেজ

হরিদ্বার, ২১ নভেম্বর : দেশের সেরা কুড়িটি আয়ুর্বেদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকায় চলে এল রামদেবের সংস্থা পতঞ্জলি যোগপীঠ। জাতীয় আয়ুর্বেদ কলেজগুলির রেটিং প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল কমিশন ফর ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ মেডিসিন (এনসিআইএসএম)। এই তালিকায় হরিদ্বারের পতঞ্জলি ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ কলেজ) সেরা ২০-এর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে এবং পেয়েছে এ-গ্রেড রেটিং।

পতঞ্জলির সাধারণ সম্পাদক আচার্য বালকৃষ্ণ জানিয়েছেন, এই সাফল্য শুধু প্রতিষ্ঠানটির নয়, পুরো দেশের জন্য গর্বের। তাঁর কথায়, 'পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ কলেজ সেরা ২০-এর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। এটা আমাদের অগ্রগতির প্রতিফলন। উত্তরাখণ্ডের মধ্যে এটি একমাত্র আয়ুর্বেদ কলেজ, যেটি এ-গ্রেড পেয়েছে।'

কংগ্রেসকে পালটা কটাক্ষ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : আদানি কাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তার জবাবে এবার কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলি আদানির কাছ থেকে লগ্নি চাইছে কেন তা নিয়ে পালটা প্রশ্ন ধেয়ে এল বিজেপির থেকে। এর পাশাপাশি বিশিষ্ট লগ্নিকারী জর্জ সোরোসের হয়ে কংগ্রেস নেতা ভারতীয় শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে আক্রমণে নেমেছেন বলেও তোপ দেগেছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, 'আদানি যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হন তাহলে কংগ্রেস শাসিত সরকারগুলি কেন ওঁর থেকে বিনিয়োগ চাইছে? ভূপেশ বাঘেল এবং অশোক গেহলট ক্ষমতায় থাকাকালীন ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে যথাক্রমে ২৫ হাজার কোটি এবং ৬৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল আদানি গোষ্ঠী। তামিলনাড়ুতে ৪৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে তারা। একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের জন্য তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিকে ১০০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন আদানি।'

আদানির বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে অভিযোগ উঠেছে তাতে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিরই নাম রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। সম্বিত বলেন, 'আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার কোনওটিতেই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। ছত্তিশগড় এবং তামিলনাড়ুতেও কংগ্রেস এবং তার শরিক দল ক্ষমতায় ছিল।' ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ওই ওডিশা, তামিলনাড়ু, ছত্তিশগড়, জম্মু ও কাশ্মীর, অন্ধ্রপ্রদেশের বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলির থেকে বরাত নিশ্চিত করতে চেয়েছিল আদানি। সেই সময় ওডিশায় ছিলেন নবীন পট্টনায়েক। ছত্তিশগড়ে ছিল কংগ্রেসের সরকার। অন্ধ্রপ্রদেশে ছিল জগন্মোহন রেড্ডির সরকার। জম্মু ও কাশ্মীর ছিল কেন্দ্রের শাসনাধীন। একমাত্র তামিলনাড়ু তখনও ডিএমকে-কংগ্রেসের শাসনে ছিল। এখনও রয়েছে। সম্বিত পাত্র বলেন, 'রাহুল গান্ধি ২০১৯ সালে রাফাল ইস্যুটিও তুলেছিলেন একইভাবে। করোনার সময়ও টিকা নিয়ে একইভাবে সাংবাদিক বৈঠক করতেন।' বিজেপি নেতার সাফ কথা, '২০০২ সাল থেকেই কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধি নরেন্দ্র মোদির ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছেন।' অন্যদিকে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেন, 'রাহুল গান্ধি এবং জর্জ সোরোস একই ভাষায় কথা বলছেন। এটা কি কাকতালীয় নয়? ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে এফপিও-র মাধ্যমে আদানি যখন ২০ হাজার কোটি তুলেছিলেন তখন হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট সামনে এসেছিল। এটা নিছকই কাকতালীয় হতে পারে না।'

রাজ্যের ওয়াকফ বিলে নজর কেন্দ্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪-এর বিরুদ্ধে রাজ্য বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পেশ আনতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা শীতকালীন অধিবেশনেই এই প্রস্তাব আনা হতে পারে। রাজ্য সরকারের মতে, কেন্দ্রীয় বিল রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত হানার চেষ্টা। এদিকে রাজ্য সরকার যে ওয়াকফ সংক্রান্ত একটি পৃথক বিল আনতে চলেছে, সেই খবর জানার পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিষয়টি নজরে রেখেছে বলে সূত্রের খবর। এটি কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত তৈরি করবে কিনা সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পেতেই মন্ত্রকের তরফে নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

এক বরিষ্ঠ তৃণমূল নেতা জানিয়েছেন, 'শীতকালীন অধিবেশনেই এই প্রস্তাব পেশ করা হবে। এমনকি রাজ্য সরকার নিজস্ব একটি ওয়াকফ বিল আনারও পরিকল্পনা করছে, যদিও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।' বিরোধী দল এবং সংখ্যালঘু সংগঠনগুলোর দাবি, এই বিলের মাধ্যমে ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে, যা রাজ্যের অধিকার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসন ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সম্প্রতি, তৃণমূলের রাজ্যসভার মুখ্য সচেতক নাদিমুল হক ও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় বিলের কড়া সমালোচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই এই বিলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মনে করা হচ্ছে এই প্রস্তাবও সেই প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন।

ওয়াকফ নিয়ে জেপিসির শেষ বৈঠকে বিরোধীদের তরফে দাবি ওঠে, ওয়াকফ নিয়ে এখনও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, তাই কমিটিকে আরও সময় দিতে হবে। বিরোধী সাংসদরা প্রতিবাদ জানান এবং স্লোগান দিতে শুরু করেন। কয়েকজন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে ফোন করে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানান বলেও সূত্রের দাবি। কমিটির চেয়ারম্যান বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পালকেও বলা হয় লোকসভার চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানানোর জন্য। যদিও তা জানাতে তিনি অস্বীকার করেন। ফলে, আগামী সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই বিরোধী সাংসদরা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে অনুরোধ জানাবেন যাতে রিপোর্ট জমা দেওয়ার তারিখ আরও কিছুদিন বাড়ানো হয়।

জনশতাব্দীতে সাপ, আতঙ্ক

ভোপাল, ২১ নভেম্বর : জল-জঙ্গলেই সাপেদের রাজত্ব। দেখা মেলে বন্যার সময়েও। আজকাল স্যানিটাইজ করা ট্রেনের কামরাতেও সাপ দেখা যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের একটি কামরায় হেলেদুলে একটি সাপকে

যেতে দেখে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ট্রেনটি ভোপালের রানি কমলাপতি স্টেশন ও জবলপুরের মধ্যে চলে। এই ট্রেনের ভিতর সাপ দেখে যাত্রীদের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। তাঁরা সাপটিকে বার করার চেষ্টা করেন। খবর যায় রেলকর্তৃপক্ষের কাছে। সাপটিকে বার করা হয়।

অক্টোবরে ভাস্কো-দা-গামা এক্সপ্রেসের এসি কোচে বিষধর সাপ দেখা গিয়েছিল। তার আগে মুম্বই সিএসএমটি-জবলপুর গরিব রথ এক্সপ্রেস, জয়পুর-জবলপুর দয়োদয় এক্সপ্রেস থেকেও সাপ উদ্ধার হয়েছে।

বন্দুকবাজদের গুলিতে নিহত ৫০

ইসলামাবাদ, ২১ নভেম্বর : ফের পাকিস্তানে জঙ্গি হামলা। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার কুরাম এলাকার বাস, গাড়ি, ভ্যান লক্ষ করে এলোপাতাড়ি গুলি চালাল একদল জঙ্গি। এবার খাইবার পাখতুনখোয়ায় যাত্রীবোঝাই দুটি ভ্যানে বন্দুকবাজদের হামলায় অন্ততপক্ষে ৫০ জন মারা গেলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই সাধারণ নাগরিক।

পাকিস্তান

মৃতদের মধ্যে এক মহিলা ও শিশু রয়েছে। আহতের সংখ্যা ২৯। ঘটনার দায় কেউ স্বীকার করেনি। এই ঘটনার কড়া নিন্দা করেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি। নিন্দা করেছেন পিপিপি প্রধান বিলাবল ভুট্টো।

বারবার এই এলাকায় সাধারণ মানুষকে সফট টার্গেট বানাচ্ছে জঙ্গিরা। গত অগাস্টে বন্দুকধারীদের গুলিতে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

তবে সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে বড় হামলা বলে মনে করা হচ্ছে। খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের মুখ্যসচিব নাদিম আসলাম চৌধরী হামলার সত্যতা স্বীকার করে জানিয়েছেন, মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। ভ্যান দুটির একটি পেশোয়ার থেকে পারাচিনার যাচ্ছিল। অন্যটি পারাচিনার থেকে পেশোয়ারের দিকে আসছিল।

শিশুমৃত্যু

লখনউ, ২১ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসির মহারানি লক্ষ্মীবাই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও পাঁচজন শিশু মারা গেল। বুধবার মারা যায় তিনজন। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় দু'জনের। মেডিকেল কলেজের ডিন নরেন্দ্র সেঙ্গার মৃত্যুর কারণ হিসেবে গত শুক্রবারের অগ্নিকাণ্ডকে দায়ী করেননি। তিনি অসুস্থতাকে দায়ী করেছেন। ১৫ নভেম্বরের অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয় ১০ সদ্যোজাতের।

'ডাক্তারদের ভরসা করা যায়, নেতাদের মোটেই নয়'

নয়াদিল্লি ও প্যারিস, ২১ নভেম্বর : 'ভরসা বলতে ভগবান আর ধন্বন্তরি'! এক সময় কথাটা বিজ্ঞাপনেও চলত। কিন্তু আধুনিক ভারতে সর্বগ্রাসী দুর্নীতির যুগে কাকেই বা চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায়! বোধহয় কাউকেই না। তবু তার মধ্যেই দেশের মানুষ কাদের সবচেয়ে বেশি ভরসা করেন? ডাক্তার, শিক্ষক আর সেনাবাহিনীর সদস্যদের। আর সবচেয়ে কম? রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী আর মোল্লা-পুরুত-পাদ্রিদের। ফ্রান্সের প্যারিস ভিত্তিক বহুজাতিক গবেষণা সংস্থা ইপসোস-এর এক সমীক্ষায় এমনই তথ্য উঠে এসেছে।

সমীক্ষা বলছে, ভারতে সবচেয়ে বিশ্বস্ত পেশাদারদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন চিকিৎসক, শিক্ষক এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা। অন্যদিকে তালিকার তলানিতে স্থান হয়েছে রাজনীতিবিদ, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং সর্বধর্মীয় পুরোহিত সম্প্রদায়ের। সত্যি বলতে, তালিকার একেবারে নীচে থাকা নেতা-মন্ত্রীদের সন্দেহের চোখে দেখে আমজনতা।

৩২টি দেশের মোট ২৩,৫৩০ জনের মতামত নেওয়া হয় এই সমীক্ষায়, যার মধ্যে ২,২০০ জন ছিলেন ভারতের।

ভারতের শহরাঞ্চলের বাসিন্দারা ডাক্তার (৫৭ শতাংশ), সশস্ত্রবাহিনীর কর্মী (৫৬ শতাংশ) এবং শিক্ষক (৫৬ শতাংশ)-কে সবচেয়ে বিশ্বস্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। করোনা মহামারির সময়ে ওই তিন পেশার মানুষের সমাজসেবী ভূমিকা তাঁদের

জনমানসে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে বলে মনে করেন সমীক্ষকরা।

অন্য বিশ্বস্ত পেশাগুলির মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানী (৫৪ শতাংশ), বিচারক (৫২ শতাংশ) এবং ব্যাংকার (৫০ শতাংশ)। এছাড়া সাধারণ নাগরিক (৪৯ শতাংশ) এবং পুলিশ (৪৭ শতাংশ) বিশ্বস্ততার তালিকায় রয়েছেন।

বিশ্বের নিরিখে সবচেয়ে বিশ্বস্ত পেশাদারদের তালিকাতেও সবার ওপরে রয়েছেন ডাক্তার (৫৮ শতাংশ), বিজ্ঞানী (৫৬ শতাংশ) এবং শিক্ষক (৫৪ শতাংশ)-রা।

ভারতে সবচেয়ে কম বিশ্বাসযোগ্য পেশাদারদের মধ্যে রয়েছেন রাজনীতিবিদ (৩১ শতাংশ), মন্ত্রী (২৮ শতাংশ) এবং ধর্মীয় পুরোহিতরা (২৭ শতাংশ)। দুর্নীতি, ভণ্ডামি সহ নানাবিধ অপকর্মের কারণে এই পেশাগুলির ওপর মানুষের আস্থা গত কয়েক দশকে হুহু করে কমে গিয়েছে। এছাড়া পুলিশ (২৮ শতাংশ), বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ (২৫ শতাংশ) এবং টিভি সংবাদ উপস্থাপক (২৫ শতাংশ)-দের ওপর মানুষের আস্থার অভাবও প্রকট হয়েছে সমীক্ষায়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের প্রতি অবিশ্বাসের হার ভারতের তুলনায় অনেক বেশি। তালিকায় কলম্বিয়া (৭৪ শতাংশ), চিলি (৭৩ শতাংশ) এবং আর্জেন্টিনা (৭৩ শতাংশ) শীর্ষে রয়েছে। এরপরেই তালিকায় রয়েছেন সমাজমাধ্যমের প্রভাবশালীরা (৫৬ শতাংশ) এবং মন্ত্রীরা (৫০ শতাংশ)।

কাসভ পেলে ইয়াসিন পাবেন না কেন, সুপ্রিম-প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : মুম্বই হামলায় জড়িত পাকিস্তানি জঙ্গি আজমল কাসভের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার থাকলে ইয়াসিন মালিককে তা থেকে বঞ্চিত করা হবে কোন যুক্তিতে! বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (জেকেএলএফ)-এর নেতা ইয়াসিনকে দু'টি মামলার শুনানিতে জম্মুর আদালতে হাজির করাতে সিবিআইয়ের আপত্তি সম্পর্কে বৃহস্পতিবার এই প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতিরা বলেন, 'আমাদের দেশে আজমল কাসভকেও ন্যায়বিচার দেওয়া হয়েছিল।'

ইয়াসিনকে ইউএপিএ-র বিভিন্ন ধারায় ২০২২ সালের ২৪ মে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল নিম্ন আদালত। সন্ত্রাসে আর্থিক মদত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তিনি। আপাতত তিনি দিল্লির তিহার জেলে সাজাপ্রাপ্ত বন্দি।

ইয়াসিন মালিকের বিরুদ্ধে ১৯৯০ সালে শ্রীনগরের কাছে চার ভারতীয় বায়ুসেনা কর্মীকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ১৯৮৯ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদের কন্যা রুবাইয়া সঈদকে অপহরণের মামলাতেও তিনি প্রধান অভিযুক্ত। ওই দুটি মামলায় অভিযুক্ত ইয়াসিনকে শুনানিতে হাজির থাকার জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে জম্মুর আদালত।

সিবিআই জম্মুর আদালতে ইয়াসিনের ব্যক্তিগত হাজিরা নিয়ে আপত্তি তোলায় শীর্ষ আদালতের

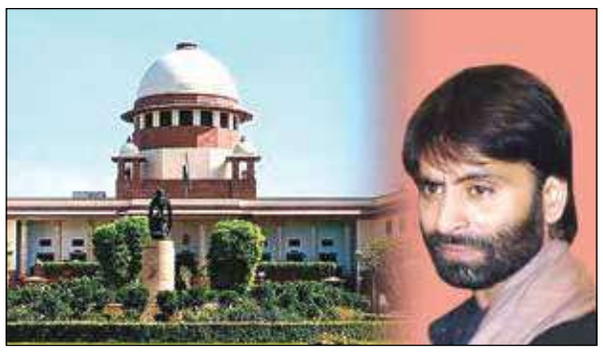

দ্বারস্থ হন তিনি। সেই আবেদনের শুনানিতে বৃহস্পতিবার বিচারপতি এএস ওক এবং বিচারপতি এজি মসিহের বেঞ্চকে সিবিআইয়ের আইনজীবী তথা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'আমরা ইয়াসিনকে জম্মুর আদালতে হাজির করাতে চাই না।' ইয়াসিনের উপস্থিতিতে আদালতের নিরাপত্তা ব্যাহত হতে পারে এবং সাক্ষীদের ওপর তার প্রভাব পড়তে পারে বলে যুক্তি দেন মেহতা। তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুনানির আর্জিও জানান আদালতের কাছে।

সরকারি কৌঁসুলির যুক্তি খারিজ করে ডিভিশন বেঞ্চ পালটা প্রশ্ন করে, 'বিচারপর্বের সময় অভিযুক্ত এবং সাক্ষীদের জেরা কীভাবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হবে?' জম্মু ও কাশ্মীরের ইন্টারনেট পরিষেবা যে স্থিতিশীল নয়, সে কথাও জানায় শীর্ষ আদালত। মেহতা তখন জানান, ইয়াসিনকে ব্যক্তিগত হাজিরার সুযোগ করে দিতে প্রয়োজনে বিচারপ্রক্রিয়া দিল্লিতে সরানো হতে পারে। সলিসিটর জেনারেলকে মামলায় সাক্ষীদের সংখ্যা জানাতে নির্দেশ দেয় দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

মরশুমের প্রথম তুষারপাত

বরফের চাদরে সান্দাকফু, সমতলের 'পোড়াকপাল'

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : 'মর্নিং শোজ দ্য ডে'- এই আপ্তবাক্যটি সবসময় কি বাস্তবের মুখ দেখে?

সরাসরি না করে দিচ্ছেন বা মানতে চাইছেন না সান্দাকফুতে পা রাখা কোনও পর্যটক বা স্থানীয়রা। মানবেনই বা কী করে! সকালের ঝলমলে আকাশ যদি মাঝদুপুরে হঠাৎ কালো হয়ে যায় এবং এক ধাক্কায় পারদ পৌঁছে যায় হিমাঙ্কের নীচে, তা কি আর বিশ্বাসযোগ্য থাকে! তবে তা নিয়ে কারও মন খারাপ হয়নি। বরং আত্মহারা হয়েছেন প্রত্যেকেই। কালো মেঘ থেকে এক পশলা বৃষ্টি শেষেই আকাশ থেকে সান্দাকফুতে আছড়ে পড়ে মুক্তোদানার মতো তুষারকণা।

দুপুরের পর সন্ধ্যাতেও সান্দাকফুতে তুষারপাত হয়েছে। নতুন করে লক্ষ্মীবারে তুষারপাত হয়েছে সিকিমের নাথু লা, ইয়ুমথাংয়েও। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরেই সান্দাকফুতে মরশুমের প্রথম তুষারপাত। এমন পরিস্থিতির আগামী ৭২ ঘণ্টার আগে পরিবর্তন ঘটবে না বলে জানাচ্ছেন আবহবিদরা।

বরফের চাদরে মোড়া সান্দাকফু। ছবি : মৃণাল রানা

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

দার্জিলিং	৮.০
কালিম্পং	১৪.০
শিলিগুড়ি	১৭.৮
জলপাইগুড়ি	১৫.৯
কোচবিহার	১৫.১
মালদা	২০.০
বালুরঘাট	১৯.৫
রায়গঞ্জ	১৬.৫

(ডিগ্রি সেলসিয়াসে)
(তথ্য : আবহাওয়া দপ্তর)

পাহাড়ে যখন তুষারপাত, তখন সমতলের দিন এতটা উষ্ণ কেন? আর কবে শীতের প্রকোপ দেখা দেবে? এমন বিবিধ প্রশ্ন গত কয়েকদিনের মতো এদিনও উঠেছে। সান্দাকফুর তুষারপাতের খবরে তো অনেকেই ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন, এবার শীতকে আর আটকে রাখা যাবে না। উত্তুরে হাওয়া পৌঁছে যাবে ঘরের ভিতরেও। কিন্তু আপাতত সেই সম্ভাবনা যে নেই, তা আকাশের ছবিতে স্পষ্ট।

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি, এতদিন নিয়ম হয়ে দাঁড়ালেও এবছর তা হয়নি। আগামী কয়েকদিনে সেই সম্ভাবনাও তেমন দেখা যাচ্ছে না। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হওয়ায় উত্তরের আকাশে মেঘের আনাগোনা নেই বললেই চলে। পাশাপাশি উত্তুরে হাওয়ার প্রবেশের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। তবে দিনের পরিস্থিতির আপাতত তেমন হেরফের না হলেও রাতের তাপমাত্রা আগামী তিনদিন ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে বলেই পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার। তিনি বলছেন, 'মেঘের আনাগোনা না থাকায় সূর্যের তাপ সরাসরি এসে পড়ছে। তাই দিনে শীতের আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছে না। তবে রাতের তাপমাত্রায় কিছুটা হলেও বদল ঘটবে।'

সান্দাকফুতে তুষারপাতের জেরে এদিনই বদল ঘটছে দার্জিলিং পাহাড়ের আবহাওয়ার। দিন থেকেই শিরশিরানি হাওয়া এবং তাপমাত্রার পতনে জবুথবু অবস্থা পাহাড়বাসীর। এদিন দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাতে তা আরও কমে গিয়েছে বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। ফলে সন্ধের পর থেকেই প্রায় সমস্ত রাস্তাই শুনসান হয়ে পড়ে। কালিম্পংয়ে পারদ পতন ঘটলেও পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। রাতের কালিম্পংয়েও পর্যটকদের দেখা গিয়েছে।

নাথু লা, ইয়ুমথাং সহ সিকিম পাহাড়ের কয়েকটি এলাকায় তুষারপাত হওয়ায় উত্তর সিকিমেও তাপমাত্রার পতন ঘটেছে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর। 'পোড়াকপাল' শুধু সমতলের।

শেষমুহূর্তের সাজ বোল্লা রক্ষাকালীর। বৃহস্পতিবার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

ছাদে ছাত্রের গুলিবিদ্ধ দেহ

কালিয়াচক, ২১ নভেম্বর : অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে কালিয়াচকের শ্রীরামপুর গ্রামে। মৃত ছাত্রের নাম সামিউল ইসলাম (১৮)। বাড়ির ছাদ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর মাথায় পিস্তলের গুলির চিহ্ন দেখা গিয়েছে। কিছু ঘটনাস্থল থেকে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। ফলে এই মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশায় তদন্তকারী আধিকারিকরাও।

এসডিপিও ফয়সাল রাজা জানিয়েছেন, 'দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। মৃতের মাথায় আঘাত রয়েছে। তবে ঘটনাস্থল থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়নি। যদি ওই তরুণ আত্মহত্যা করে থাকেন, তাহলে আগ্নেয়াস্ত্র কোথায় গেল? সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

ট্যাব কাণ্ডে

প্রথম পাতার পর

এই ব্যক্তি বিহারের গ্রামের বাসিন্দাদের ভুল বুঝিয়ে একটি সিএসপি'র মাধ্যমে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলিয়েছেন। সেসব অ্যাকাউন্টে বর্ধমানের কিছু পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা ঢুকেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই সিএসপিটি মূলত চোপড়ার।

শনিবার দেবীডাঙ্গার বাড়িতে পুলিশ যাওয়ার পরই রবীন্দ্র ও তাঁর পরিবার বুঝে গিয়েছিল, বড় কোনও বিপদ অপেক্ষা করছে। রবীন্দ্রর স্ত্রী হীরামণি বর্মন শহরে একটি সেলস কোম্পানিতে কর্মরত। স্বামীকে ধরার পর এদিন সকালে তিনি প্রথমে ছুটে আসেন প্রধাননগর থানায়। এরপর তিনি আসেন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে। হিরামণি জানিয়েছেন, কিশনগঞ্জের মিলনচক কাঁচাখোয়াতে তাঁর শ্বশুরবাড়ি। তাঁর দাবি, 'আমাদের পাশের গ্রামের মুকুল সিং ও মিঠুন সিং সিএসপি চালায়। দুর্গাপুজোর আগে ওরা আমাদের বাড়িতে এসেছিল। বাড়ির বারান্দায় সবে দু'দিনের ক্যাম্প করেছিল। সম্ভবত সেখানে সিএসপি'র জন্য অ্যাকাউন্ট খুলে নিয়ে গিয়েছিল।' তাঁর দাবি, ওই দুজনের মধ্যে মিঠুনের কিশনগঞ্জের পোঠিয়াতেও কোনও কারবার রয়েছে।

পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার শিলিগুড়ির ভাড়াবাড়িতে আসার পর হঠাৎই গ্রামের মানুষের ফোন আসতে থাকে রবীন্দ্রর কাছে। হিরামণি বলছেন, 'যারা সেদিন অ্যাকাউন্ট খুলেছিল তাদের মধ্যে ১২ থেকে ১৪ জন রবীন্দ্রকে ফোন করে জানান, পূর্ব বর্ধমান থেকে নোটিশ এসেছে। এরপর নোটিশ পাওয়া ওই গ্রামের লোকরাও পূর্ব বর্ধমানে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ বুধবার রাতে পূর্ব বর্ধমান থানার পুলিশ এসে স্বামীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।'

রবীন্দ্রর গ্রেপ্তারির খবর প্রকাশ্যে আসতেই এদিন সকাল থেকে দেবীডাঙ্গায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ দাস বলছেন, 'এমনি ছেলেটাকে নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে আসতে দেখতাম। এদিনের ঘটনা শুনে তাজ্জব হয়ে গেলাম।' সংসারের বাড়তি খরচ টানতেই রবীন্দ্র এই চক্রে জড়িয়ে পড়ল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

পূর্ব বর্ধমানের সাইবার ক্রাইম থানার এক তদন্তকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, পূর্ব বর্ধমানের ট্যাবের টাকা মূলত মালদা, চোপড়ার অ্যাকাউন্টে গিয়েছিল। এরপর নজরে আসে, কিছু অ্যাকাউন্ট কিশনগঞ্জে খোলা হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই গ্রেপ্তার করা হয় রবীন্দ্রকে।

লাশে নাজেহাল

প্রথম পাতার পর

কিন্তু যেভাবে বেওয়ারিশ মরদেহের সংখ্যা বাড়ছে তাতে মাত্র ১৬-১৭টির সৎকার করে কী লাভ হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বিভিন্ন সময় পুলিশ রাস্তা থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। আবার অনেক সময় গুরুতর আহতকে চিকিৎসার জন্য তুলে এনে মেডিকেলে বা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেই রোগীর মৃত্যুর পর তা পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবারের খোঁজখবর না পেলে পুলিশ মর্গেই মরদেহ রাখে। নিয়ম অনুযায়ী, মৃত্যুর দিন থেকে হিসাব ধরে সাতদিন মরদেহ মর্গে রাখতে হয়। সেই সময়ের মধ্যে মৃতের পরিবারের খোঁজখবর না পেলে আটদিন দিন থেকে যে কোনও দিন মরদেহ সৎকার করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সৎকার করবে কে? এই জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে মহকুমা শাসক নিযুক্ত করেন। সেই ম্যাজিস্ট্রেট এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ, পুলিশ এবং প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবেই এই সমস্ত জটিলতা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এর জেরে গত অগাস্ট মাস থেকে বেওয়ারিশ মরদেহের মর্গে জমতে শুরু করেছে। বারবার মেডিকেলের তরফে পুলিশ ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি, পালটা চিঠি দেওয়া হয়েছে। কেননা শুধু বেওয়ারিশ মরদেহই নয়, অনেক সময় এক, দু'দিন অনেক মরদেহও রাখার প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতায় প্রায় চার মাস ধরে বেওয়ারিশ দেহ সৎকার হয়নি। বৃহস্পতিবারের হিসাব অনুযায়ী, মর্গে ৫২টি বেওয়ারিশ মরদেহ জমে রয়েছে। ৩২টি কুলিং চেম্বারের মধ্যে ১২-১৩টি সচল থাকলেও বাকিগুলি অকেজো। ফলে এক-একটি কুলিং চেম্বারে গাদাগাদি করে তিন-চারটি মরদেহ রাখা হয়েছে। তার বাইরেও মর্গের মরদেহ পড়ে রয়েছে। যে কোনও সময় কুকুর, বিড়াল মরদেহের অংশ মুখে করে নিয়ে বাইরে ঘুরলে তার দায় কে নেবে সেই প্রশ্ন উঠছে।

কলেজ সূত্রে খবর, এত বেওয়ারিশ মরদেহ জমে থাকায় নতুন করে আর যাতে মরদেহ মর্গে রাখার অনুরোধ না আসে সেই আবেদন করে পুলিশকে চিঠি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পুলিশ জানিয়েছে, দ্রুত বেওয়ারিশ দেহগুলির সৎকার করার চেষ্টা চলছে। এই জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে।

মুখ ফেরাচ্ছেন পর্যটকরা

গ্রামীণ পর্যটনকে চাঙ্গা করতে হোমস্টে নীতি নিয়েছিল সরকার। বেঁধে দেওয়া হয়েছিল নিয়মকানুন। আর সেই নিয়মের ফাঁক গলেই এখন পাহাড়-ডুয়ার্সের হোমস্টের দখল নিচ্ছেন পুঁজিপতিরা। নিয়ম ভেঙে লিজে মার খাচ্ছে রাজস্বও। আজ শেষ কিস্তি

পর্যটনে অশনিসংকেত

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : ভিড় আছে, কিন্তু চেনা ছবিটা নেই। পুজোর দিনগুলিতে পাহাড়কে অচেনাই ঠেকেছে, যা দেখে অনেকেরই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসায়িক লাভক্ষতির হিসেব কষতে গিয়ে চিন্তায় দিন কেটেছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের।

কয়েক বছর ধরে বিজনবাড়ির প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস ধরে রাখা তাকদায় পর্যটকদের যে ভিড়টা হত, তাও কমছে। তাহলে কি মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে বেড়ানোর ইচ্ছেটা হারিয়ে যাচ্ছে? অরুণাচলপ্রদেশের বোমডিলা অথবা মেঘালয়ের ডাউকির ভিড় কিন্তু এই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেয়। ১৫-১৬ নভেম্বর শিলংয়ে অনুষ্ঠিত চেরি ব্লসম ফেস্টিভালে তো প্রায় ৫০ হাজার পর্যটকের সমাগম ঘটেছিল।

পুজোর সময় দার্জিলিং পাহাড় নিয়ে পর্যটকদের এই অনীহার মূলে বেহাল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে নতুন ডেস্টিনেশন গড়ে না ওঠা এবং অবশ্যই হোমস্টের স্বতন্ত্রতা হারিয়ে যাওয়া ও খরচ বেড়ে যাওয়া। গ্রামীণ পর্যটনে পর্যটকের আগ্রহ বাড়তেই খেয়ালখুশিমতো হোমস্টেগুলি দর বাড়িয়েছে, বলছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাই। সিজন তো বটেই, অফসিজনেও এখন হোমস্টেতে থাকাখাওয়ার খরচ অনেকটাই আয়ত্তের বাইরে। হোটেল ব্যবসায়ী কল্লক দে'র বক্তব্য, 'হোটেলে দুজনের থাকতে যে খরচ হয়, তার থেকে অনেক বেশি খরচ হয় হোমস্টেতে। অল্টারনেটিভ চয়েস না থাকাতেই পর্যটকরা গ্রামীণ এলাকায় পৌঁছে বাড়তি খরচ করতে বাধ্য হন।'

বাড়তি খরচের বিষয়টি প্রথমদিকে তেমন আমল না পেলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটকদের নজর পড়েছে বলে মনে করেন পর্যটন ব্যবসায়ীদের বড় অংশ। পর্যটন ব্যবসায়ী পার্থ গুহ বিষয়টি মেনে নিয়েও বলছেন, 'কালিম্পংয়ে তাও কিছু নতুন স্পট হচ্ছে। কিন্তু দার্জিলিং পাহাড়ে সেই অর্থে নতুন ডেস্টিনেশন নেই। পর্যটকরা এক জায়গায় বারবার যেতে চান না। সেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচুর নতুন ডেস্টিনেশন তৈরি হয়েছে। ফলে সেখানে ছুটছেন অনেকেই।' এখান থেকে অরুণাচলপ্রদেশ, অসম এবং মেঘালয়ে যে খরচ অনেকটাই কম, সেটাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন পর্যটন ব্যবসায়ী দেবাশিস মৈত্র। তাঁর কথায়, 'শুধু গাড়িভাড়া নয়, থাকা-খাওয়ার ক্ষেত্রেও ওখানে খরচ অনেক কম।'

দার্জিলিং পাহাড়ের পর্যটনের স্বার্থে বা ভবিষ্যতের জন্য 'দরে' লাগাম পরানো কি যায় না? রাজ্য পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'পরিষেবা দেওয়ার ওপর নির্ভর করে তার মূল্য। তবে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ এলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট হোমস্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।'

অবৈধ হলেও লিজ প্রথার জন্য যে দর বাড়ছে এবং স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি থেকে পর্যটকরা বঞ্চিত হচ্ছেন, তা পাহাড়ে পা রেখেই বুঝতে পেরেছেন পর্যটনমন্ত্রকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (কলকাতা) জ্যোতির্ময় বিশ্বাস। তাই সম্প্রতি সিটংয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, 'লিজে হোমস্টে ঠিক নয়। পাহাড়ের মানুষেরই নিজেদের স্বার্থে হোমস্টে চালানো উচিত। তাতে পাহাড়ের পর্যটন ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত থাকবে।'

পাহাড়ের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত রাখতে রাজ্য সরকারও চেষ্টা শুরু করেছে। যে কারণেই হোমস্টেগুলির অবস্থান জানতে সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পর্যটন দপ্তর। পর্যটন ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, ঠিকমতো সমীক্ষা হলেই আইনি এবং বেআইনি দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে যাবে। হোমস্টেকে সামনে রেখে যেভাবে লজ বা রিসর্টের ব্যবসা চলছে, তাতে কোপ পড়বে।

এখন দেখার নীতি মেনে হোমস্টে নিয়ে রাজ্য কী পদক্ষেপ করে।

জটিলতা কাটল বোল্লার বলি প্রথায়

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুরে বোল্লাকালী মন্দিরের পুজো এবং বলি প্রথা নিয়ে অবশেষে জটিলতা কাটল। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, অনুমোদিত নির্দিষ্ট স্থানেই বলি হবে। একসঙ্গে বলি দেওয়া যাবে না। ২২ নভেম্বরই বোল্লাকালী মন্দিরের বাৎসরিক পুজো রয়েছে। বহু মানুষের সমাগম হয় এই পুজোয়। প্রায় ১০ হাজার পশুবলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। পুজোর আগে আদালতের এই নির্দেশে একপ্রকার বাধা কাটল। মন্দির কমিটির আইনজীবী কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, 'উত্তরবঙ্গের একটি অন্যতম উৎসব এই পুজো। ৩ লক্ষের বেশি মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন। অনেক মানুষের ভাবাবেগ জড়িয়ে রয়েছে। কসাইখানা বন্ধ করা যায়নি। তাই বলি বন্ধ করা জনসাধারণের অনুভূতি বিরুদ্ধ।'

২০২২ সালে অ্যানিমাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মন্দিরগুলিতে পশুবলি প্রথায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়নি। এই বিজ্ঞপ্তির দরুন বোল্লাকালী পুজো কমিটি কর্তৃপক্ষও বৃহৎ সংখ্যায় পশুবলি দিয়ে চলেছেন। এই প্রথা সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক আবশ্যিক ধর্মীয় চর্চা নয়। মামলাকারী সংগঠনের তরফে আইনজীবী জানান, পশুবলি ধর্মীয় চর্চা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে গেলে তা প্রয়োজনীয় ধর্মপ্রথার মধ্যে থাকতে হবে। প্রধান বিচারপতি বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বলি দিতে হবে। ভক্তদের অবহিত করবে মন্দির কমিটি। নির্দিষ্ট অনুমোদিত এলাকা ছাড়া বলি দেওয়া যাবে না।

ছোট গাড়ির ভাড়া বাড়ছে চড়চড়িয়ে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : বোল্লাকালীর পুজো দিতে বালুরঘাটের পতিরামে যাচ্ছেন শিলিগুড়ির বহু পুণ্যার্থী। এর মাঝে আবার শহরে বিয়ের ধুম। এই দুইয়ের কারণে শহরের অনেকে চার চাকার ছোট গাড়ি ভাড়া নিচ্ছেন। আর গাড়ির চাহিদা থাকায় চালকরা বালুরঘাটে যেতে যা ভাড়া হাঁকছেন, তা শুনে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। তবে তাঁদের সাফাই, তাঁরা খুব একটা বেশি ভাড়া চাইছেন না।

শুক্রবার বোল্লাকালীর পুজো। সেখানে পুজো দিতে অনেকে বৃহস্পতিবারই রওনা দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ শুক্রবার খুব সকালে রওনা দেবেন। শহরের গাড়ির স্ট্যান্ডগুলিতে ঢুঁ মেরে জানা গেল, পুজো ও বিয়ের কারণে সিংহভাগ গাড়ির আগাম ভাড়া হয়ে গিয়েছে। কয়েকটি মাত্র গাড়ি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। চাহিদা বাড়তেই গাড়িভাড়াও বেড়েছে চড়চড়িয়ে।

পুণ্যার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বোল্লাকালীর পুজো দিতে যাওয়ার জন্য বাস, ট্রেনে খুব ভিড় হয়। তাই যাঁদের কিছুটা সামর্থ্য রয়েছে, তাঁরা গাড়িভাড়া করে নেন। তবে এবছর ছোট গাড়ির চাহিদা বেশি থাকার কারণে অধিকাংশ চালক যা ভাড়া হাঁকছেন, তা শুনে অনেকেরই চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। ছোট গাড়িতে শিলিগুড়ি-বালুরঘাট যাওয়া ও আসার ক্ষেত্রে ১০-১২ হাজার টাকা চাওয়া হচ্ছে। আবার একটু বড় চারচাকার গাড়ির ক্ষেত্রে অঙ্কটা পৌঁছে যাচ্ছে ১২-১৪ হাজার টাকায়। তবে বছরের অন্য সময় ভাড়ার অঙ্কটা ৮ হাজারের মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

এসএফ রোডের একটি গাড়ি স্ট্যান্ডের চালক শুভ রায় বললেন, 'বালুরঘাটে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ৫৫০ কিলোমিটার বেশি গাড়ি চালাতে হবে। তাছাড়া তেল, টোলের টাকা আমরাই দেব। সেক্ষেত্রে খুব বেশি ভাড়া চাওয়া হয়নি। পুজো এবং বিয়ে একসঙ্গে পড়ে যাওয়ার প্রায় সমস্ত গাড়ি ভাড়া হয়ে গিয়েছে।'

> বালুরঘাটে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ৫৫০ কিলোমিটার বেশি গাড়ি চালাতে হবে। তাছাড়া তেল, টোলের টাকা আমরাই দেব। সেক্ষেত্রে খুব বেশি ভাড়া চাওয়া হয়নি।
>
> **শুভ রায়** গাড়ি চালক

এয়ারভিউ মোড়ের কাছে ছোট গাড়ির স্ট্যান্ডের চালক শুভাশিস পালের দাবি, 'যা ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, তারপরও খুব বেশি লাভ থাকে না।'

যাবজ্জীবন

কিশনগঞ্জ, ২১ নভেম্বর : কিশনগঞ্জের জেলা আদালতের বিচারপতি মণীশ কুমার বৃহস্পতিবার খুনে দোষী সাব্যস্ত মহম্মদ সফিউল্লাহকে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাবাস হবে। ২০১৮ সালে কিশনগঞ্জ সদর থানা এলাকার বেলুয়া গ্রামে জমি বিবাদে মহম্মদ জাফর নামে এক তরুণকে খুনের অভিযোগে মহম্মদ সফিউল্লাহকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল।

ধর্ষণে ধৃত ১

কিশনগঞ্জ, ২১ নভেম্বর : বুধবার রাতে ধর্ষণে অভিযুক্ত মহম্মদ ইদ্রিস ওরফে ফোসংকে গুয়াবাড়ি গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ২৫ বছরের একজন বিবাহিতাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। মহিলার স্বামী উত্তরপ্রদেশে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন।

ধ্যান ও বৈদিক দর্শনের ওপর দু'দিনব্যাপী একটি শিবিরের আয়োজন করেছিল ডিএভি স্কুল, শিলিগুড়ি। মূল বক্তা ছিলেন বেঙ্গালুরুর ওম শান্তিধাম বেদ গুরুকুলের ডিরেক্টর ডঃ আচার্য সিদ্ধার্থ ভার্গব এবং চেন্নাইয়ের ডিএভি গ্রুপ অফ স্কুলের সম্পাদক বিকাশ আর্য। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া ও শিক্ষকরা অংশ নিয়েছিলেন শিবিরটিতে। কর্মসূচির সূচনা হয় ব্রহ্ম ও দেব যজ্ঞর মধ্য দিয়ে। ডঃ সিদ্ধার্থ ভার্গব 'হিউম্যান এভোলিউশন, দ্য বেদিক সেশন'-এর ওপর বক্তব্য রাখেন।

উত্তরে মিষ্টি হাবের প্রস্তাবে সায় মন্ত্রীর

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : এবার উত্তরবঙ্গেও মিষ্টি হাব। তবে কোন জেলায় সেটা তৈরি হবে, সেব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হর্টিকালচার দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বলেছেন, 'এটা শুধু কথার কথা নয়। মিষ্টি বিক্রেতারা এদিন আমাকে উত্তরবঙ্গে মিষ্টি হাবের প্রস্তাব দেন। এক মাসের মধ্যে এব্যাপারে ফের বিক্রেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসব। হাব আমরা করবই।'

কলকাতার নিউটাউনের ইকো পার্কে রয়েছে মিষ্টি হাব। সেই আদলে উত্তরবঙ্গের কোনও একটি জায়গায় হাব তৈরি করা হলে প্রচুর বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে এদিন উত্তরকন্যায় একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে অংশ নেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিরা। ছিলেন একাধিক ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিও। কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জীব বণিক মন্ত্রীকে বলেন, 'উত্তরবঙ্গে প্রচুর মিষ্টি ব্যবসায়ী রয়েছেন। তাই আমাদের অনুরোধ, এখানে একটা মিষ্টি হাব করা হোক। অনেক সময় দেশের নানা প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকরা এখানে এসে নানা ধরনের মিষ্টির খোঁজ করেন। তাঁদের হাবে নিয়ে যাওয়া হলে প্রচার বাড়বে। উপকৃত হবেন ব্যবসায়ীরা।' এই ইস্যুতে কর্মশালা শেষে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করেন মন্ত্রী। পরে সাংবাদিকদের বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মিষ্টি ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব আমাদের ভালো লেগেছে।'

কোল্ড স্টোরেজের সমস্যা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প নিয়ে নিজেদের সমস্যার কথা মন্ত্রীকে বলেন শিল্পপতিরা। সিআইআইয়ের ভাইস চেয়ারম্যান প্রদীপ সিংঘল, মোহন দেবনাথ, ফোসিনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস, বিজয়গোপাল চক্রবর্তীরা সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা জানান। পরে মন্ত্রী বলেন, 'খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে আমরা বেশ কিছু উদ্যোগ নিচ্ছি। বিশেষ করে দার্জিলিংয়ের কমলা বিশ্ববিখ্যাত হলেও নানা রোগের কারণে উৎপাদন কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমরা সেদিকে নজর রাখছি।' অরূপের কথায়, 'উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগে অনেকে আগ্রহী। তবে কেউ কেউ সমস্যার কথা বলছেন। সবকিছু আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া হবে।' এদিন দার্জিলিংয়ের কমলা প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, কমলার উৎপাদন বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে এদিন আলোচনা হয়েছে। ভাইরাল রোগের কারণে এবার ফলন কম। তবে আগামীতে ভালো হবে বলে আশাবাদী সবাই।

অন্যদিকে মরশুমে কত গাছে কমলা ফলছে, তার এতদিন কোনও তথ্য না থাকলেও এবার সেটা জানতে দপ্তর সমীক্ষা চালাচ্ছে। তৈরি করা হয়েছে একটি মোবাইল অ্যাপ। ইংরেজি ও নেপালি ভাষায় এখনও পর্যন্ত ওই অ্যাপে প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার গাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সমীক্ষা শেষে সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

উত্তরকন্যার মঞ্চে মন্ত্রী অরূপ রায়, মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যরা। বৃহস্পতিবার।

আদানির নামে

প্রথম পাতার পর

ঘটনার সময় তার একটিতেও বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। ছত্তিশগড় এবং তামিলনাড়ুতে কংগ্রেস ও তাদের শরিকদল ক্ষমতায় ছিল।' রাহুল পালটা বলেন, 'দুর্নীতি হলে অবশ্যই তদন্ত হওয়া উচিত। কিন্তু শুরুটা আদানিকে গ্রেপ্তার করার মধ্যে দিয়ে হওয়া উচিত।'

আদানি গোষ্ঠী অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। আমেরিকার বাজারে ৬০ কোটি ডলার মূল্যের বন্ড ছাড়ার সিদ্ধান্ত থেকেও সরে এসেছে আদানি গ্রিন এনার্জি। যে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে মার্কিন আদালতের পদক্ষেপ, তাতে ২০ বছরে ২০০ কোটি ডলার পর্যন্ত লাভ করত আদানিরা। কিন্তু এই অভিযোগের জেরে আদানি গোষ্ঠীর সংস্থাগুলির শেয়ারদর একধাক্কায় অনেক কমে গেল।

বুধবার নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি অফিস গৌতম আদানি, সাগর আদানি এবং আরও ৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে মার্কিন মুদ্রায় ২৬৫ মিলিয়ন ডলার ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সরকারি আধিকারিকদের। তারপরই অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ওড়িশা, ছত্তিশগড় এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে বিদ্যুৎ বণ্টন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করে।

মার্কিন আদালতে অভিযোগ উঠেছে, বিনিয়োগকারী এবং ঋণদাতাদের কাছে এই দুর্নীতি গোপন রেখে ঋণ ও বন্ডের মাধ্যমে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি (২৫,৩২২ কোটি টাকা) তুলেছিলেন গৌতম আদানি এবং আদানি গ্রিন এনার্জির প্রাক্তন আধিকারিক বিনীত এস জৈন প্রমুখ। মার্কিন নিয়মে, যে দেশেরই নাগরিক হন না কেন, আমেরিকার বাজারের সঙ্গে যুক্ত বা আমেরিকায় বিনিয়োগকারী কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে মামলা করতে পারে সেদেশের প্রশাসন।

সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে যে বিষয়টি নিয়ে 'ইন্ডিয়া' জোট হইচই করবে, তা বৃহস্পতিবার জানিয়ে দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। আমেরিকায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হতেই আদানির সঙ্গে ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি মূল্যের চুক্তি বাতিল করেছে কেনিয়া। ওই চুক্তিতে আদানিদের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন তৈরির বরাত ছিল। আদানিকে দেওয়া দেশের প্রধান বিমানবন্দর সম্প্রসারণের বরাতটিও বাতিল করে দিয়েছে কেনিয়া। রাহুলের অভিযোগ, 'প্রধানমন্ত্রীর সাহায্যে আদানি বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, কেনিয়ায় কাজ করেছেন। সর্বত্র তদন্ত শুরু হয়েছে।' রাহুলের কথায়, 'দুর্নীতি করে ভারতের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়েছেন আদানি। তিনি আমেরিকা এবং ভারতীয়, দুটো আইনই ভেঙেছেন।'

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

লেখাপড়া শেখার পর বিদেশে গিয়ে চাকরি করে প্রতিষ্ঠিত হতে কে না চায়। যাঁরা এসব স্বপ্ন দেখেন তাঁদের টোপ দিতে শিলিগুড়িতে ফাঁদ পেতে বসে আছে অনেক সংস্থা। এই শহরে কীভাবে প্রতারিত হচ্ছে এই প্রজন্মের তরুণরা, আলোকপাত করলেন **শমিদীপ দত্ত**।

বিদেশে চাকরি নিলে অপরাধী

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : রাতারাতি গজিয়ে ওঠা কোনও সংস্থার বিদেশে চাকরির টোপ নিয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন না তো? কারণ শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিদেশে চাকরি দেবার সংস্থাগুলোর একাংশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিদেশি সাইবারচক্র। মাসকয়েক আগে প্রধাননগর থানা এলাকার একটি সংস্থাকে বিশ্বাস করে এমনই অভিজ্ঞতা হয়েছে শহরের এক তরুণের। সেই সংস্থার মাধ্যমে তিনি চাকরি করতে গিয়েছিলেন কম্বোডিয়ায়। সেখানে কিছুদিন চাকরি করার পর তিনি বুঝতে পারেন, একটি সাইবারচক্রের হয়ে কাজ করছেন। একেই বিদেশ, তার ওপর অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় নিরুপায় হয়ে প্রধাননগর থানা এলাকার তাঁর এক বন্ধুকে মেসেজ করে সব জানান।

সব জানার পর ওই বন্ধু প্রধাননগর পুলিশের শরণাপন্ন হয়। পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই সংস্থার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। ওই তরুণকেও দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। শুধু এই একটা ঘটনাই নয়, ভুঁইফোঁড় সংস্থাকে বিশ্বাস করে চাকরি করতে গিয়ে কখনও শহরের একশ্রেণির তরুণ-তরুণী অজান্তেই বিদেশে এ ধরনের অপরাধমূলক কাজের শরিক হয়ে পড়ছেন। কখনও আবার তাঁদের হাতে ভুয়ো পাসপোর্ট, ভিসা দেওয়ায় বিমানবন্দরে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন।

কখনও ভিসায় এমন ধরনের অনুমতি নেওয়া থাকছে, যে বিদেশে থাকতে গিয়ে উলটে ঠাঁই হচ্ছে গারদে। একটা-দুটো নয়, বিভিন্ন সময় এ ধরনের একাধিক অভিযোগ আসছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কাছে। মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'অভিযোগ এলে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। তবে পাসপোর্ট, ভিসার জন্য নির্দিষ্ট সরকারি জায়গা রয়েছে। সকলেরই এ ব্যাপারে সচেতন থাকা প্রয়োজন।'

সম্প্রতি শহরে বিদেশে কাজ দেওয়ার ভুঁইফোঁড় সংস্থা চিহ্নিত করে মেট্রোপলিটান পুলিশকে জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। চিহ্নিত সংস্থার খোঁজ করে তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ। তদন্ত করতেই পুলিশের নজরে এসেছে, বিদেশমন্ত্রকের অনুমতি কিংবা অনুমতি পাওয়া কোনও সংস্থার অথরাইজেশন ছাড়া ওই সংস্থা চলছে। ইতিমধ্যে ওই সংস্থা দুজনকে বিদেশে পাঠিয়েও দিয়েছে।

শুধু বিদেশে নিয়ে গিয়ে সাইবার ক্রাইমে জড়িয়ে দেওয়াই নয়, আরও বিভিন্নভাবে প্রতারণা করা হচ্ছে। এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে খড়িবাড়ির এক ব্যক্তির। মাসকয়েক আগে তিনি ফিলিপিন্সে কাজের জন্য গিয়েছিলেন। যদিও সেখানে শহরে বের হতেই সেখানকার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে নেয়। গ্রেপ্তারের কারণ শুনে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। তিনি বলেন, 'আমি যে ভিসা নিয়ে ওই দেশে গিয়েছিলাম, সেই ভিসায় সেখানে থাকার কোনও অনুমতি নেই। অবশেষে বিদেশমন্ত্রকের সহযোগিতায় দেশে ফিরে আসি।'

এমন অনেকে আছেন, যাঁরা বিমানবন্দরে গিয়ে বেগতিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন। বিমানে ওঠার আগে ভিসা পাসপোর্ট দেখাতেই উলটোদিক থেকে উত্তর এসেছে, 'সবটাই ভুয়ো।'

সবমিলিয়ে, বিদেশে গিয়ে কাজ করার স্বপ্নের মধ্যেই শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার একটা অংশ বিভিন্নভাবে জড়িয়ে পড়ছে ভুঁইফোঁড় সংস্থাগুলোর প্রতারণার নানা জালে।

ফাঁদ পেতেছে সাইবারচক্র

যা ঘটছে

- একটি সংস্থার মাধ্যমে এক তরুণ চাকরি করতে গিয়েছিলেন কম্বোডিয়ায়
- কিছুদিন চাকরি করার পর বুঝতে পারেন, সাইবারচক্রের হয়ে কাজ করছেন
- একশ্রেণির তরুণ-তরুণী অজান্তেই বিদেশে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছেন
- কখনও ভুয়ো পাসপোর্ট, ভিসা হাতে নিয়ে বিমানবন্দরে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন চাকরিপ্রার্থীরা
- কখনও ভিসায় সেখানে বসবাসের অনুমতি না থাকায় ঠাঁই হচ্ছে গারদে

থানায় নালিশ বিধায়কের

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : সদস্য সংগ্রহ অভিযানে গেলে মহিলারা বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষকে অভিযোগ করেছিলেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হচ্ছে। অভিযোগ শুনে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি থানায় গিয়ে পুলিশকে মাদক বিরোধী অভিযানের অনুরোধ করেন শংকর। তাঁর সঙ্গে থানায় গিয়েছিলেন একদল মহিলাও। বিধায়ক বলেন, গৌরব শর্মা শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার থাকাকালীন মাদকের বিরুদ্ধে অনেক অভিযান হয়েছিল। কিন্তু এখন আর তেমন হচ্ছে না।' এরপরেও পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে এই মহিলাদের নিয়ে তিনি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের সামনে আন্দোলন করবেন বলে জানিয়েছেন।

প্লাস্টিক আটক

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : বিডিও এবং পুলিশের অভিযানে মাটিগাড়া বাজারে বৃহস্পতিবার ১০৫ কেজি প্লাস্টিক কারিব্যাগ উদ্ধার হয়। বেশ কিছুদিন ধরে প্ল্যাস্টিক ক্যারিব্যাগের যথেচ্ছ ব্যবহারের খবর পেয়ে এই অভিযান চালানো হয়।

বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের অবশ্য আশ্বাস, 'বিষয়টা দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

বোমাতঙ্ক

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার বিকেলে একটি পরিত্যক্ত ব্যাগকে কেন্দ্র করে বোমাতঙ্ক ছড়ায় শিলিগুড়ির জলপাই মোড়ে। বিকেলের দিকে স্থানীয় ট্রাফিক পুলিশ ও স্থানীয়রা একটি ব্যাগকে রাস্তার একপাশে পড়ে থাকতে দেখেন। পুলিশ ট্রাফিক পয়েন্টের কাছে নিয়ে গিয়ে ব্যাগ খুলে দেখে, ভেতরে ছেঁড়া জুতো ও পুরোনো জামাকাপড় রয়েছে।

ডেটা নিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধনে এসআইটি'র শিক্ষাবিদরা। ছবি : সূত্রধর

ডেটা চর্চায় সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিতে (এসআইটি) বুধবার থেকে দু'দিনের 'ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন' বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হল। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার এসআইটি-তে এই সম্মেলনের আয়োজন হল। উপস্থিত ছিলেন এসআইটি'র অধ্যক্ষ ডঃ মিঠুন চক্রবর্তী, প্রশাসক জয়দীপ গুহ, বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডঃ বিএস দয়াসাগর প্রমুখ। সম্মেলনের আহ্বায়ক ডঃ দেবজ্যোতি মিশ্র বলেন, 'সম্মেলন থেকে নানা ভাবনার আদানপ্রদানে অনেক কিছু শেখা গিয়েছে।'

SIP
এর মাধ্যমে প্রতিমাসে সঞ্চয় করুন।
PRABIN AGARWAL
Empowering Investments
CALL-9647855333
National Commerce House (2nd Floor), Church Road, Siliguri-734001
AMFI Registered Mutual Fund Distributor
Mutual Fund investments are subject to market risk. Read all the scheme related documents carefully.

যানজটে চটলেন গৌতম

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল থেকে পুরনিগম পর্যন্ত রাস্তায় প্রতিদিনের যানজট নিয়ে চটলেন মেয়র গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার দুপুরে এলাকায় দীর্ঘ যানজট দেখে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল এবং সচিব অনাবিল দত্তকে নিয়ে এগিয়ে যান মেয়র। গার্লস হাইস্কুলের রাস্তায় যত্রতত্র খাবারের দোকান সহ অন্য দোকান, উনুন জ্বালিয়ে রান্না করা দেখে ক্ষুব্ধ মেয়র দ্রুত এসব বন্ধের নির্দেশ দেন। পরে তিনি বলেন, 'একটা গ্যারাজ ব্যবহার করে দোকান চলছে। দু-চার দিন পরপর দোকান বাড়ছে। এখানে দু-তিনটি স্কুল, ব্যাংক, পুরনিগম, কলেজ সমস্ত কিছু রয়েছে। এভাবে যদি রাস্তায় দোকান দেওয়া হয়, রাস্তার উপর বাসনপত্র ধোয়া হয় তাহলে মানুষের ভোগান্তি হবেই। আমরা এক মাসের নোটিশ দিয়ে এদের সতর্ক করছি। হয় বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে, অন্যথায় এখান থেকে উঠে যেতে হবে।'

পুরনিগমের পাশে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল এবং গার্লস প্রাইমারি স্কুলের রাস্তায় যানজট নিত্যদিনের চিত্র। নম্বরযুক্ত এবং নম্বরবিহীন টোটো, মোটরবাইক থেকে শুরু করে অন্য যানবাহন- সবকিছুই এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ না থাকায় যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে খোদ স্কুল কর্তৃপক্ষ। এদিন মেয়র নিজে রাস্তায় নেমে কড়া নির্দেশ দিলেও, তা কতটা মানা হয় এখন সেটাই দেখার।

সরকারি কর্মসূচি

ইসলামপুর, ২১ নভেম্বর : আগামী শুক্রবার থেকে রবিবার 'বাংলা মোদের গর্ব' কর্মসূচি উদযাপিত হবে ইসলামপুর কোর্ট মাঠে। বৃহস্পতিবার ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব, ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস ও দমকল আধিকারিকরা প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। ইসলামপুরের মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভদীপ দাস বলেন, 'তিনদিনের অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তুলতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

স্কুলের সামনে নামাবে তো, প্রশ্ন টোটোচালককে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণে আনতে পকেট রোডগুলিতে দাঁড়িয়ে থাকছে ট্রাফিক পুলিশ। নম্বরহীন টোটো দেখলেই সেগুলিকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে সমস্যায় পড়ছেন এই টোটোগুলিতে সওয়ার যাত্রীরা। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের। এরমধ্যে শিলিগুড়ি গার্লস, শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুল সহ বিভিন্ন স্কুলে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ফলে নম্বরহীন টোটোতে উঠে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পড়ুয়াদের।

শিলিগুড়ির হাতি মোড়, কলেজপাড়া, হাকিমপাড়ার চিলড্রেন্স পার্ক, টিকিয়াপাড়া, খেলাঘর মোড় সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে নম্বরহীন টোটো। ফলে ওই টোটোতে সওয়ার পড়ুয়াদের হয় টোটো থেকে নেমে বাকি পথ হেঁটে যেতে হচ্ছে, না হলে ফের অন্য টোটোতে উঠতে হচ্ছে। এর ফলে সমস্যার পড়ছে পরীক্ষার্থীরা। টোটোচালক সুবীর দে বললেন, 'ছেলে শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলে পড়ে। পরীক্ষা চলছে তাই আমার টোটোতে করেই নিয়ে এসেছি। কিন্তু টোটোর নম্বর না থাকায় আমাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। পরীক্ষা রয়েছে বললেও শুনছে না।'

রীতা দাস নামে শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলের এক ছাত্রী তার মায়ের সঙ্গে আসছিল পরীক্ষা দিতে। হাতি মোড়ে টোটো আটকে দেওয়ায়, তাদের ঘুরপথে স্কুলে পৌঁছাতে হয়েছে। কোর্ট মোড়ের কাছে দেখা গেল, নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে যাওয়ার জন্য এক ছাত্রী টোটোচালককে জিজ্ঞেস করল, 'স্কুলের সামনেই নামাবে তো?' টোটোচালকের কাছে স্কুলের সামনে নামার আশ্বাস পেয়ে তবেই টোটোতে উঠল ওই পড়ুয়া।

টোটোচালক মানিক পালের কথায়, 'দুজন কলেজ পড়ুয়াকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, পুলিশ ঘুরিয়ে দিল। ওদের তো দেরি হয়ে যাচ্ছে।' শিলিগুড়ি কলেজের পড়ুয়া সায়নী দে'র বক্তব্য, 'কলেজের একটু আগেই নেমে যেতে হল। তাই একটু হেঁটে এলাম। তবে কোনও অসুবিধা হয়নি। নিয়ম থাকলে সেটা তো মানতে হবে।'

সুভাষপল্লিতে টোটো নিয়ন্ত্রণে পুলিশ। বৃহস্পতিবার। ছবি : তপন দাস

পঞ্চম শ্রেণির ভর্তি নিয়ে জট কাটল

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : অবশেষে কাটল জট। প্রাথমিকের পঞ্চম থেকে আওতায় থাকা হাইস্কুলে সরাসরি ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির সুযোগ পাবে পড়ুয়ারা। নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার মোট নয়টি প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি চালুর নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। তবে প্রাথমিকে চালু হলেও হাইস্কুলেও আপাতত পঞ্চম থাকছে।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অফিসে হাইস্কুল ও তার আওতায় থাকা প্রাথমিক স্কুলের (যেগুলোতে পঞ্চম শ্রেণি চালু হয়েছে) প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, হাইস্কুলের আওতায় থাকা প্রাথমিক স্কুলগুলোতে নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে পঞ্চম শ্রেণি চালু হবে। হাইস্কুলগুলোকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রাথমিকের পড়ুয়াদের সরাসরি ভর্তি নিতে হবে। পাশাপাশি জানা গিয়েছে, প্রাথমিকে পঞ্চমে অন্য কোনও স্কুলের পড়ুয়া ভর্তি নেওয়া হবে না।

এদিকে, হাইস্কুলেও পঞ্চম শ্রেণি চালু থাকায় যদি কোনও অভিভাবক চান তাহলে হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করতে পারবেন। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্ত বলেন, 'শিলিগুড়ি বয়েজের প্রাথমিকে সমস্ত পড়ুয়া পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হবে। তারা সরাসরি আমাদের স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাবে।' শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় বলেন, 'অভিভাবকদের মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি নেওয়া যে প্রশ্ন ছিল তার সমাধান হল। প্রাথমিকের পঞ্চম থেকে সরাসরি ষষ্ঠতে ভর্তি হতে পারবে পড়ুয়ারা।'

প্রতিবাদ

ইসলামপুর, ২১ নভেম্বর : দলের এরিয়া কমিটির সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ইসলামপুর শহরে টাঙানো পোস্টার ও ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগে বৃহস্পতিবার সিপিএম প্রতিবাদ মিছিল করে। পরে ইসলামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। দলের ইসলামপুর-১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক আবদুল করিম বলেন, 'ইচ্ছে করে দুষ্কৃতীরা আমাদের পোস্টার ছিঁড়েছে।'

রিজার্ভার তৈরিতে বাধা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : বিদ্যালয়ের মাঠে পানীয় জলের রিজার্ভার তৈরির জায়গা পরিদর্শনে এসে বাধার মুখে পড়লেন জয়েন্ট বিডিও ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকরা। এই ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার স্কুল চলাকালীন চাঞ্চল্য ছড়ায় ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী উচ্চবিদ্যালয়ে। এলাকার বাড়িতে বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের জন্য জেলা প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে। সে কারণে জলের রিজার্ভার তৈরির জন্য স্কুলের মাঠটি বাছা হয়েছে। কিন্তু স্কুলের মাঠে রিজার্ভার তৈরি হলে ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলোয় সমস্যা হবে বলে দাবি করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ রুখে দাঁড়ান।

স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়দের বাধার মুখে পড়ে ব্লক প্রশাসন ও জনস্বাস্থ্য দপ্তরের বাস্তুকাররা ফিরে যেতে বাধ্য হন। বিষয়টি নিয়ে রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও সুকান্ত মণ্ডল বলেন, 'জেলা শাসকের নির্দেশে পরিদর্শনে এসেছি। প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

একতিয়াশাল স্কুল

প্রাইমারি স্কুলের নামে মাঠটি রয়েছে। প্রকল্প করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কাছ থেকে এনওসি পেয়েছি।' রিজার্ভার হলে মাঠের তেমন ক্ষতি হবে না। কাজ শেষ হয়ে গেলে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের একটি রাস্তা করে দেওয়া হবে।'

তিলেশ্বরী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্তের কথায়, 'যে জায়গাটিতে রিজার্ভার তৈরির কথা আধিকারিকরা বলছেন, সেটা স্কুলে প্রবেশের রাস্তা। স্কুলে ঢোকার যেহেতু অন্য কোনও রাস্তা নেই, তাই ওই জায়গায় রিজার্ভার তৈরি হলে স্কুলে প্রবেশের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হবে।' পার্থর সংযোজন, 'এলাকায় এই একটাই খেলার মাঠ। ছেলেমেয়েদের খেলার পাশাপাশি বিভিন্ন টুর্নামেন্ট হয় এই মাঠে। এলাকার প্রবীণরা মাঠে হাঁটতে আসেন। সমস্ত বিষয় চিন্তা করে রিজার্ভার তৈরির জন্য অন্য কোনও জায়গা দেখা হোক, সেই আবেদন করেছি।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলার সত্যজিৎ অধিকারী বলেন, 'স্কুল তৈরির জন্য আমার দাদু এই জায়গাটি দান করেছিলেন। সেখানে রিজার্ভার ও স্টাফ কোয়ার্টার করার জন্য এক বিঘা জমি ব্লক প্রশাসন চেয়েছে। এমনটা হলে খেলার জায়গা অনেকটা কমে যাবে।'

Celebrating 11 YEARS OF EXCELLENCE IN THE FIELD OF EDUCATION
"INCEPTION TO PERFECTION"
ADMISSION OPEN
Modians Early Days
Nursery, LKG ,UKG.
Classes 1 to 4 & 11
(Com. Science & Hum.)
*No vacancy in classes 5,6,7,8 and 9
ACADEMIC FACILITIES
• SMART CLASSES, LIBRARY
• COMPUTER, SCIENCE & MATHEMATICS LABS
• ART & CRAFT, MUSIC & DANCE STUDIOS
• AUDITORIUM, ROBOTIC LAB
• CULINARY CLASSES BY MASTER CHEF JOSEPH ROZARIO
• DEDICATED COUNSELLOR, REMEDIAL CLASSES
SPORTS FACILITIES
• SPORTS CENTER WITH 25m SWIMMING POOL
• CRICKET & FOOTBALL FIELDS, BADMINTON COURTS
• MULTI GYMNASIUM
• BASKETBALL, VOLLEYBALL, THROW BALL
• PLAY ZONE AREA FOR KIDS
• DEDICATED COACHES
Partnered with IIT Madras BS Degree School
Connect Program for certificate course in Data Science & AI and Electronic Systems (Classes 11 & 12)
RESIDENTIAL FACILITIES
SEPARATE HOSTEL FOR BOYS & GIRLS WITH PASTORAL CARE
NUTRITIOUS MEALS PREPARED BY EXPERIENCED CHEF
MODI PUBLIC SCHOOL, SILIGURI
A Co-Educational Day cum Residential Senior Secondary School (10+2)
Affiliated to C.B.S.E., Delhi, Affiliation No. 2430184
0353-2571616 / 17
9564777747, 9564777797
Matigara, Siliguri - 734 010
www.mpssiliguri.com

নতুন প্রোজেক্ট নিয়ে কী বললেন মাধুরী

ভুল ভুলাইয়া ৩-এ তাঁকে দেখা গিয়েছে। কার্তিক আরিয়ান, বিদ্যা বালান আর তাঁর পর্দায় একত্র উপস্থিতি দর্শকদের মুগ্ধ করছে। ছবি রমরমিয়ে চলছে হলে। তার মধ্যেই মাধুরী দীক্ষিত তাঁর আগামী প্রজেক্টের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'চলতি বছরে আমি নিজেকে চ্যালেঞ্জ নিতে যাচ্ছি। খুব তাড়াতাড়ি আমার পরের প্রোজেক্টে কাজ শুরু করব। এই প্রোজেক্টটা একটু আলাদা এবং চ্যালেঞ্জিং, দর্শকরা এভাবে আমাকে আগে দেখেননি।' তবে ছবিটা যে কী, তা নিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। হয়ে উঠেছেন রহস্যময়ী।

রাস্তায় অমিতাভ থাকলে সাবধান

অমিতাভ বচ্চন বনাম অভিষেক বচ্চন। শুনে অবাক হলেন নাকি? ব্যাপারটা কিন্তু তেমনই। না না, ওঁরা এখনই কোনও যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন না। আসলে, পরিচালক সুজিত সরকার দুজনকে নিয়ে একটানা প্রশ্নোত্তরে বসেছিলেন। সেখানে সুজিত জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, বাবা আর ছেলের মধ্যে কে ভালো গাড়ি চালান?

কী মনে হয়? কে চালান? অমিতাভ কিন্তু মনে করেন যে, তিনি নিজে অনেক ভালো গাড়ি চালান। কিন্তু জানেন কি, তাঁর সেই মনে হওয়াটায় খোদ তাঁর ছেলের ভয়ানক আপত্তি আছে! অভিষেক সে কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য লাফিয়ে ওঠার পরেই কেমন চুপসে গেলেন অমিতাভ।

কিন্তু কেন, অভিষেকের আপত্তি কিসের? আসল রহস্য ফাঁস করলেন জুনিয়ার বচ্চন। অমিতাভ নাকি সোজা গাড়ি চালানোর চেয়ে উলটো দিকের গাড়িকে ধাক্কা বেশি মারেন। ভাবুন একবার ব্যাপারখানা। কথাটা যেই ফাঁস করলেন অভিষেক, আর যায় কোথায়! অমিতাভ তো জিভটিভ কেটে একশা।

কিন্তু অমিতাভ বচ্চনের গাড়ি চালানোর একটা সামাজিক উপকারিতাও আছে। কী বলুন তো? উলটো দিক থেকে নিয়ম ভেঙে কোনও গাড়ি যদি বেআইনিভাবে ছুটে আসে, অমিতাভ বচ্চন সঙ্গে সঙ্গে সেই চালকের ছবি তুলে নেন। চালক তো আনন্দে আটখানা। স্বয়ং অমিতাভ ছবি তুলছেন, আনন্দ হবে না?

কিন্তু অমিতাভ বচ্চন ছবিটা কেন তোলেন, জানেন? সেই সত্যটা ফাঁস করলেন অভিষেক নিজে। ছবিটা তিনি ট্রাফিক পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেন। সিগন্যাল ব্রেক করাটা তাঁর একেবারেই না-পসন্দ কিনা!

সুতরাং আপনি যদি মুম্বইয়ের রাস্তায় কখনও স্টিয়ারিং হাতে নেন, তাহলে আশপাশে অমিতাভ আছেন কিনা, দেখেশুনে সাবধানে চালাবেন!

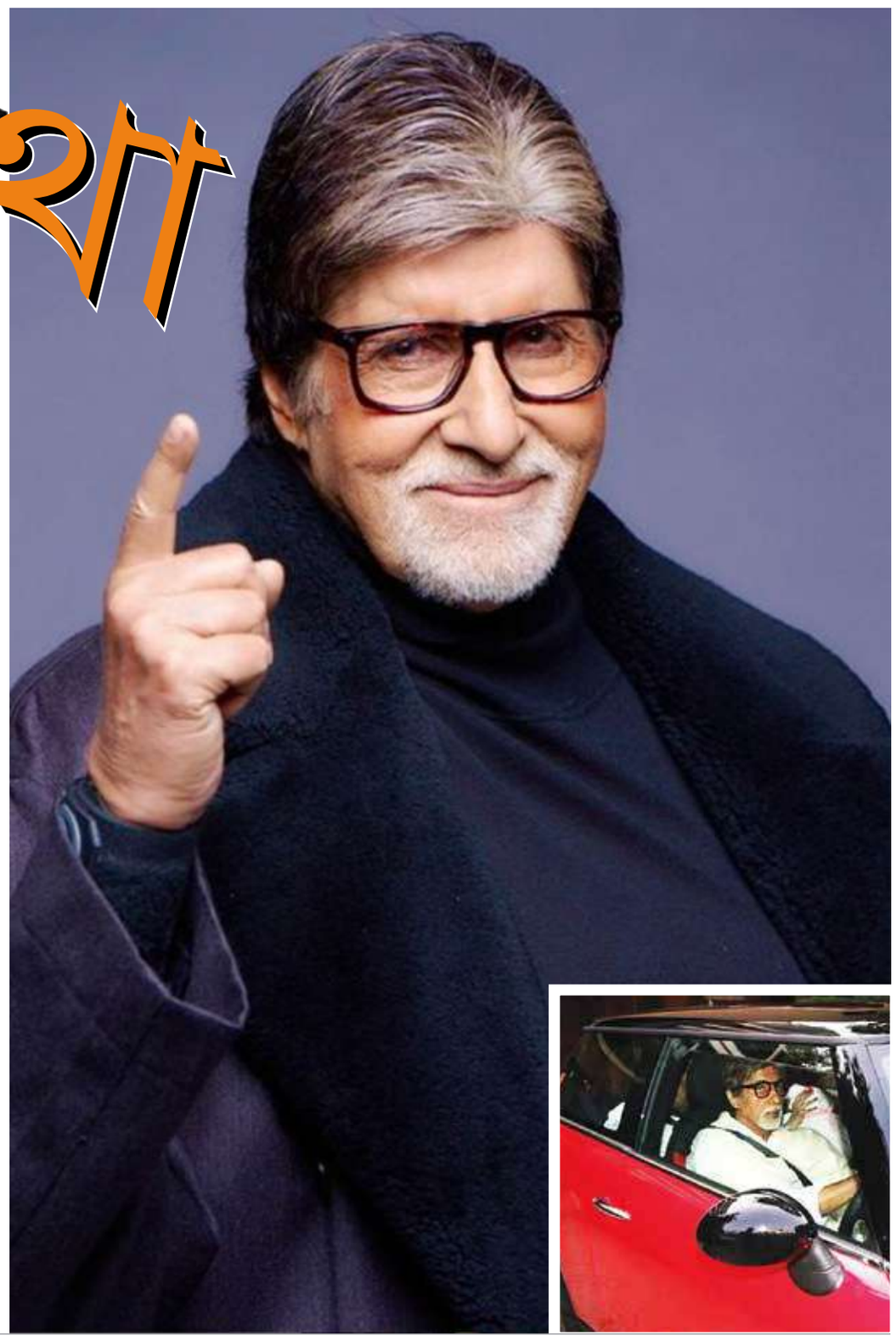

রণবীরের মাসল দেখে হাঁ আলিয়া

রণবীর কাপুর জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন। তাঁর মাসল দেখে মুগ্ধ ফ্যান। এর সঙ্গে হাঁ হয়ে গিয়েছেন আলিয়া, তাঁর হাঁ হয়ে যাওয়া ছবি নেটে ঘুরছে। ছবির সঙ্গে আলিয়া বেশ কিছু ইমোজি দিয়েছেন। অনুরাগীরাও রণবীরের মাসল দেখে তাঁকে আবার পর্দায় দেখার জন্য আকুল হয়ে উঠেছেন। দুঃখের বিষয়, সেই অ্যানিম্যাল-এর পর রণবীরকে আর দেখা যায়নি, চলতি বছর তাঁর কোনও ছবি মুক্তি পায়নি। যাই হোক, এখন তিনি সঞ্জয় লীলা বনশালির ছবি লাভ অ্যান্ড ওয়ার-এর শুটিংয়ে ব্যস্ত। সেই কারণেই এই শারীরিক কসরত। এগুলি খুবই কষ্টকর, তাঁকে দেখে নেটমহল বিস্মিত। আলিয়া ভাটের মতোই তাঁরা হাঁ হয়ে গিয়েছেন। রণবীরের এই প্রস্তুতি লাভ অ্যান্ড ওয়ার-এর জন্য অনুরাগীদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিল, বলাই বাহুল্য। ছবিতে তাঁর সঙ্গে আছেন ভিকি কৌশল, আলিয়া ভাট প্রমুখ।

একনজরে সেরা ৫

ট্যাক্স ফ্রি উত্তরপ্রদেশে

হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাটের পর উত্তরপ্রদেশে ট্যাক্স ফ্রি হল দ্য সবরমতী রিপোর্ট। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ একাধিক মন্ত্রী এই ছবি দেখেন। মুখ্যমন্ত্রী ছবির পুরো টিমকে ধন্যবাদ দেন গোধরা-র পিছনের আসল সত্য তুলে আনার জন্য। অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে ও ছবির সঙ্গে যুক্ত অনেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাদ গুলশন

রাকেশ রোশনের করণ অর্জুন-এ সুরজ সিং চরিত্রে প্রথমে ছিলেন গুলশন গ্রোভার। এক সাক্ষাৎকারে রাকেশ বলেছেন, সকাল ১১টায় শুটিং থাকলে গুলশন বিকেল ৪টেয় আসত। সে সময় অনেক ছবি করছিল ও। তাই ওকে আমি বলি, এভাবে কাজ করতে পারব না। পরে একসঙ্গে কাজ করব। উল্লেখ্য, পরে সুরজ সিং হন আসিফ শেখ।

বহুরূপী পার্ট ২

পুজোয় নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বহুরূপী বক্স অফিসে তুফান তুলেছে। ছবির শেষে বড়বাবু মানে আবির চট্টোপাধ্যায়ের জেল হয়। পার্ট ২-এর ইঙ্গিত দেওয়াই হয়েছে এখানে। এখন শিবপ্রসাদ টুইট করেছেন, বড়বাবু, সবাই কী বলছে দ্যাখেন, পার্ট ২ পার্ট ২ করছে। দর্শকেরও আশা, ছবির পার্ট ২ আসছে।

মালাইকা নয়, মা

অর্জুন কাপুর কাঁধে ট্যাটু করিয়েছেন, তাতে লেখা রব রাখা মানে ঈশ্বর সহায়। কারণ? তিনি বলেছেন, আমার মা সবসময় বলতেন ভালো বা খারাপ সময় যাই হোক, রব রাখা। মনে হয় এখনও তিনি আমার সঙ্গে আছেন, আমাকে গাইড করছেন। অর্জুন সিংহম এগেইন-এর মুক্তি দিন এই ট্যাটু করিয়েছেন।

হেলেনের জন্মদিন

অর্ধেক স্প্যানিশ, অর্ধেক বর্মী মা আর ফরাসি বাবা। তাঁর মৃত্যুর পর মা এক ইংরেজকে বিয়ে করেন। বর্মায় জাপানের বম্বিং চলার সময় সেই ভদ্রলোক খুন হন। তিন বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে ছোট্ট ভাইকে নিয়ে ৯ মাস হেঁটে অসমে আসেন। ভাই পক্সে মারা যান। অভিনেত্রী হেলেন-এর জীবনের কথা, এল তাঁর জন্মদিনে, ২১ নভেম্বর।

চার মেয়ের বারবেলা?

চার মেয়ের এক ছবি। মানে চার বন্ধুর ছবি। শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, নুসরত জাহান, জুন মালিয়া এবং স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। 'দিল চাহতা হ্যায়', 'জিন্দেগী না মিলেগি দোবারা'র মতো ছবিগুলি আপনারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন, এবার তেমন এক ছবিই আসছে বাংলায়। ছবির নাম 'ও মন ভ্রমণ'। পরিচালনায় রাজর্ষি দে।

ছবির গল্পে মেয়েবেলার চার বন্ধুর স্কুল শেষের পর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। তবে সময়ের চক্রে তাঁরা আবারও মুখোমুখি হবেন। জীবনের নানান ওঠাপড়া নিয়েই এই গল্পের বুনন। তবে ছবিতে দারুণ একটা চমক রয়েছে। আসলে গল্পটা কিন্তু তিন নয়, চার মহিলাকে নিয়ে। আর এই চতুর্থজনের ভূমিকায় অভিনয় করছেন অভিনেত্রী তথা কাউন্সিলার অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবির গল্পে এই বন্ধুদের স্কুল শেষের পর আর কখনও দেখা হয়নি। জীবনের নানান জটিলতায় তাঁদের পথ ভিন্ন ভিন্ন পথে মোড় নিয়েছে। যোগাযোগও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে এই চার বন্ধু কেউ চাকুরিরত, কেউ ব্যবসা করেন, কেউ আবার অন্যকিছু। তবে তাঁদের সকলেরই একটা বিষয়ে মিল রয়েছে, সেটা হল একাকীত্ব। এই পরিস্থিতিতে বিদেশের মাটিতে হঠাৎই তাঁদের চার জনের ফের দেখা হয়ে যায়। জমে থাকা জটিলতা কাটিয়ে নতুন করে পথচলা শুরু করেন তাঁরা। বন্ধুত্বই মুছে দেয় তাঁদের একাকীত্ব।

মেয়ের জন্মদিনে একা অ্যাশ, অভিষেক নেই!

মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের জন্মদিন একাই উদযাপন করলেন মা ঐশ্বর্য রাই। বাবা অভিষেক বচ্চন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন না। ফলে, অভি-অ্যাশের বিচ্ছেদের জল্পনায় আরও ঘি পড়ল। নভেম্বর মাস অ্যাশের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। নভেম্বর মাসের ১৬ এবং ২১ তারিখে যথাক্রমে মেয়ে আরাধ্যার জন্মদিন ও বাবা প্রয়াত কৃষ্ণরাজ রাইয়ের জন্মবার্ষিকী। এই উদযাপনের বেশ কিছু ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তিনি। একটি ছবিতে দেখা যায়, অ্যাশ ও আরাধ্যা কৃষ্ণরাজের ছবির সামনে চোখ বুজে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের সঙ্গে ঐশ্বর্যর মা বৃন্দা রাইও আছেন। আরেকটি ছবিতে দাদু আরাধ্যার হাত নিয়ে খেলছেন, দেখা যাচ্ছে। অন্য ছবিটি একটি সিল্যুট, তাতে ঐশ্বর্য আরাধ্যাকে চুম্বন করছেন। সঙ্গে ক্যাপশন, 'আজ তুমি অফিশিয়ালি টিনএজার হলে।' প্রসঙ্গত, আরাধ্যা ১৩-তে পা দিলেন। বাবা ও মেয়ের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন আমার বাবা এবং প্রিয় আজ্জা এবং প্রিয় আরাধ্যাকে'। এছাড়া ১৩ বছরের মেয়ের সঙ্গে ঐশ্বর্যর ছবিও নেটে ঘুরছে।

তারায় তারায় খচিত

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবার ৫৫তম। চাঁদের হাট বসেছে গোয়াজুড়ে। দেশি-বিদেশি তারকাদের উপস্থিতিতে গোয়া ঝলমলে। উৎসব চলবে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত। এবছর উৎসবের থিম, 'তরুণ ফিল্মমেকার্স-- দ্য ফিউচার ইজ নাউ'। তরুণদের উৎসাহিত করার জন্য এ বছর উৎসবে রয়েছে নতুন বিভাগ। আমির খান, রণদীপ হুদা, মনোজ যোশীর মতো তারকাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি গোয়া উৎসবকে করেছে আলোকিত।

বিচ্ছেদের পিছনে মোহিনী? মুখ খুললেন রহমান

মঙ্গলবার হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে কম্পোজার এ আর রহমান, স্ত্রী সায়রা বানুর সঙ্গে তাঁদের ২৯ বছরের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। এরপরই তাঁর গ্রুপের বেসিস্ট মোহিনী দে-ও তাঁর মিউজিশিয়ান স্বামী মার্ক হার্টসাচের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। ফলে দুয়ে দুয়ে চার করে আলোচনা শুরু হয়। বলা হয়, রহমানের সঙ্গে মোহিনীর প্রেমই রহমান-সায়রার বিচ্ছেদের জন্য দায়ী। এবার এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন রহমান ও সায়রা। তাঁদের তরফে আইনজীবী বন্দনা শাহ এক সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলে বলেছেন, 'দুটো ঘটনার সঙ্গে কোনও যোগসূত্র নেই। সায়রা ও রহমান নিজেদের কারণে এই বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওঁরা খুবই ভালো মানুষ এবং এই বিচ্ছেদ ওঁরা হালকাভাবে নেননি। তাঁদের বিয়েটা লোকদেখানো ছিল না।' রহমান-সায়রা জানিয়েছেন, ওঁরা সম্পর্কের ভিতর আবেগের অভাব দেখছেন বলে এই বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

‘অপরাজিত’ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নয়া ছন্দের খোঁজে ভারত

অভিষেকের অপেক্ষায় নীতীশ-হর্ষিত

> আগের সিরিজে জিতি বা হারি, শুরুটা সবসময় শূন্য থেকেই করতে হয়। গত সিরিজের ব্যর্থতার বোঝা এখানে বয়ে নিয়ে আসিনি আমরা।
>
> - জসপ্রীত বুমরাহ

> গত কয়েক বছরে প্রায় সমস্ত চ্যালেঞ্জ উতরে গিয়েছি আমরা। সাফল্য পেয়েছি। কিন্তু এই একটা কাজ (বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি) এখনও হয়ে ওঠেনি।
>
> -প্যাট কামিন্স

পারথ, ২১ নভেম্বর : ঝড়ের মতো হাওয়া বইছে। এলোমেলো।

চলছে মেঘ-রোদের ক্রমাগত লুকোচুরি। দোসর আবার বৃষ্টিও।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পারথ শহরে বছরের এই সময়ে তেমন বৃষ্টি হয় না। এবারের গ্রীষ্ম ব্যতিক্রমী। শেষ দুই-তিনদিন আচমকা বৃষ্টি হয়েছে পারথে। হঠাৎ বৃষ্টি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ মানুষের মনে স্বস্তি দিয়েছে।

আর অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে জসপ্রীত বুমরাহর টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে। কারণ, বৃষ্টির ফলে অপটাস স্টেডিয়ামের বাইশ গজ ছিল ঢাকা। ফলে আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টের সবুজ বাইশ গজে গতি, বাউন্সের পাশে আর্দ্রতাও ‘এক্স’ ফ্যাক্টর হিসেবে হাজির হতে চলেছে। শুরুতে ভারতকে ব্যাটিং করতে হলে উদ্বেগ বাড়বেই। আগামীকাল ম্যাচের প্রথম দিনেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে পারথে। টিম ইন্ডিয়ার জন্য মাথাব্যথার আরও কারণ রয়েছে। সৌজন্যে অপটাস স্টেডিয়াম। ২০১৮ সালে প্রথম টেস্ট হয়েছিল এখানে। টিম ইন্ডিয়া সেই ম্যাচে বিরাট কোহলির শতরানের পরও অজিদের কাছে হেরেছিল। পরে আরও তিনটি টেস্ট হয়েছে। প্রতিবারই জয়ী দলের নাম অস্ট্রেলিয়া। ফলে অপটাসে ‘অপরাজিত’ অজিদের বিরুদ্ধে ছন্দের খোঁজে টিম ইন্ডিয়ার নয়া শুরু বিস্তর চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে চলেছে।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়। হোয়াইটওয়াশের লজ্জার রেশ কাটার আগেই শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। কোনওরকম প্রস্তুতি ম্যাচ ছাড়াই খেলতে নামছে বুমরাহর ভারত। দেশের মাঠে ঘূর্ণির বাইশ গজ বুমেরাং হওয়ার পর গতি, বাউন্সের সবুজ পিচের কড়াইতে টিম ইন্ডিয়ার শক্তিশালী ব্যাটিং কেমন করে, সেদিকে নজর রয়েছে দুনিয়ার। উপরি হিসেবে রয়েছে একরাশ দুশ্চিন্তাও। অধিনায়ক রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে পারথ টেস্টে ইনিংস ওপেন করবেন লোকেশ রাহুল। আঙুল ভেঙে প্রথম টেস্টের বাইরে চলে যাওয়া শুভমান গিলের পরিবর্তে তিন নম্বরে আগামীকাল নামতে চলেছেন দেবদত্ত পাডিক্কাল। প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্কদের অভিজ্ঞতা ও স্কিলের সামনে রীতিমতো নড়বড়ে টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটিং। চার নম্বরে কোহলিও ফর্মে নেই। পাঁচ নম্বরে ঋষভ পন্থ, ছয় নম্বরে ধ্রুব জুরেলদের উপর নির্ভর করতে হতে পারে ভারতীয় ব্যাটিংকে।

চমকের শেষ এখানেই নয়। বরং শুরু।

ভারতীয় দলের অন্দরমহলের ইঙ্গিত সত্যি হলে আগামীকাল অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি ও হর্ষিত রানার টেস্ট অভিষেক হতে চলেছে। আরও চমকপ্রদভাবে রবীন্দ্র জাদেজা পারথ টেস্টে খেলছেন না বলেই খবর। অভিজ্ঞ রবিচন্দ্রন অশ্বীনের উপর আস্থা রাখতে চলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিনের পর আজও অশ্বীনকে দীর্ঘসময় নেটে ব্যাটিং-বোলিং করতে দেখা গিয়েছে। অধিনায়ক বুমরাহ ও মহম্মদ সিরাজের খেলা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তবে তিন নম্বর পেসার হিসেবে আকাশ দীপ নাকি প্রসিধ কৃষ্ণা, জট কাটেনি। প্রথম একাদশের সম্ভাব্য কম্বিনেশন নিয়ে ধোঁয়াশার পাশে ভারতীয় দলকে অস্বস্তিতে ফেলার জন্য রয়েছে আরও একটি পরিসংখ্যান। দীর্ঘ ৭৭ বছর ধরে অস্ট্রেলিয়া সফর করছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। পরিসংখ্যান বলছে, দীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে মাত্র একবারই অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয়ে সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতেছিল ভারত। সেটা ২০১৮ সালে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কি এবার দেখবে ক্রিকেট সমাজ? টিম ইন্ডিয়ার নয়া দৌড় কি শুরু হবে পারথে?

ঘরের মাঠে তূরীয় মেজাজে থাকা আত্মবিশ্বাসী কামিন্সরা যেভাবে ‘বদলার’ মেজাজে ফুটছেন, তারপর টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে অতি বড় সমর্থকও আশাবাদী হতে পারছেন না। অন্তত সিরির শুরুর প্রাক্কালে তো নয়ই। আজ সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে দুই দলের অনুশীলন দেখার পর স্পষ্ট, টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে প্রবল চাপের দমবন্ধ করা পরিস্থিতি রয়েছে। তুলনায় অজিদের সংসার ঠান্ডা ঠান্ডা, কুল কুল।

দুই শিবিরের এমন মনোভাবের মধ্যে রাত পোহালেই যশস্বী বনাম স্টার্ক, উসমান খোয়াজা বনাম বুমরাহ, বিরাট বনাম হ্যাজেলউড যুদ্ধের মঞ্চ তৈরি। অপেক্ষা পারথে ভারত উদয়েরও।

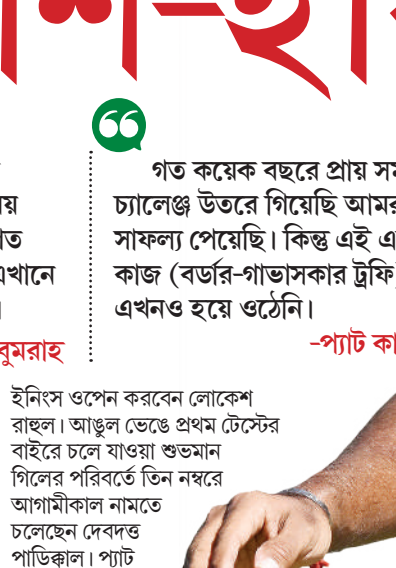

অনুশীলনের ফাঁকে সরফরাজ খানের সঙ্গে আড্ডায় নীতীশ কুমার রেড্ডি।

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে

ভারতের স্মরণীয় জয়

কলকাতা, ২০০১

সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ৪৪৫-এর জবাবে ভারত ১৭১ রানে অল আউট হয়। ফলো অন করতে নেমে ভিভিএস লক্ষ্মণ (২৮১) ও রাহুল দ্রাবিড়ের (১৮০) ৩৭৬ রানে জুটি ম্যাচ ভারতের পক্ষে নিয়ে আসে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮৪ রান তাড়া করতে নেমে হরভজন সিংয়ের (৭৩/৬) ঘূর্ণির সামনে অজিরা ২১২-তে গুটিয়ে যায়।

ব্রিসবেন, ২০২১

ভারতের হাত ধরে ৩২ বছর পর ব্রিসবেনের গাব্বায় অস্ট্রেলিয়ার দুর্গ ভাঙে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২৮ রান তাড়া করতে নেমে পঞ্চম দিনে ঋষভ পন্থ (অপরাজিত ৮৯) ভারতকে ঐতিহাসিক জয় এনে দেন।

মোহালি, ২০১০

২১৬ রানের জয়লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে ভারত ১২৪/৮ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে চোট সত্ত্বেও প্রজ্ঞান ওঝাকে নিয়ে ভারতকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ভিভিএস লক্ষ্মণ।

‘আশা করি এখানে সামিভাইকে দেখব’

অনুকরণ নয় নিজের পথেই চলতে চান বুমরাহ

পারথ, ২১ নভেম্বর : বিশ্বের তাবড় ব্যাটারদের কাছে তিনি আতঙ্ক।

লাল, সাদা কিংবা গোলাপি-বলের রং যাই হোক, তাঁকে সামলানো চ্যালেঞ্জ। জসপ্রীত বুমরাহর এবার নতুন নেতৃত্বের একেবারে ট্রফির রোহিত সাময়িক সেই সামনে পরীক্ষা। গুরুভার। তাও বর্ডার-গাভাসকার উদ্বোধনী ম্যাচে। শর্মার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব।

টেস্টে নেতৃত্ব প্রথম নয়। ২০২২ বার্মিংহাম টেস্টে বিরাট কোহলির (করোনা সংক্রামিত হয়েছিলেন) অবর্তমানে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দলকে নেতৃত্ব দেন। উত্তেজক দ্বৈরথে ভারত হারলেও বোলিংয়ের পাশাপাশি বুমরাহর ব্যাটেও ছিল ‘লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’-এর উদাহরণ। এবার পিতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকা রোহিতের বদলে পারথে শুরু শুক্রবারের মেগা ম্যাচের চ্যালেঞ্জ। বুমরাহর চোখ সেই সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া।

বুমরাহর কথায়, নেতৃত্ব তাঁকে ভালো খেলার রসদ জোগায়। রোহিত, বিরাটদের দেখে অনেক কিছু শিখেছেন। অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবেন। তবে শেষপর্যন্ত দল পরিচালনা, সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা বজায় রাখবেন। প্রাক-টেস্ট সাংবাদিক সম্মেলনে মহম্মদ সামিকে ঘিরে ধোঁয়াশা নিয়েও প্রশ্নের জবাব দিলেন চেনা মেজাজে।

অধিনায়কত্ব : দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া বিরাট সম্মান। আমার নিজস্ব ভাবনা রয়েছে। বিরাট একরকম ছিল। রোহিতও। আমি চলব নিজের পথে। দায়িত্ব নিতে বরাবরই ভালোবাসি। রোহিতের সঙ্গে আগে কথা বলেছি। তবে এখানে আসার পর দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়। গৌতম গম্ভীর, টিম ম্যানেজমেন্ট জানিয়েছিল, পারথে আমিই দল সামলাব।

বোলার বুমরাহ : অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে ভালোভাবে সামলাতে (ব্যবহার করা) পারব। কারণ, কখন আমি তাজা আছি, কখন বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে, কখন নিজেকে ধাক্কা দিতে হবে, সেটা আমিই ভালো জানব। মানছি, অধিনায়ক হিসেবে চ্যালেঞ্জ অন্যরকম হবে। তবে আমি এটাকে অ্যাডভান্টেজ মনে করি। পিচ নিয়ে নিজের ভাবনা কাজে লাগাতে পারব অধিনায়ক হিসেবে।

কপিলের পর... : আমি বরাবর পেসারদের অধিনায়ক হওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছি। মনে করি, পেসার-অধিনায়করা পরিকল্পনার দিক দিয়ে যথেষ্ট ক্ষুরধার হয়। প্যাট (কামিন্স) দুর্দান্ত কাজ করছে। অতীতে পেসার-অধিনায়কের সাফল্যের মডেল রয়েছে আমাদের সামনে। কপিল দেব সহ আরও অনেকে। আশা করি, নতুন ট্র্যাডিশন শুরু হবে।

হোয়াইটওয়াশ : আগের সিরিজে জিতি বা হারি, শুরুটা সবসময় শূন্য থেকেই করতে হয়। গত সিরিজের ব্যর্থতার বোঝা এখানে বয়ে নিয়ে আসিনি আমরা। তবে নিউজিল্যান্ড সিরিজ আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দিয়ে গিয়েছে।

প্রথম এগারো : প্রথম একাদশ প্রস্তুত। আগামীকাল ম্যাচ শুরুর আগে আপনারা জানতে পারবেন।

বিরাট কোহলি : বিরাটকে কোনওরকম পরামর্শ দিতে চাই না আমি। ওর নেতৃত্বেই আমার অভিষেক হয়েছিল। একটা সিরিজ খারাপ যেতেই পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এখনও ও অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী।

সামির প্রত্যাবর্তন : সামিভাই ম্যাচ খেলা শুরু করে দিয়েছে। ও অবশ্যই ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমি নিশ্চিত, ম্যানেজমেন্ট ওর ফিটনেসের দিকে নজর রাখছে প্রতিনিয়ত। আশা করি, সবকিছু ঠিকঠাক যাবে এবং চলতি সফরে এখানে বল হাতে সামিভাইকে দেখা যাবে।

আত্মবিশ্বাস : সবাইকে একটাই বার্তা দেব-নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ, প্রচুর ক্রিকেট খেলেছে। তবে আত্মবিশ্বাস সবসময় ফ্যাক্টর। নিজের ওপর বিশ্বাস থাকলে তুমি ১০০টা টেস্ট খেললে কী ৫০টা, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। মূল কথা, তুমি কী ভাবছ।

অস্ট্রেলিয়া সফর : ২০১৮ সালে যখন এখানে এসেছিলাম, তার আগে মাত্র ৬টা টেস্ট খেলেছিলাম। কিন্তু কখনও নিজেকে অনভিজ্ঞ মনে হয়নি। লক্ষ্য ছিল, দলের সাফল্যে অবদান রাখতে হবে। বিশ্বাস ছিল, নিজের পারফরমেন্সে পার্থক্য গড়ে দিতে পারব। সেই বাতাই সবাইকে দিতে চাই। অনেকেরই এটা প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর। তবে ওরা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। যা কাজে লাগাবে বলে বিশ্বাস আমার।

অ্যাডিলেড, ২০০৩

একান্তভাবে রাহুল দ্রাবিড়ের টেস্ট। অস্ট্রেলিয়ার ৫৫৬ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে টিম ইন্ডিয়া ৮৫/৪ হয়ে গিয়েছিল। দ্রাবিড় (২৩৩) ও ভিভিএস লক্ষ্মণের (১৪৮) ৩০৩ রানের জুটি ভারতকে ম্যাচে ফেরায়। দ্বিতীয় ইনিংসে অজিত আগরকার (৪১/৬) অজিদের ১৯৬ রানে গুটিয়ে দেন। রানতাড়ায় নেমে দ্রাবিড়ের ৭২ রানের ইনিংস ভারতের জয় নিশ্চিত করে।

পারথ, ২০০৮

প্রথম দুই টেস্টে হার ও সিডনিতে মাঙ্কিগেট বিতর্কের পর পারথে ৬ উইকেটে জয় বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ভারতের অন্যতম সেরা পারফরমেন্স। কারণ এই টেস্টের আগে পারথে অজিরা ১০ বছরেরও বেশি সময় অপরাজিত ছিল।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত

আজ শুরু প্রথম টেস্ট

সময় : সকাল ৭.৫০ মিনিট

স্থান : অপটাস স্টেডিয়াম, পারথ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও হটস্টারে

রবিবার পারথ পৌঁছোচ্ছেন রোহিত

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : কেউ বলছেন, ইয়ে তো হোনা হি থা। আবার কেউ বলছেন, আর একটু আগে হলে ভালো হত! বাস্তব যাই হোক না কেন, আগামীকাল থেকে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্ট শুরুর আগে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে এসেছে সুখবর। জানা গিয়েছে, অধিনায়ক রোহিত শর্মা পারথ টেস্টের মাঝেই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে হাজির হচ্ছেন। সব ঠিকমতো চললে, আগামী রবিবার পারথ টেস্টের তৃতীয় দিনে তিনি সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দেবেন। হয়তো সেদিন থেকেই অনুশীলনও শুরু করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি দ্বিতীয়বার বাবা হয়েছেন হিটম্যান। তাঁর স্ত্রী রীতিকা পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। বাবা হতে যাওয়ার সময় পরিবারের সঙ্গে থাকার জন্যই সতীর্থদের সঙ্গে মিশন অস্ট্রেলিয়ার শুরুতে যাননি রোহিত। মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে অনুশীলন চালিয়ে গিয়েছেন। যদিও মুম্বইয়ে অনুশীলন করা আর সেই প্র্যাকটিসের ভরসায় অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয়ে টেস্ট খেলা এক নয়। বরং অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। রোহিত সেই চ্যালেঞ্জ এবার নিচ্ছেন। বাবা হওয়ার পর রবিবার পারথ পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়েও দিয়েছেন হিটম্যান। অপটাস স্টেডিয়ামে প্যাট কামিন্সদের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নামার কয়েক ঘণ্টা আগে রোহিতের ভাবনা ও পরিকল্পনা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দিয়েছে। এবার দেখার, পুত্রসন্তান অধিনায়ক রোহিতের ভাগ্যে কী নিয়ে হাজির হয়েছেন।

ভারতকে নিয়ে সতর্ক করছেন গিলি

অতীত সাফল্য বিরাটকে রসদ জোগাবে : পূজারা

প্রথম টেস্টের প্রস্তুতির মাঝে বিরাট কোহলি। পারথে বৃহস্পতিবার।

পারথ, ২১ নভেম্বর : পারথে আগামীকাল নতুন পরীক্ষার সামনে ভারতীয় দল। নতুন ইনিংস শুরুর অপেক্ষায় চেতেশ্বর পূজারাও। ব্যাটের বদলে পূজারার সঙ্গী মাইক্রোফোন। বিরাট কোহলিরা যখন বাইশ গজের দ্বৈরথে ব্যস্ত থাকবেন, তখন সতীর্থদের পারফরমেন্সের পর্যালোচনা করবেন কমেন্ট্রি বক্সে। নতুন ভূমিকায় অভিষেকের প্রাক্কালেই বিরাটের পাশে দাঁড়ালেন।

পূজারার বিশ্বাস, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অতীত সাফল্য আসন্ন সিরিজে বিরাটকে অক্সিজেন জোগাবে। ব্যর্থতা কাটিয়ে সাফল্যের ট্র্যাকে ফিরতে সাহায্য করবে। পূজারা বলেছেন, ‘নিশ্চিতভাবে সাহায্য করবে ওকে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যে পরিমাণ রান করেছে, তা বিরাটের পক্ষে কথা বলবে। শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, প্রতিটি ফরম্যাটে, বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ওকে নিয়ে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে থাকে। ব্যাটিংয়ের সঙ্গে দুর্দান্ত ফিল্ডার, অ্যাথলিটও।’

২০২৪ সালে এখনও পর্যন্ত ৬টি টেস্ট খেলে ২৫০ রান করেছেন বিরাট। গড় ২২.৭২, যেখানে কেরিয়ার গড় প্রায় ৫০-এর কাছাকাছি। পূজারার বিশ্বাস, রানের খিদে রাস্তা দেখাবে বিরাটকে। বলেছেন, ‘মাঝে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম পেয়েছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে অনেকটাই তাজা। মাঠে সবসময় নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে মুখিয়ে থাকে। অজিদের লক্ষ্য থাকবে ওকে চাপে রাখা। পালটা জবাব দেওয়ার খিদেটা সাহায্য করবে বিরাটকে।’ ১৩ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১৩৫২ রান করেছেন কোহলি। হাফডজন শতরান। গড় ৫৪.০৮। পূজারার মতে, ‘প্রথম দুইটি টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ বিরাটের জন্য। দ্রুত ছন্দে ফিরতে হবে। বরাবরের মতো পুরোদস্তুর প্রস্তুত হয়ে নামবে। যদি ৫০-৬০ রানের ইনিংসগুলি যদি সেঞ্চুরিতে পরিণত করতে পারে, দুর্দান্ত সিরিজ হতে চলেছে।’

বিরাটের পাশে দাঁড়ালেন ব্রেট লি-ও। প্রাক্তন অজি পেসার পাত্তা দিচ্ছেন না নিউজিল্যান্ড সিরিজের ছয় ইনিংসে বিরাটের মোট রান একশো না পেরোনোকেও। লি-র সাফ কথা, ‘মানসিকভাবে বিরাট অনেকটা অস্ট্রেলীয়দের মতো। হার না মানা মনোভাব। অতীত ব্যর্থতা ওকে সহজে কাবু করতে পারবে না। হয়তো গত তিন টেস্টের সিরিজে মাত্র ৯০ করেছে ও। কিন্তু কে সেই পরিসংখ্যানকে গুরুত্ব দেয়? অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রসঙ্গ যখন আসবে, তখন ওর রেকর্ডের কথা মাথায় রাখতে হবে।’

অ্যাডাম গিলক্রিস্টও বিধ্বস্ত ভারতীয় দলকে নিয়ে সতর্ক করছেন। কিংবদন্তি উইকেটকিপার-ব্যাটারের মতে, প্র্যাকটিস দেখে মনে হচ্ছে ভারতীয় দল রীতিমতো উজ্জীবিত। মুখিয়ে রয়েছে ব্যর্থতা ঝেড়ে পরিস্থিতি বদলে দিতে। এহেন দলকে নিয়ে সতর্ক থাকা উচিত অস্ট্রেলিয়ার।

এদিকে, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে নেমে পড়েছে অস্ট্রেলীয় সংবাদমাধ্যমও। নিশানায় গৌতম গম্ভীর। পন্টিংয়ের সঙ্গে বাগযুদ্ধ ইতিমধ্যে উত্তাপ চড়িয়েছে। এবার গম্ভীরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ শানিয়ে অজি মিডিয়ার দাবি, গম্ভীর টিমম্যান নয়। খেলোয়াড়রা নাকি সেভাবে পছন্দও করেন না নতুন হেডকোচকে, যেমন করতেন প্রাক্তন হেডস্যর রবি শাস্ত্রীকে। টিম হিসেবে মাঠে ঝাঁপানোর ক্ষেত্রে যে সমীকরণ নির্ণায়ক ফ্যাক্টর হয়ে উঠবে।

নীতীশে সৌরভ দেখছেন হরভজন

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : শুধু মাঠেই নয়, লড়াইটা মাঠের বাইরেও।

অস্ট্রেলিয়া সফরে বরাবরের চেনা ছবি। শুক্রবার শুরু ভারত-অজি এবারের দ্বৈরথেও যা বদলাচ্ছে না। অজিদের নিশানায় হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। তবে

বাইরের জিনিসে মাথা ঘামিও না, গম্ভীরকে শাস্ত্রী

বাইরের বিষয়ে মাথা না ঘামানোর পরামর্শ দিচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে জোড়া সিরিজ জয়ী হেডকোচ রবি শাস্ত্রী। গম্ভীরের উদ্দেশে শাস্ত্রী বলেছেন, ‘মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। বাইরে কী ঘটছে, কে কী বলছে, মাথা ঘামালে চলবে না। বিতর্ক এড়িয়ে যাও। দল এবং দলের প্লেয়ারদের ওপর মূল ফোকাস রাখো। লক্ষ্য হোক কীভাবে খেলোয়াড়দের থেকে সেরাটা আদায় করবে।’

পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনায় রদবদলে জোর দিচ্ছেন রবি। পরামর্শ, কখন কোন খেলোয়াড়কে ব্যবহার করলে দল উপকৃত হবে, সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা জরুরি। বলেছেন, ‘বোঝাপড়ার জন্য সময় দিতে হবে। এতদিনে হয়তো খেলোয়াড়দের টেম্পারামেন্ট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে গিয়েছে গৌতম। এই দলের কারও সঙ্গে খেলেছে। আবার কাউকে আইপিএলে কাছ থেকে দেখেছে। অভিজ্ঞতা কাজে আসবে।’

সিরিজের ঢাকে কাঠি পড়ার ২৪ ঘণ্টা আগে হরভজন সিং আবার দল নির্বাচন নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। নীতীশ কুমার রেড্ডিকে পেস অলরাউন্ডার হিসেবে খেলানোর ছক পারথে। যে প্রসঙ্গ টেনে প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, ‘হার্দিক পান্ডিয়ার মতো অলরাউন্ডার দরকার। হাতে বিকল্প নীতীশ। শার্দূল ঠাকুর কোথায় গেল? হার্দিকই বা কোথায়? ওদের শুধু সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে ভাবা হচ্ছে। অথচ, হার্দিকের মতো প্লেয়ারকে টেস্টেও প্রয়োজন। হঠাৎ করে এখন নীতীশকে বোলার হিসেবে ভাবা হচ্ছে। একসময় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে যেমন করা হত। তবে নীতীশ যদি ১-২টি উইকেট নেয়, সেটা বোনাস হবে।’

ট্রফি পুনরুদ্ধারেই চোখ কামিন্সের

‘সব প্রস্তুতি সেরেই যাচ্ছে ভেত্তোরি’

পারথ, ২১ নভেম্বর : বদলার সিরিজ। বদলেরও। ২০১৪ সালের পর দীর্ঘ এক দশকের অপেক্ষার অবসানই পাখির চোখ অস্ট্রেলিয়া শিবিরের। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগের দিন যা পরিষ্কার করে দিলেন প্যাট কামিন্স। শুক্রবার শুরু পাঁচ ম্যাচের সিরিজের প্রাক সাংবাদিক সম্মেলনে অজি অধিনায়ক বলেও দিলেন, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি পুনরুদ্ধারই একমাত্র লক্ষ্য।

মিচেল স্টার্ক, স্টিভেন স্মিথ, নাথান লায়োন, জোশ হ্যাজেলউড-বর্তমান দলের মাত্র চারজন ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জিতেছেন। অধিনায়ক কামিন্সও সেই স্বাদ থেকে বঞ্চিত। অতীত-ব্যর্থতা ঝেড়ে নয়া অধ্যায়ের সূচনার কথা অজি দলপতির গলায়। পূর্বসূরি স্টিভ ওয়ার মতো ‘লাস্ট ফ্রন্টিয়ার’ জয়ের মেজাজে কামিন্স বলেছেন, ‘গত কয়েক বছরে প্রায় সমস্ত চ্যালেঞ্জ উতরে গিয়েছি আমরা। সাফল্য পেয়েছি। কিন্তু এই একটা কাজ (বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি) এখনও হয়ে ওঠেনি। এবার সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে।’

অভিজ্ঞতা ও দলগত একতাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। কামিন্সের কথায়, গত ২-৩ বছর প্রায় এক দল খেলছে। দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল প্রত্যেকে, জানে কীভাবে ভারত-চ্যালেঞ্জের প্রস্তুতি নিতে হবে। তাঁর বিশ্বাস, দলের ধারাবাহিকতা, খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়া, দলগত ঐক্য টিম ইন্ডিয়ার হার্ডল-অতিক্রমে শক্তি হবে।

মুখ খুললেন দলের সহকারী কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরিকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়ে। প্রথম টেস্টের বদলে আইপিএলের নিলামকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হেডকোচ ভেত্তোরি। পারথ টেস্টের সময় জেড্ডায় উড়ে যাবেন নিলামে অংশ নিতে। যদিও ভেত্তোরির পাশে দাঁড়িয়ে কামিন্সের (সানরাইজার্সের অধিনায়ক) যুক্তি, ‘অনেক আগেই ঠিক হয়েছিল ড্যান জেড্ডায় যাবে। তার আগেই অবশ্য সমস্ত প্রস্তুতি সেরে গিয়েছে। আমরা নিজেদের মধ্যে প্রচুর বৈঠক করেছি। এখানে না থাকলেও ওর চোখ থাকবে পারথে।’

টেস্ট সিরিজের ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশনে জসপ্রীত বুমরাহ ও প্যাট কামিন্স।

> ম্যাকসুইনির ওপর কোনও চাপ নেই। ডেভিড ওয়ার্নার বা কাউকে অনুকরণের প্রয়োজন নেই। নিজের সহজাত ক্রিকেটেই ভরসা রাখুক।
>
> **প্যাট কামিন্স**

টেস্টের মাঝে আইপিএল নিলাম (২৪ ও ২৫ নভেম্বর)। অনেকে যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কামিন্স যদিও মানতে নারাজ, নিলামের প্রভাব পড়বে টেস্টে। ‘ক্রিকেটারদের ওপর প্রভাব পড়বে, এমনটা আমি মনে করি না। বেশিরভাগ ক্রিকেটার আগেও নিলামে উঠেছে। খেলোয়াড়দের এখানে করণীয় কিছু নেই। শুধু চোখ রাখা, নির্বাচিত হল নাকি হল না। ফোকাস নড়ে যাওয়ার মতো কিছু দেখছি না।’

প্রতিপক্ষ হোম সিরিজে নিউজিল্যান্ডের হাতে হোয়াইটওয়াশে বিধ্বস্ত ভারত। যদিও কামিন্সের যুক্তি, চাপ থাকবে অস্ট্রেলিয়ার ওপরই। অজি অধিনায়কের যুক্তি, ‘ঘরের মাঠে খেলা সবসময় বাড়তি চাপ। ভারত অত্যন্ত প্রতিভাবান দল। আমরা বেশি কিছু ভেবে মাথা খারাপে রাজি নই। আর বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি মানে উত্তেজক লড়াই। শক্তিশালী ভারতের চ্যালেঞ্জ সামলাতে আমরাও প্রস্তুত।’

পারথে নতুন ওপেনিং কম্বিনেশন। উসমান খোয়াজার সঙ্গে অভিষেক ঘটতে চলেছে নাথান ম্যাকসুইনির। কামিন্স বলেছেন, ‘ওর ওপর কোনও চাপ নেই। ডেভিড ওয়ার্নার বা কাউকে অনুকরণের প্রয়োজন নেই। নিজের সহজাত ক্রিকেটেই ভরসা রাখুক।’

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ **শ্রী দীপক সাহা ও শ্রীমতী সোমা সাহা :** (N.T.S. More) ২৫তম বিবাহবার্ষিকী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় **'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার'** (Veg & N/Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

☺ **সোমনাথ ও শিলা :** শুভ বিবাহ বার্ষিকী বাবা ও মা। তোমাদের ভালোবাসা যেন অটুট থাকে। **কন্যা : মন্টি ও সুইটি, জামাই : অমিত ও চিরন্তন, নাতি : বৈভব।**

চুক্তি বাড়ালেন গুয়ার্দিওলা

লন্ডন, ২১ নভেম্বর : ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তি করলেন স্প্যানিশ কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছিল, নতুন মরশুমে সিটিজেনদের ডাগআউটে নাও দেখা যেতে পারে তাঁকে। এমনিতেই চলতি মরশুমে সিটির অবস্থা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। তাদের ওপর আর্থিক নিয়মভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে। তার ওপর সদ্য ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা রড্রি চোটের জন্য বাইরে। কেভিন ডি ব্রুয়েনের চুক্তি শেষ হচ্ছে চলতি মরশুমে। তিনি এখনও নতুন চুক্তিতে সই করেননি। সব মিলিয়ে বেশ কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পেপ। ২০১৬ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি এখনও পর্যন্ত ১৮টি ট্রফি জিতেছেন।

বিদায় এনবিইউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : গুয়াহাটির রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত ইস্ট জোন আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের টেবিল টেনিসে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বিদায় নিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তারা ১-৩ ব্যবধানে হেরে যায়। একমাত্র ম্যাচটি পল্লবী রায় জিতেছিল। প্রি-কোয়ার্টার্রি ফাইনালে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩-০ ব্যবধানে এনবিইউ হারিয়েছিল।

সামির অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতি রাজকোটে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : রয়েছেন রাজকোটে। বাংলা দলের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতায় শনিবার থেকে মাঠে নামতে চলেছেন তিনি।

কিন্তু মহম্মদ সামির মন পড়ে রয়েছে সুদূর অস্ট্রেলিয়ায়। যেখানে তাঁর সতীর্থরা পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুক্রবার থেকে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম ম্যাচ খেলতে চলেছেন। সামিও খুব দ্রুত অস্ট্রেলিয়া উড়ে যাবেন। হয়তো অ্যাডিলেডে ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টের আগেই।

বাংলার হয়ে মুস্তাক আলিতে নামার আগে সামি এখন মিশন অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতিতে ডুবে

> সামি দুরন্ত ছন্দে রয়েছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এখনই অস্ট্রেলিয়ার বিমানে উঠে পড়তে চাইছে ও। রনজি ট্রফিতে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে ওকে যতটা ছন্দে দেখেছিলাম, মাঝের কয়েকদিনে ও পুরোপুরি অতীতের ছন্দে ফিরে এসেছে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

রয়েছেন। গতকাল রাতে বেঙ্গালুরু থেকে রাজকোটে পৌঁছে গিয়েছিলেন সামি। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিজিয়ো নীতিন প্যাটেল। আজ বেলার দিকে রাজকোটের সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার মাঠে বাংলা দলের অনুশীলনের মূল আকর্ষণও ছিলেন তিনি। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, আজ অন্তত ৪৫ মিনিট বল করেছেন সামি। পরে ব্যাটিংও করেছেন। যদিও ব্যাটিংয়ের চেয়ে তাঁর বোলিং চর্চা দ্রুত অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা উসকে দিয়েছে।

কেমন ছিল আজ সকালে সামির অনুশীলন?

জানা গিয়েছে, মূলত ব্যাক অফ লেংথ বোলিংয়ে জোর দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ওয়াইড ইয়র্কার

বোলিংয়ের পর ব্যাটিংয়ে শান দিতে চলেছেন মহম্মদ সামি। রাজকোটে।

টানা করেছেন নেটে। দোসর হিসেবে ছিল বাউন্সারও। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে রাজকোট থেকে বলছিলেন, 'সামি দুরন্ত ছন্দে রয়েছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এখনই অস্ট্রেলিয়ার বিমানে উঠে পড়তে চাইছে ও। রনজি ট্রফিতে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে ওকে যতটা ছন্দে দেখেছিলাম, মাঝের কয়েকদিনে ও পুরোপুরি অতীতের ছন্দে ফিরে এসেছে।' প্রথমে নতুন বলে বোলিং। সাদা বলের পাশে লাল বলও ছিল সামির বোলিং অনুশীলনের আসরে। বাংলার কোচ শিবশংকর পালের সঙ্গে আলোচনা করেই টানা বোলিং করেছেন তিনি। পরের দিকে পুরোনো বলে রিভার্স সুইংয়ের স্কিলও ঝালিয়ে নিয়েছেন তিনি। বাংলার বোলিং কোচ শিবশংকর বলছিলেন, 'সামিকে যত দেখছি, মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আশা করব, খুব দ্রুত ও অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে যাবে।'

সামি কবে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছোবেন, এখনও স্পষ্ট নয়। বাংলা দলের অন্দরের খবর, পরশু মুস্তাক আলির প্রথম ম্যাচে পাঞ্জাব ও পরের ম্যাচ রাজস্থানের বিরুদ্ধে খেলেই হয়তো স্যর ডনের দেশে উড়ে যাবেন তিনি। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, সামি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে অন্তত দুইটি টেস্টেও খেলবেন।

অনুশীলনের ফাঁকেই সঞ্জয় মঞ্জরেকারকে বিঁধলেন সামি। কয়েকদিন আগে সামিকে উদ্দেশ্য করে মঞ্জরেকার বলেছিলেন, 'সামি যা চোটপ্রবণ তাতে এবারের আইপিএলের নিলামে ওর দাম পড়তে চলেছে।' এদিন সামাজিক মাধ্যমে মঞ্জরেকারকে পালটা দিয়ে সামি লেখেন, 'বাবাজি কি জয় হো। সঞ্জয়জি কিছুটা জ্ঞান আপনি আপনার ভবিষ্যতের জন্যও বাঁচিয়ে রাখুন। কারও যদি নিজের ভবিষ্যৎ জানার দরকার পড়ে তাহলে স্যরের (সঞ্জয় মঞ্জরেকার) সঙ্গে দেখা করতে পারেন।' ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সামির এহেন পোস্ট নেটপাড়ায় সাড়া ফেলে দিয়েছে।

খালিদহীন দলকে গুরুত্ব মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : জামশেদপুর এফসি-কে নিয়ে ফুটবলারদের সতর্ক করলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

গত কয়েকটা ম্যাচ একেবারেই ভালো যাচ্ছে না খালিদ জামিলের দলের। লিগের শুরুটা ভালো করলেও শেষ দুই ম্যাচ বড় ব্যবধানে হেরেছে জামশেদপুর। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে ৫-০ হারের পর চেন্নাইয়ান এফসি-র কাছে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত হয় খালিদের জামশেদপুর।

অনুশীলনে অনুপস্থিত নীশু

আন্তর্জাতিক বিরতির আগে হওয়া চেন্নাইয়ান ম্যাচে মেজাজ হারিয়ে লাল কার্ড দেখেন জামশেদপুর কোচ নিজেই। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে ডাগআউটে থাকবেন না তিনি। সদ্যই প্রো-লাইসেন্স পাশ করে ফিরেছেন সহকারী কোচ স্টিভেন ডায়াস। এই ম্যাচে তিনি থাকবেন কোচিংয়ের দায়িত্বে। যদিও খালিদের মস্তিষ্ক কাজ করবে সবকিছুর পিছনে।

জামশেদপুর এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে লিস্টন কোলাসো।

তাছাড়া মোলিনা মনে করছেন যেহেতু পরপর দুই ম্যাচে হেরেছে জামশেদপুর, তাই জয়ে ফিরতে মরিয়া থাকবে তারা। ফলে কাজটা কঠিন হবে ফুটবলারদের কাছে। সেক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক ফুটবলকেই হাতিয়ার করতে পারে মোলিনাকে। তিনি সেক্ষেত্রে সদ্য চোট সারিয়ে দলে ফেরা অনিরুদ্ধ থাপাকে ব্যবহার করবেন নাকি দীপক টাংরি এবং আপুইয়াকে দিয়ে ডাবল ডিফেন্সিভ স্ক্রিনে খেলাবেন। সেটা ঠিক করলেও প্রকাশ্যে আনতে নারাজ। তবে তাঁকে নিশ্চিতভাবেই স্বস্তি দিচ্ছে দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেসন কামিংসের চনমনে ভাব। দুইজনেই নিজেদের সেরা ফর্মে ফিরে আসতে মরিয়া ভাব দেখাচ্ছেন অনুশীলনে। এই দুইজন যদি নিজেদের ফলে খেলতে পারেন তাহলে গ্রেগ স্টুয়ার্টের অভাব ঢেকে দিতে পারবেন তাঁরা।

এদিকে, এদিন ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে আসেননি চোট পাওয়া নীশু কুমার। তিনি ছাড়া হেক্টর ইউস্তের চোট আছে। তিনি অনুশীলনে উপস্থিত থাকলেও এদিনও রি-হ্যাব করেই কাটান হেক্টর। নর্থইস্টের বিরুদ্ধে কোচ অস্কার ব্রুজোঁ মূলত আক্রমণাত্মক ফুটবলের ওপর জোর দিচ্ছেন। মাদিহ তালালকে পেছনে রেখে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ও পিভি বিষ্ণুর উপর দায়িত্ব দিচ্ছেন প্রতিপক্ষ বক্সে আক্রমণ শানানোর। পরের ম্যাচে ব্রুজোঁ পাচ্ছেন না নাওরেম মহেশ সিং ও নন্দকুমার শেখরকে।

চায়না মাস্টার্সে সিন্ধুর বিদায়

শেনজেন, ২১ নভেম্বর : চায়না মাস্টার্সের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় পিভি সিন্ধুর। লড়াই করেও সিঙ্গাপুরের ইয়াও জিয়া মিনের কাছে হার হায়দরাবাদি শাটলারের। প্রথম গেম হেরে গেলেও লড়াই জারি রাখেন সিন্ধু। দ্বিতীয় গেমটি পকেটে পোরেন ভারতীয় শাটলার। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত সিন্ধুকে বশ মানান সিঙ্গাপুরের জিয়া মিন। ম্যাচের ফল ১৬-২১, ২১-১৭, ২১-২৩।

সিন্ধুর পাশাপাশি দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নেন অনুপমা উপাধ্যায় ও মালবিকা বানসোদ। জাপানের নাতসুকি নিদারিয়ার কাছে স্ট্রেট গেমে হারেন অনুপমা। ম্যাচের ফল ২১-৭ ও ২১-১৪। থাইল্যান্ডের সুপানিদা কেটথংয়ের কাছে মালবিকা বশ মানেন ৯-২১, ৯-২১ গেমে। তবে তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন লক্ষ্য সেন। ডেনমার্কের রাসমুস জেমকের বিরুদ্ধে তাঁর জয় এসেছে ২১-১৬, ২১-১৮ পয়েন্টে। দ্বিতীয় রাউন্ডে জিতেছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টিও। ২১-১৯, ২১-১৫ পয়েন্টে তাঁরা হারিয়েছেন রাসমুস পেডেরসেন-ফ্রেডেরিক মর্টেনসেনকে।

দ্বিশতরান বীরু-পুত্রের

শিলং, ২১ নভেম্বর : কোচবিহার ট্রফিতে দ্বিশতরান প্রাক্তন তারকা বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীর শেহবাগের। বৃহস্পতিবার দিল্লির হয়ে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ২২৯ বলে ২০০ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ৩৪টি চার ও ২টি ছক্কায় সাজানো ইনিংসটিতে বাবার আক্রমণাত্মক ব্যাটিংকে মনে করালেন আর্যবীর। ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে মেঘালয় ২৬০ রানে অল আউট হয়ে যায়। জবাবে আর্যবীরের দাপটে দিল্লি ২ উইকেটে ৪৬৮ রান সংগ্রহ করেছে।

72198 21111 | BAJAJ SECURE - AMC - ROAD SIDE ASSISTANCE | অতিরিক্ত অফারগুলি পাওয়া যাবে এখানে Flipkart এবং amazon.in

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। *পালসার 125 CF সিঙ্গেল সিট ভেরিয়েন্টের এক্স-শো রুম দাম। অফার শুধুমাত্র নির্বাচিত কিছু ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে। অফার বহাল থাকবে 31শে ডিসেম্বর, 2024 পর্যন্ত। যেকোনও একটি বা সবকটি অফার বিনা বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যাহার করে নেবার অধিকার বাজাজ অটোর আছে। স্টান্টগুলি দক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা, পেশাদার তত্ত্বাবধানে, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষ পরিবেশে, সাধারণ জনতা ও জন চলাচলের রাস্তা থেকে দূরে সম্পাদন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে এইসব স্টান্ট নকল করতে যাবেন না এবং সর্বদা পথের নিরাপত্তামূলক বিধিসমূহ পালন করে চলুন। AMC পাওয়া যাবে কিছু বিশেষ মডেলে এবং কিছু বিশেষ রাজ্যে। বিশদ জানতে বাজাজ ডিলারের কাছে খোঁজ নিন। পথকালীন সহায়তা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা সরবরাহিত এবং তাদের নিয়ম ও শর্তাবলি সাপেক্ষ। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে প্রদত্ত অফারগুলি তাদের নিয়ম ও শর্তাবলি সাপেক্ষ।

Authorised Dealers for BAJAJ Auto Ltd.: • **Siliguri Burdwan Road** SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7098689004 •**Siliguri Sevoke Road** SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062879, • **Jalpaiguri** SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9832015373 **Alipurduar** SILIGURI BAJAJ 9832407999• **Raiganj** BAJAJ WHEELS: 8967878803 • **Sahapur** Bajaj Wheels: 9593825338 • **Karandighi** Bajaj Wheels: 8509047694 • **Tungidighi** Bajaj Wheels: 9547525283 • **Checkpost** Bajaj Wheels: 9547424873 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Balurghat** PLANET BAJAJ: 9733310021 • **Cooch Behar** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93.